রক্ত-তিলক

(নাটক)

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থকার
৮এ, শ্যামাচরণ মৈত্র লেন

দুই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
শৈলেন প্রেস
৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কে ও কি

পুরুষ

উপেন্দ্র—ধনী ব্যবসায়ী।

মহেন্দ্র—উপেন্দ্রের একমাত্র পুত্র। বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, বর্ত্তমানে মেজর। ছদ্মবেশী বিপ্লবী নেতা।

ধীরেন্দ্র—কৃপন ব্যবসাদার।

সৌরীন্দ্র—ধীরেন্দ্রের একমাত্র পুত্র। কংগ্রেসকর্ম্মী।

মহেশচন্দ্র—গ্রাম্য জমিদার, রায়বাহাদুর।

বিশ্বপতি—(ওরফে বিশু) ঐ পুত্র, দারোগা।

আশু—বিশুর বড় দাদা।

মনোরম—বিপ্লবী যুবক

পুলিশ ইন্‌সপেক্টার, পুলিশদ্বয়, শ্রমিকদল, ম্যানেজার।

নারী

মৈত্রেয়ী—উপেন্দ্রের গ্রাজুয়েট কন্যা।

মায়া—ঐ বন্ধু; কমিউনিষ্ট

মণিমালিনী—উপেন্দ্রের স্ত্রী।

মাতঙ্গিনী—মহেশচন্দ্রের বিধবা ভগ্নী।

মলিনা } মৈত্রেয়ীর কলেজ বন্ধু
যমুনা }

ভিখারিণী।

নিবেদন

এই নাটকটী ইংরাজী ১৯৪৪ সালের মে মাসে লিখিতে আরম্ভ করি। পরে আমার অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের নির্দ্দেশমত এবং শ্রীদীপেন রায়চৌধুরী, বৈদ্যনাথ দাস, কান্তি দে, প্রভৃতি নট বন্ধুদের পরামর্শে ইহা অনেক রূপ বিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কাজেই এই নাটকের ভালমন্দের অনেকখানি অংশীদার তাঁহারা সকলেই।

লাভপুর অতুল ক্লাবে ইহা প্রথম অভিনীত হয়, পরে সিউড়ী নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক ১৭ই জুন ১৯৪৫ ইহার দ্বিতীয় অভিনয় হয়। ঐ উভয় অভিনয় রজনীর অভিনেতাদিগকে নাটকটিকে রূপদানের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীওঙ্কার নাথ রায়চৌধুরী গানগুলিতে সুর সংযোগ করিয়া আমার বেসুরা কলমকেও যেভাবে সেতারে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা যাঁহারা অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। শ্রীযুক্ত যুগোলকিশোর গোস্বামী এবং তাঁহার সম্প্রদায় সুরসৃষ্টি এবং আবহসঙ্গীতে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। মফঃস্বলে অভিনয়ে সাইরেন বাজার শব্দ অতি সহজেই কলিকার মুখে পাতলা oil paper দিয়া করা যায়; সঙ্গে বেহালা থাকিলে আরও ভাল হয়। ৩।৪ জন একসঙ্গে বিভিন্ন পর্দ্দায় ঐরূপ সাইরেন বাজাইলে ঠিক আসল সাইরেনের মতই শুনায়। ইহাও শ্রীওঙ্কারনাথের সৃষ্টি।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিলে নাটকটীর ঘটনা সংস্থানের দিনপঞ্জিকায় কিছু গলদ দেখা যাইবে। বাংলায় জাপানী আক্রমণ এবং দুর্ভিক্ষ সমসাময়িক নহে। বোমা বর্ষণ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে। তথাপি বাংলার এই ২।৩ বৎসরের দুর্ভাগ্যেব একটা সমগ্র রূপদানের জন্যই ইতিহাসের দিনপঞ্জিকার ব্যতিক্রম করিয়াছি।

বইখানি ছাপা হইবার সময় আমি কার্য্য ব্যপদেশে নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ানয় ঠিকমত Proof দেখিতে পারি নাই; এই জন্য যথেষ্ট মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এ জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। ইতি—

৮এ, শ্যামাচরণ মৈত্র লেন
২৭শে আষাঢ়, ১৩৫২
রথযাত্রা

বিনীত
গ্রন্থকার

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	কথা	পড়িতে হইবে
৪	৮	নেয়েছে	নিয়েছে
„	১০	Praclic	Practic
৮	১৮	কথা	কথা
১৩	১৪	দেথ	দেখ
২৩	৩	থাটো	থাটো
„	৮	হেঁসেলের	হেঁসেলের
২৬	২২	বে	যে
„	২৩	তুলে	ভুলে
২৮	১৮	দেন্তয়া	দেওয়া
৫০	২	Director	Inspector
৫২	১৫	নিহরী	শিহরী
৭০	৯	অন্য	জন্য
৭৭	১৪	মার	ম'র
৫৭	১	Daunn	Damn

রক্ত-তিলক

—— ঃ*ঃ ——

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

উপেন্দ্রবাবুর Drawing room। ঘরখানি সাজান। একধারে অর্গ্যানে মৈত্রেয়ী বসিয়া গান গাহিতেছে।

বসি একেলা গেঁথেছি মালা
ও প্রিয় তোমারি তরে।
মোর মিলনের মধুমালা
রেখেছি প্রিয় যতন করে॥
মোর যত মালা মোর যত গান
মোর জীবনের যত কিছু দান
নিও তুমি নিও, দিনু আমি তোমারই করে॥

(গান শেষে মণিমালিনী প্রবেশ করিল)

মণি। হ্যাঁ মা, তোর বন্ধুরা কখন আসবে?

মৈত্রে। এইবার আসার সময় হয়েছে মা। তোমার চা-জলখাবার তৈরী ত?

মণি। সব তৈরী, এখন তোর বন্ধুরা এলেই হয়। হ্যাঁ রে, সৌরীন ত

এখনও এলো না। জেল থেকে বেরিয়ে কেমন চেহারা হয়েছে, দেখতে বড্ড ইচ্ছা ক'রছে। কখন আসবে বোলেছে ?

মৈত্রে। ঠিক সময় তো কিছু দেয় নি। বিকেলে আসবে বলেছে।

মণি। তুই ওকে একটু বোঝা দিকি। অমন ভাল করে M. Sc. পাশ দিয়েছে। একটা ভাল কাজ কর্ম্ম করুক, নয় ত বাপের ব্যাবসা দেখুক। স্বদেশী করে, জেলে গিয়ে ভবিষ্যৎটা নষ্ট করা কি ভাল ?

মৈত্রে। (সলজ্জভাবে) বোঝানর ভারটা তুমিই নাও মা।

(উপেন্দ্রের অফিসের পোষাকে প্রবেশ)

উপেন্দ্র। কিগো ! বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতেই যেন বেশ ভাল রান্নার গন্ধ পেলাম।

মৈত্রে। কি রান্নার গন্ধ বল ত বাবা ?

উপেন্দ্র। চপ্, কাটলেট বলেই ত মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি ? corridor দিয়ে আসতে dining hallটাও বেশ সরগরম মনে হলো।

মণি। তুমি কি বলত ? কিচ্ছু কি তোমার মনে থাকে না ? এই মন নিয়ে তুমি ব্যাবসা চালাও কি করে ? আজ মৈত্রেয়ীর জন্ম দিন নয় ? তাছাড়া ওর B. A. পরীক্ষা শেষ হলো, তাই আজ ওর বন্ধুদের নেমন্তন্ন। কাল তোমায় বলিনি ?

উপেন্দ্র। ও ! ঠিক ঠিক। তা বেশ বেশ। কে মৈত্রেয়ী আন মা দুএকটা চপটপ, চেখে দেখি—

মৈত্রে। আনছি বাবা।

(মৈত্রেয়ীর প্রস্থান, মণিমালিনী উপেন্দ্রের জামা খুলিতে লাগিল)

মণি। সৌরীন জেল থেকে খালাস পেয়েছে, তোমায় ব'লেছি, মনে আছে ত ?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, বলেছিলে বটে।

মণি। খালাস পেয়েই সে মৈত্রেয়ীকে ফোন ক'রেছিল। তাকেও আজ নেমন্তন্ন কোরেছি।

উপেন্দ্র। বেশ ক'রেছ ; বড় ভাল ছেলে, সোণার চাঁদ ছেলে। M Scতে সেকেণ্ড হয়েছে, কিন্তু কি নম্র ব্যবহার ! এতটুকু অহঙ্কার নাই।

মণি। তা বটে ; কিন্তু দোষের মধ্যে স্বদেশীর ঝোঁক। অবশ্য বিয়ে থা হ'লে ও আপনি শুধরে যাবে। তুমি এইবার একদিন যাও ধীরেন বাবুর কাছে, বিয়ের কথাটা পাকাপাকি করে একটা দিন স্থির করে এস। মৈত্রেয়ীও বি, এ, পরীক্ষা দিলে, সৌরীনও জেল থেকে বেরিয়েছে, বিয়েটা এই সময় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই ভাল।

উপেন্দ্র। কথা ত পাকাপাকি হয়েই আছে। তবে মৈত্রেয়ী মার মতটা তুমি আর একবার ভাল করে নাও। ধীরেন বাবু এই যুদ্ধের বাজারে পয়সা করে এমন কৃপণ হয়েছে যে যখন গেরস্থ ছিল তার চাইতেও চাল খাট করেছে, মৈত্রেয়ী মা যেভাবে মানুষ হয়েছে তাতে ঐ হাড় কৃপণের ঘর ক'রতে পারলে হয়।

মণি। তোমার যেমন কথা। বুড়ো কি চিরজীবি হয়ে থাকবে ? তাছাড়া সৌরীনের মত বিদ্বান ছেলে—ওকি আর বাপের ধান চালের গদিতে বসে ধুলো ঘাঁটবে, না সের ছটাকের হিসাব রাখবে ? ওর মত বিদ্বান ছেলেকে আজকাল কত বড় লোক লুফে নেবে। ও নিশ্চয় কোন বড় চাকরী বাকরী নিয়ে বাইরে কোথাও আলাদা থাকবে !

উপেন্দ্র। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা) হ্যাঁ যেমন আলাদা আছে তোমার সুপুত্র। কত আশা নিযে বিলেতে পাঠালুম। ডিগ্রীর জাহাজ নিয়ে এতদিন পর ফিরলো, কিন্তু বাপের ছেলে আর রইলো না। আচ্ছা, কি দরকার বলোতো মহেন্দ্রর আলাদা বাড়ীতে থাকার? আমার সঙ্গে থাকলে যেন ওর মানহানি হবে!

মণি। ডাক্তার মানুষ, ওর নাকি রোগী পরীক্ষার জন্যে অনেক ঘর লাগে। তা ছাড়া নানারকম রোগী আসে, তাইতো আলাদা বাড়া নিযেছে। ওর এখন পসার যে খুব।

উপেন্দ্র। হুঁ পসার! যুদ্ধে নাম লেখানোর পর আর কি ও Private Practice করে যে পসার থাকবে! এখন ত ওকে বাঁধাধরা ডিউটি দিতে হয।

মণি। পোড়া লড়াই আমাদের সব খেলে। বর্ম্মার অমন ব্যাবসাটা গেল। আবার ছেলেটারও ভবিষ্যৎ মাটী হবে। আজ আসুক মহেন্দ্র, যুদ্ধ থেকে নাম কাটাতে ব'লব। কি দরকার বলতো যুদ্ধে ওর নাম লেখাবার। এই অল্প দিনে পসার তো কম হয নি।

উপেন্দ্র। সাহেব হযেছে যে। বিলেত থেকে এসে ও নিজেকেও সাহেব মনে করে, তাই ইংরেজদের পক্ষে লোড়ে তাদের জিতিয়ে দেবে তোমার বীর পুত্র। তুমি বল্‌লেই ও কাজ ছেড়ে দেবে কিনা! তাকেও আসতে বলেছো নাকি আজ?

মণি। মৈত্রেয়ীর জন্ম দিনে মহেন্দ্র আসবে না?

উপেন্দ্র। না এলেই ভাল হত মণি। আজকাল ও নাকি বেমাত্রায় মদ খাচ্ছে। মৈত্রেয়ীর বন্ধুরা আসবে। তাদের সামনে যদি বেফাঁস কিছু করে ফেলে, তাতে মৈত্রেয়ীর মাথা কাটা যাবে। ঐ বেল্লিকপনার জন্যই তো ও আলাদা বাড়ী নিয়েছে।

মণি। তোমার যেমন কথা! এতদিন বিলেতে ছিল—ঠাণ্ডার দেশ, অভ্যেস হোয়ে গেছে, তাই একটু আধটু খায়। তাই বোলে কি বেহেড মাতাল! বিয়ে থা করলে না, একটা কিছু নিয়ে থাকা তো চাই!

উপেন্দ্র। যাক্ গে, ওর প্রতিবিধান যখন আমাদের হাতে নেই, তখন আলোচনা কোরে লাভ কি? মিছিমিছি মন খারাপ! কত ভাল ভাল মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ কোরলুম, হতভাগার এক গোঁ, বিয়ে করবো না।

মণি। সেদিন আমি মহেন্দ্রকে খুব ধরেছিলাম, "বিয়ে তোকে ক'রতেই হবে। বংশের একটী মাত্র ছেলে তুই, বিয়ে না করলে বংশ যে লোপ পাবে।" মাথা নীচু কোরে বললে—"জান তো মা, আমার দোষ আছে; একটা পরের মেয়েকে এনে আমার হাতে তুলে দিয়ে তার জীবনকে কেন নষ্ট কোরবে?"

উপেন্দ্র। যাকগে, যাকগে, ওকথা। অকৃতজ্ঞ ছেলে! এমনই হয় মণি! আজ আমাদের অনুরোধে বিয়ে কোরে পর্য্যন্ত আমাদের কৃতার্থ সে কোরতে রাজী নয়, অথচ ওর এতটুকু সুখ সুবিধার জন্য কত চেষ্টা, কত যত্নই না আমরা কোরেছি। বর্ম্মার ব্যাবসাটা যখন নষ্ট হোযে গেল, তখন আমার যে কি আর্থিক দুর্গতি গিয়েছে, তাতো তোমার মনে আছে, তবুও আমি মহেন্দ্রর এরোপ্লেনে আসার জন্য অতগুলো টাকা বিলেতে পাঠালুম। জাহাজে এলে এই যুদ্ধের গোলমালে হয়তো এসে পৌছাতেই পারত না— অথচ বিদ্বান ছেলে বাপের মুখ তাকিয়ে বিয়েটা পর্য্যন্ত কোরে তাকে কৃতার্থ কোরবে না। এমনিই হয়, এমনই হয়।

মণি। আগে মৈত্রেয়ীর বিয়েটা দাও, তারপর মহেন্দ্রর বিয়ের চেষ্টা করা

যাবে। মেয়ের বিয়ে ফেলে রেখে কেউ তো ছেলের বিয়ে দেয় না। তুমি যাও একদিন ধীরেন বাবুর কাছে, হাজার হোক তুমি মেয়ের বাপ ; কাজেই ছেলের বাপের কাছে মাথা আগে তোমাকেই নোয়াতে হবে।

উপেন্দ্র। মাথা তো আগেই নুইয়েছি মণি। যখনই তার কাছে টাকা ধার কোরেছি তখনই মাথা নোযাতে হয়েছে ! কাজেই যেতে লজ্জার কিছু নেই।

মণি। ধার কোরেছ ত কি হয়েছে ? শুধু হাতে ত টাকা ধার দেয়নি ? বিষয় বন্ধক রেখে টাকা ধার দিয়েছে। একদিন ধীরেন বাবুই ত তোমার কাছে টাকা ধার ক'রে ব্যাবসা সুরু করে। পোড়া যুদ্ধে তোমার বর্ম্মার ব্যাবসাটা গেল বলেই ত তোমায় টাকা ধার করতে হ'লো। ভগবান মুখ তুলে চাইলে ওর ৫০০০০৲ টাকা একবছরেই শোধ দিয়ে দেবে।

উপেন্দ্র। মুখ তোলার চাইতে ভগবান যেন এখন ক্রমশঃই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন মণি। কয়লার খনিতে ক্রমাগতই লোকসান যাচ্ছে। মাল গাড়ীর অভাবে কয়লা চালান যাচ্ছে না, অথচ কয়লা উঠছে রোজই। কাজেই টাকা যা লাগছে তা ফেরৎ আসছে না। এই লোকসান কতদিন যে দিতে হবে কে জানে ?

মণি। আচ্ছা, সে চিন্তা পরে হবে। এখন হাত মুখ ধোও ত। মৈত্রেয়ী খাবার আনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পোড়ল নাকি ?

(বাহিরে দরজায় door bellএর আওয়াজ হইল)

উপেন্দ্র। এই মাটি ক'রেছে। মৈত্রেয়ীর বন্ধুরা এসে পড়ল যে, আমি যে

প্রায় মহাদেব হয়ে বসে আছি, ওরা দেখলে কি ভাববে। চল চল ওপরে চল।

(জামা কাপড় গুটাইয়া লইয়া প্রায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রস্থান। মণিমালিনী জুতা টাই প্রভৃতি যাহা উপেন্দ্র ফেলিয়া গিযাছিলেন তাহা লইয়া পিছন পিছন গেলেন। মৈত্রেয়ী জল খাবারের থালা লইয়া ভিতর হইতে আসিল।)

মৈত্রেয়ী। (মা বাবাকে না দেখিয়া) মা, ও মা! মা বাবা কোথায় গেলেন? ভজু--

(সৌরীন্দ্র সেলামের ভঙ্গীতে বাহির হইতে প্রবেশ করিল। তাহার মাথায় গান্ধি টুপি, পরণে খদ্দর, পায়ে স্যাণ্ডেল)।

সৌরীন্দ্র। হুজুর কেয়া হুকুম?

মৈত্রেয়ী। (উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া) আরে তুমি! এস এস। (থাল টেবিলে রাখিযা একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিল) বসো (উল্লাসে চঞ্চল হইয়া) কেমন আছ? উঃ কতদিন দেখিনি জেলে গিয়ে কিন্তু রোগা হ'য়ে গেছ।

সৌরীন্দ্র। জেল ত' আর শ্বশুর বাড়ী নয় যে বলবান জামাতাটি হ'য়ে ফিরব।

মৈত্রেয়ী। হাতটা দেখি পাথর ভেঙ্গে কেমন শক্ত হ'য়েছে। (সৌরীনের হাতটা নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল)।

সৌরীন্দ্র। ডাকাতি ত' ক'রিনি তাই পাথর ভাঙ্গতে দেয়নি। তবে এমন নরম হাতের আদর পাব জান্‌লে না হয় হাতটা পাথর ভেঙ্গে শক্ত করেই আনতাম।

মৈত্রেয়ী। কেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি?

সৌরীন্দ্র। তা একটু খটকা আছে বৈকি। তোমার মা-বাবা জেলে যাওয়া ছেলের সঙ্গে তোমার মতো বিদুষীর বিয়ে দেবেন কিনা সেটা সঠিক না জানা পর্য্যন্ত সন্দেহ একটু আছে বৈকি!

মৈত্রেয়ী। আহা, আমি বিদুষী আর তুমি মুখ্যু, না? M. Sc. তে যে সেকেণ্ড হ'য়েছ সেটা বুঝি আর একবার শুনতে ইচ্ছে করছে! তুমি জাননা বাবা-মা তোমার কত প্রশংসা করেন।

সৌরীন্দ্র। জেলে যাওয়ার পরও?

মৈত্রেয়ী। বাবা ত মুখ্যু নন! ডাকাতি করে যে জেলে যাওনি তা তিনিও জানেন। তবে মা অবশ্য বলছিলেন স্বদেশীটা কমিয়ে একটু Practical হতে।

সৌরীন্দ্র। তুমি কি বলো?

মৈত্রেয়ী। যা তুমি ভাল বুঝবে তাই ক'রবে।

সৌরীন্দ্র। এতো মডার্ণ বিদুষীর কথা নয়। এ যে সেকেলের "সতী সাবিত্রীর" মতো উত্তর হ'লো।

মৈত্রেয়ী। মডার্ণ হোলেই কি সতী সাবিত্রীর আদর্শ ভুলতে হবে?

সৌরীন্দ্র। (ঠাট্টার ছলে) তা হ'লে তোমাকেও যে আমার পেছন পেছন জেল পর্য্যন্ত অনুগমন করতে হবে, দেবি।

মৈত্রেয়ী। বাংলার মেয়েরা কি তাতে কোনদিন পেছিয়েছে?

সৌরীন্দ্র। (আগ্রহে) পারবে, পারবে? তোমার এই বিলাস, আরাম,

চাকর, মোটর এসব ছেড়ে দেশের সেবার দুর্গম রাস্তায় পা দিতে পারবে মৈত্রেয়ী ?

মৈত্রেয়ী। কেন, কস্তুরবা, কি কমলা নেহেরু কি জেলে যাননি ?

সৌরীন। গেছেন সত্যি। বাঙ্গালীর মেয়েরা কিন্তু সংসারের গণ্ডীর বাইরে এক পাও এগুতে চায় না। ঘরকন্নার শান্তিটুকুই তারা বেশী বোঝে।

মৈত্রেয়ী। এ তোমাদের বাজে অভিযোগ। ডাক যখন এসেছে বাঙ্‌লার মেয়েরা সাড়া দিতে পেছিয়েছে কি ? অবশ্য সংসারের শান্তি কে না চায় ? যাদের ভালবাসি তাদের নিয়ে ছোট্ট একটা নীড তৈরী ক'রতে কার না সাধ যায় ? কিন্তু আমরা এখন এমন যুগ-সন্ধিতে জন্মেছি যখন সংসারের শান্তি আর দেশের শান্তি একতালে পা ফেলে চলে না। তা উপায় ত নেই, যে আবহাওয়ায় জন্মেছি তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে বইকি !

সৌরীন। মৈত্রেয়ী, বাংলার সব মেয়ে যদি তোমার মত বুঝত, তাহলে……

(মণিমালিনীর প্রবেশ)

মণি। এই যে সৌরীন, এসে গেছ বাবা।

(সৌরীন প্রণাম করিল)

বড্ড রোগা হ'য়ে গেছ বাবা। আহা, জেলে কি ভদ্রলোকে থাকে। যতো ছোটলোকের আড্ডা। আর ওসব করো না বাবা। চরকা ঘুরিয়ে আর বন্দেমাতরম করে কি ইংরেজ তাড়ানো যায় ? ওরকম আন্দোলন আমরা কত দেখলুম। কিছুদিন লোকে মাতামাতি করে, তারপর সব থেমে যায়। মাঝে

থেকে কতকগুলো লোক জেলে যায়, মাথা ফাটে, গুলী খায়। চলো বাবা, ওপরে চলো। কর্ত্তা ওপরে বসে আছেন।

(সৌরীনের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন, মৈত্রেয়ী ও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। অপর দিক হইতে যমনা ও মলিনা প্রবেশ করিল।)

যমুনা। কৈ রে কাউকে ত Drawing Roomএ দেখছি না। সবাই হয়ত আগেই এসে গেছে। Black outএর রাত্রি, তাই বোধ হয় এখনই সব খেতে বসে গেছে।

মলিনা। না, না এরি মধ্যে কি সবাই এসেছে। মৈত্রেয়ী বোধ হয় ভেতরে আছে। বাইরে তো কোন গাড়ী কি মোটর দেখলুম না। একটু বোস এখানে, মৈত্রেয়ী বোধ হয় এখনই আসবে।

যমুনা। মৈত্রেয়ী কলেজ থেকে বেরিয়ে এলো, এতে অনেক মেয়ের ক্ষতি হবে। কত গরীব মেয়ের মাইনে, বই কেনার পয়সা ও লুকিয়ে লুকিয়ে দিত তা ত তোরা জানিস না! আমি সেদিন ওর নোট বইটা একদিন এমনি নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে দেখে ফেলেছিলাম অনেকের নাম। আমায় ক'তো দিব্যি দিলে যেন কাউকে নাম না বলি।

মলিনা। (বাহিরে দেখিয়া) আরে Comrade আসছে যে! বড়লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে Communist মায়া যে!

যমুনা। ঠোক না বেশ ক'রে। খুব লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ে কলেজে। বড় লোকেরা বুর্জ্জোয়া দেশের শত্রু, ওদের নিপাত না করলে দেশ উদ্ধার হবে না, —আরো কতো কি।

(মায়ার প্রবেশ)

মলিনা। Hallo Comrade মায়া! এখানে কি মনে করে?

মায়া। তোরা যা' মনে করে।

মলিনা। আমরা ত আর Comrade নই, তাই আমরা নেমন্তন্ন পেলেই আসি, তা বড়লোকেই করুক আর Comradeই করুক।

মায়া। মৈত্রেয়ী বড়লোক ব'লে তার বাড়ী আসিনি, বন্ধু হিসেবেই এসেছি।

যমুনা। তা Comradeদের এরকম বন্ধুত্ব বজায় রাখা উচিত বই কি? কে জানে কখন কাজে লাগে। এদের ঘাড় ভেঙ্গেই তো partyর খরচ চলে; যার শীল তারই নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া, এই তো তোদের policy, না কি বল?

মায়া। আমাদের party বড়লোকের তোযাক্কা রাখে না।

মলিনা। দরকার কি ভাই তোয়াক্কা রাখবার? গভর্ণমেণ্টের খাস দপ্তর থেকে মাসে মাসে করকরে নোট যাদের আসে, এমন ছোটো খাটো বড়লোকের কি তারা তোযাক্কা রাখে।

মায়া। সাবধান মলিনা, এ ধরণের মন্তব্য ভারী অন্যায়। Government এর পয়সা খেয়ে আমরা কাজ করি না। দেশের দরিদ্রদের মুক্তির জন্য যারা সংগ্রাম করে Capitalist Governmentএর সাহায্য তারা প্রত্যাশা করে না।

মলিনা। প্রত্যাশা না করলেও, আপনা থেকে এলে প্রত্যাখানও করে না, কি বলিস?

মায়া। না তাও না। আমরা Capitalismএর বিরুদ্ধে, তা' ব্যক্তিগতই হোক আর রাষ্ট্রগতই হোক। ধনীক আর বাজে ধর্ম্ম দুইই দেশের শত্রু।

যমুনা। এতদিন তো ধনীদের বিরুদ্ধেই তোরা জেহাদ্ সুরু করেছিলি, ধর্ম্ম বেচারাকে নিয়ে কবে থেকে আবার টানাটানি করছিস?

মায়া। তোরা কিছু পড়বি না, কোনও খবরও রাখবি না, অথচ তর্ক করবি। Communismএর গোড়ার কথাই হোলো ধনীর সঙ্গে বাজে ধর্ম্মকেও ঝেঁটিযে বিদেয করতে হবে। ধর্ম্ম ধনীদের একটা ধাপ্পা। ধর্ম্মের আফিম খাইযে ধনীরা গরীবদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ধর্ম্ম গরীবদের বলে তোদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্যে তোদের কর্ম্মফল দাযী, যেন ধনীদের কোন দাযিত্বই নেই, আর ধনীরা যে গরীবদের রক্ত শুষে দিব্যি আরামে আছে সেও তাদের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল। অতএব তা' নিযে মাথা ঘামিও না, তা'হলে ধর্ম্মে পতিত হবে।

যমুনা। ধর্ম্মের এ ভাষ্যটা নিযে একটা টীকা লিখে ফেল। Moscow university থেকে Ph. D. Degree পাবি।

মাযা। কেন, ভাষ্যটা কি খুব অন্যায় হলো? এত বড় দুর্ভিক্ষটা যে দেশের ওপর দিযে চলেছে তাকেও লোকে বলছে ভগবানের অভিশাপ! মানুষের লোভে আর অনাচারে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে তবুও ভগবানের দোহাই দিয়ে লোকে মাথা তোলে না, প্রতিবাদ করে না। নীরবে একে মেনে নিচ্ছে।

মলিনা। না মেনে কি করবে? লুঠ ক'রবে?

মাযা। করলে কি খুব অন্যায হবে? এক দিকে যুদ্ধের সুযোগে কতক গুলো লোক লাখ লাখ টাকা করছে, গরীবদের পেটের ভাত লুকিয়ে মজুত রেখে, বিক্রী করে বড়লোক হচ্ছে, আর যারা সেই চাল উৎপন্ন ক'রলে তারা সপরিবারে না খেতে পেয়ে শুকিযে মরছে। এ ক্ষেত্রে লুঠটা খুব অন্যায হবে কি?

যমুনা। তুই একটা নতুন ধর্ম্ম প্রচার কর মায়া, যাতে লুঠ করা হবে পরম ধর্ম্ম, কোশাকুশির বদলে লোকে হাতুড়ী কাস্তে নিয়ে ভজন করবে,

আর অভিজাতদের বদলে জাতহারার দল হবে সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্মানীয় ব্যক্তি।

মায়া। তোরা অন্ধ তাই তোরা এখনও দেখতে পাচ্ছিস না যে সেই নূতন ধর্ম্ম জগতে এখনই এসে গেছে। ধর্ম্মের পুরাণ খোলস খসে পড়েছে, নাক টেপা ছুঁৎমার্গ থেকে ধর্ম্ম আরও বৃহত্তর ভিত্তির ওপর ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। গীতার চতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টম গুণ কর্ম্ম বিভাগসঃ শ্লোকের নতুন ভাষ্য পৃথিবীতে সুরু হয়েছে।

মলিনা। এই নতুন ভাষ্যে চতুবর্ণের মধ্যে বর্ণ-সঙ্করদেরও স্থান হয়েছে বুঝি?

মায়া। (দৃপ্তভাবে) মানে?

মলিনা। তুই এত কথার মানে জানিস আর এটার মানে বুঝিয়ে দিতে হবে?

মায়া। মলিনা, কি বলতে চাস তুই?

মলিনা। দেখ, যার কিছু নেই বঞ্চনার ক্ষোভ তারই বেশী। শূন্য কলসী বাজে বেশী। তোর না আছে অর্থ, না আছে বংশ মর্য্যাদা, তাই ও দুটোর ওপর আক্রোশ তোর বেশী।

মায়া। মলিনা, মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। বড়লোক আমি না হ'তে পারি, কিন্তু জন্ম নিয়ে কোন ইঙ্গিত করার কোন অধিকার তোর নেই।

(পিছনের দরজা দিয়া মহেন্দ্র ঢুকিল। ইহাদের কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না মহেন্দ্রর পরণে মেজরের খাঁকী পোষাক

মলিনা। কোন অধিকার কারুরই নেই, সব অধিকার তোরই না! কিসের এত ফোঁস ক'রছিস। কি তোর বংশ মর্য্যাদা শুনি? যতঃ

তুই ঢেকে রাখ কারুর জান্‌তে বাকি নেই হোষ্টেলের। ফর্সা জামা কাপড় পরে চাল মারলেই বংশমর্য্যাদা বাড়ে না।

মায়া। কি জানিস তুই শুনি?

যমুনা। আচ্ছা মায়া, তোর লজ্জাও করে না কথাটা নিয়ে ঘাঁটাতে? তোর বংশ পরিচয় যে বড় গলা ক'রে বলবার মত নয় তা আমরা জানি। ও সব কথা চেপে যা।

মায়া। আমার কাজের জন্যে আমি দায়ী, জন্মের জন্যে দায়ী নই। আর তাও লজ্জা পাবার মতো কিছু নয়।

মলিনা। লজ্জা! লজ্জা কি তোর আছে? তোর বাপের সঙ্গে কি তোর মায়ের ধর্ম্মমতে বিয়ে হয়েছিল? বিলেতের একটা চাকরাণীকে তোর বাবা স্ত্রী বোলে দেশে আনেন নি? শোনা যায় তার নাকি আরও দুটী স্বামী তার আগে ছিল। পরিচয়টা খুব গৌরবের, না? চল্ চল্ যমুনা, মৈত্রেয়ী কোথায় আছে দেখি গিয়ে। ওর সঙ্গে কথা কইতেও ঘেন্না করে। (যমুনা মলিনা চলিয়া গেল)

মায়া। (দাঁত দাঁত ঘষিয়া) You. বুর্জ্জোয়া......সমাজ.........জাত crush it...(মহেন্দ্র আগাইয়া আসিল। সাহেবী কায়দায় কহিল)

মহেন্দ্র। Excuse Miss. আপনি একলা এখানে বসে? আর কেউ আসেনি বুঝি এখনও?

মায়া। (নিজেকে সংযত করিয়া) ঠিক জানিনা। আমি এই আসছি।

মহেন্দ্র। I suppose you are a friend of Moitreyi?

মায়া। Yes.

(মৈত্রেয়ীর প্রবেশ)

মৈত্রেয়ী। আয়, মায়া আয়। মলিনা বুঝি তোর সঙ্গে ঝগড়া করেছে?

তোর কথা জিজ্ঞেস ক'রতে যেন বেঁকিয়ে কথা বল্লো। এই যে দাদা, তুমিও এসে গেছ। (মৈত্রেয়ী মহেন্দ্রকে প্রণাম করিল)

মহেন্দ্র। থাক্ থাক্। এই সব মনুলিখিত সুসমাচার গুলো ছাড় মৈত্রেয়ী। মাথা সোজা ক'রে চল্‌বি, যখন তখন যার তার কাছে কি মাথা নোয়াতে আছেরে ?

মৈত্রেয়ী। তুমি যে দাদা।

মহেন্দ্র। না বোন, আমার এমন কোন গুণ নেই, যাতে লোকের প্রণাম নিতে পারি। মাথা নুইয়ে নুইয়ে জাতটার এমন অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে কিছুতেই আর মাথা তুলতে চায় না।

মৈত্রেয়ী। দাঁড়াও আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু মায়া মিত্র, আর আমার দাদা মেজর মহেন্দ্র গুপ্ত।

মহেন্দ্র। Pleased to meet you (সাহেবী কায়দায় সামনে ঝুঁকিয়া অভিবাদন করিল। মায়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।)

মৈত্রেয়ী। হ্যাঁরে, তুই নাকি কোথায় চাকরী নিয়ে কল্‌কাতার বাইরে যাচ্ছিস্? Superintendent ব'ল্‌ছিলেন—কোন রায়বাহাদুরের মেয়েদের governess হ'য়ে যাচ্ছিস্?

মায়া। হ্যাঁ, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওঁর একটা certificate দিয়ে দরখাস্ত করেছিলাম; যেতে লিখেছে।

মৈত্রেয়ী। কবে যাচ্ছিস্?

মায়া। শীগ্গীই যাবো ভাবছি। তবে জায়গাটা পাড়াগাঁ, এই যা।

মৈত্রেয়ী। তোরা হ'লি communist, পাড়াগাঁকে তোরাও যদি ভয় করিস্ তাহলে তাদের গতি কি হবে ?···ভালো কথা মায়া, দাদাও তোদের মত ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ কোরে তাদের জিতিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। বিলেতে বছর আষ্টেক কাটিয়ে ডিগ্রির জাহাজ নিয়ে

পাক্কা ইংরেজ হ'য়ে এসেছে। (হাসিয়া) দাদারও মতে কংগ্রেস একটা বাজে প্রতিষ্ঠান, দেশের শত্রু।

মায়া। সে কথাটা সবাই বিশ্বাস করে, শুধু তুই বাদে। ইংরেজের কাছ থেকে বোঝাপড়া ক'রে, আর Round table-এ বসে কোনদিনই স্বাধীনতা আদায় হবে না। এই যন্ত্রযুগে সেকেলে চরকা অচল।

মৈত্রেয়ী। আমরা, কংগ্রেসীরা তবু তো চাইছি, দাবী করছি, আর তোরা যে বিশ্বাস করিস যে যুদ্ধের পর ইংরেজ তোদের হাতে খুসীসে স্বাধীনতা তুলে দেবে।

মায়া। সে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছে। আর যদি কথা না রাখে, তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে, তাই বলে এসময় ওদের বিব্রত কোরে রাশিয়া-কে দুর্ব্বল করা উচিত নয়। পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিদের একমাত্র আশা রাশিয়া। এই যুদ্ধে সে যদি মরে যায়, তবে পরাধীন জাতিদের আর কোন আশা থাকবে না।

মহেন্দ্র। Well, একদল লোক আছে তারা আবার বলে—সবাই যখন এসময়ে বিব্রত তখন এই ফাঁকে আমাদের স্বাধীনতা চাপ দিয়ে আদায় করে নেওয়া উচিত। Don't you agree with them Miss Mitter.

মায়া। (হাসিয়া) আপনি যে ভাবে সর্ব্বাঙ্গে Military নামাবলী প'রে আছেন তাতে এ প্রশ্নের সোজা উত্তর কি আশা করেন ?

মহেন্দ্র। ভয় নেই ; I am not an informer, আমায় অতো ছোট মনে করবেন না। মিলিটারীতে কাজ করলেও আমি এই দেশেরই ছেলে।

মায়া আপনার নিজের মত কি ?

মহেন্দ্র। Well I believe in strength. নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে

হবে। ব্রিটেন কি রাশিয়া কেউই এসে আপনাদের স্বাধীনতা ভিক্ষে দেবে না। দেশের স্বাধীনতা পেতে হ'লে আর তা বজায় রাখতে হলে সকলেরই উচিত Military Service-এ যোগ দেওয়া। We must know what is war. আমাদের দেশের লোক পার্কের বক্তৃতায় আর খবরের কাগজের পাতায় বিদেশী তাড়ায়। এক ফুঁ দিয়ে তারা উড়িয়ে দিতে চায় ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বিদেশী বণিকদের ক্রোড় ক্রোড় টাকার মূলধনকে। বিদেশীর গোলাগুলি, জাহাজ, এরোপ্লেন এদের মিটিংএর resolution-এ কুপোকাত হয়ে ঘায়েল হয়, অথচ দেশের লোক জানেই না সে জিনিষগুলো কি, কি-ই বা তাদের শক্তি। এই সব জানার আর চেনার এমন সুযোগ ভারতবাসীর আর কখনও আসবে না। এখন দেশ-সেবা যে করতে চায় তার উচিত দেশের সব জোয়ানদের ধরে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া। মরতে দেখা আর মরতে পারা দুই-ই আমাদের শিখতে হবে।

মৈত্রেয়ী। কিন্তু দাদা তাতে দেশের লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর গরীব চাষী মজুরদের কি লাভ হবে?

মহেন্দ্র। হবে বোন হবে। মাথার ওপর প্লেনগুলো যখন বোঁ বোঁ ক'রে ওড়ে তখন আনন্দে কি বুকখানা ভরে ওঠেনা? ভীরু দুর্ব্বল বোলে যে জাত চিরকাল অখ্যাতি কুড়িয়ে এসেছে, তাদেরই ছেলেরা যে মাটীর আঁচল ছেড়ে মৃত্যুকে ব্যঙ্গ ক'রে মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে এটা কি দেশের একটা পরম লাভ নয়? পরাধীনতার পঙ্গুতা যাদের মজ্জায় সব দিক দিয়ে পোক্ত হোয়েছে সেই জাতের ছেলেরা মাটীতে, আকাশে, সমুদ্রে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লোড়ছে এটা কি দেশের পক্ষে কম আনন্দের কথা। এই সব ছেলেদের স্বাধীনতার দাবী এরপর ঠেকিয়ে রাখবে এমন শক্তিমান পৃথিবীতে কে আছে?

মায়া। মেজর গুপ্ত, মিলিটারীতে যোগ দিয়ে এ আপনি কি ব’লছেন ?

মহেন্দ্র। (নিজেকে সামলাইয়া) ঐ দেখেছেন (ঘড়ি দেখিয়া) Time is up, সময় হয়েছে ; পেটে এখনও Spirit পড়েনি কিনা, মাথাটা তাই বেশ সাফ্ নেই। তাই যতসব এলোমেলো চিন্তা (পকেট হইতে মদের বোতল বাহির করিল)

মৈত্রেয়ী। বেশ চলো এখন, খাবেনা ? এইখানে বসে বসে দেশ উদ্ধার ক’রলেই হবে ? (বাহিরে door bell বাজিল) যা মায়া ভেতরে যা। বাইরে যেন কারা এলো, দেখি। (প্রস্থান)

মহেন্দ্র। (মায়াকে) আপনি ভেতরে যান, আমি drink করে পরে যাব। (মায়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইয়া ইতস্ততঃ করিল। মহেন্দ্র মদ ঢালিয়া গেলাসটা মুখে তুলিতে তুলিতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল) Well Miss Mitter won’t you go in ?

মায়া। (ইতঃস্তত করিয়া) ওদের খাওয়া হ’য়ে যাক্। আমি next batch-এ বসব। আশাকরি আমি এখানে থাকলে আপনার কোন অসুবিধা হবেনা ?

মহেন্দ্র। Not a bit. With pleasure, provided আপনার একজন মাতালের কাছে থাকতে যদি আপত্তি না থাকে।

মায়া। কিন্তু, কেন আপনি মদ খান ? আপনার মত গুণী এবং জ্ঞানীর এমন ক’রে নিজেকে নষ্ট করা কি উচিত ?

মহেন্দ্র। কাক জ্যোৎস্নায় কাকগুলো কেন কা কা করে বলতে পারো ? তারা বার বার ভুল করে তবু আবার কা কা করে। সুখের আশায় মদ খাই, জানি ভুল তবুও খাই।

মায়া। এ জ্ঞান যখন আপনার আছে তখন ত ছাড়া আপনার পক্ষে কঠিন নয়।

মহেন্দ্র। (এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করিয়া) নেবে ভার? তুমি নেবে? আমার মতো হতভাগ্যদের ভার নেবার যে কেউ নেই মায়া…

মায়া। (চমকাইয়া) আমি? কেন? আপনি বিয়ে করেননি?

মহেন্দ্র। না।

মায়া। কেন?

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ মা বাবাও ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা নয়তো বোঝেন না, but you, a modern girl, তুমিও এ প্রশ্ন ক'র্‌ছো? একটা মাতাল কি তার স্ত্রীকে সুখী ক'রতে পারে? জেনে শুনে একটা জীবন আমি নষ্ট ক'রে দেবো? And what effect it will have on my family? আমার বংশধরদের ওপর তার কি বিষময় ফল হবে জানো?

মায়া। এমনও তো হতে পারে বিয়ের পর আপনি নেশা ছেড়ে দিতে পারেন?

মহেন্দ্র। But who is going to take that risk? তুমি পারো সে ঝুঁকি নিতে?

মায়া। (চমকাইয়া) আমি?

মহেন্দ্র। হাঁ, তুমি। আমার এই নেশাটা কাটাবার ভার তুমি নিতে পারো?

মায়া। কি ব'ল্‌ছেন আপনি? আপনি বৈদ্য, আমি কায়স্থ—আপনি কতো বড়লোক,—আমি গরীব।

মহেন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ এটা কি Communist মায়ার কথা? বিয়ে? হাঃ হাঃ হাঃ, That old fossilised কুসংস্কার, জাতি-ধর্ম্মের কথা তুমি—হাঃ হাঃ হাঃ তুমি তুল্‌ছো? তুমি কি শালগ্রাম শিলা সাম্‌নে রেখে সাতপাক ঘুরে কুসুমডিঙ্গে ক'রে বিয়ে ক'রতে চাও? হাঃ হাঃ হাঃ

তুমি হাসালে। আসল হচ্ছে পাণিগ্রহণ। (মায়ার হাত ধরিয়া) এই তো বেশ। এর মধ্যে মন্তর তন্তর বুজরুকি—কিচ্ছু নেই। তুমি আমাকে চাও, আমি তোমাকে—free love.

(মহেন্দ্র প্রকৃতপক্ষে মাতাল হয় নাই, কিন্তু মত্ততার ভান করিয়া জড়াইয়া কথা বলিতেছিল। তার পা টলিতেছিল। মায়াকে পরীক্ষা করাই এই মত্ততার অভিনয়ের উদ্দেশ্য।)

মায়া। মহেন্দ্রবাবু, আপনি প্রকৃতিস্থ নন। আমায় ছেড়ে দিন। এসব কথা পরে হবে।

(ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল)

মহেন্দ্র। হাঃ হাঃ হাসালে তুমি মায়া, হাসালে। পরে হবে—পরে আর কখন হবে?—

আজি যে রজনী যায়
ফিরাইবে তায় কেমনে?
যৌবন মধুর কাল
আশু বিনাশিবে কাল
কালে পিও প্রেম-মধু
করিয়া যতন॥

(পুনরায় হাত ধরিয়া) ধরেছি যখন তোমার হাত, তখন কি এমনি ছেড়ে দেবো?

মায়া। মহেন্দ্রবাবু, মনে রাখবেন আমরা এযুগের মেয়ে! নিজেকে বাঁচাবার মতো শক্তি আর সাহস আমাদের আছে।

মহেন্দ্র। আছে নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ তা বাঁচাবার প্রয়োজনটা কি? বলি তোমার আপত্তিই বা কি? আমায় পছন্দ হয় না? চেহারাটা কি মন্দ? তুমিই তো বলছিলে—পয়সাতেও আমি বড়, তবে—?

মায়া। আঃ মহেন্দ্রবাবু, ছাড়ুন, মাতলামি ক'রবেন না! লোকে দেখলে কি বোলবে।

মহেন্দ্র। দেখুক না। আমি তো অন্যায কিছু করিনি। Really Maya, I shall make you my queen—মাথার মণি ক'রে রাখবো।

(মায়াকে আকর্ষণ করিতে মায়া সজোরে তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিল, "you brute"। এত জোর ধাক্কা মহেন্দ্র আশা করে নাই, সামালইতে না পারিয়া মহেন্দ্র সত্যই পড়িযা গেল। টেবিলের কোণায় লাগিয়া কপালটা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। কপাল চাপিযা ধরিযা মহেন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিল। মায়া রক্ত দেখিয়া চম্‌কাইযা চীৎকার করিয়া উঠিল।)

মায়া। ওমা, একি হ'য়েছে? মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী শিগ্‌গীর এদিকে আয!

মহেন্দ্র। (বেশ সংযত কণ্ঠে) থাক ব্যস্ত হয়োনা। এই রক্ত দিয়ে তুমি নিজের পরিচয় লিখে দিলে। তোমার সাহস আর শক্তি অটুট থাকুক। বিজয়িনী—তুমি বিজয়িনী।

(ছুটিয়া মৈত্রেয়ীর প্রবেশ)

মৈত্রেয়ী। কি হ'য়েছে মাযা, অমন ক'রে ডাক্‌লি কেন? ওমা একি হয়েছে দাদা? কি ক'রে এমন হ'লো? যা মায়া শিগ্‌গীর জল নিয়ে আয়, আর বরফ আন্‌তে ব'লে দে।

(মহেন্দ্রের কপালটা নিজের আঁচল দিয়া চাপিয়া ধরিল)

মহেন্দ্র। (মাতালের ভাণ করিয়া) যা আমি তোদের এখানে থাক্‌ব না, আমি চল্লুম।

মৈত্রেয়ী। লক্ষ্মী দাদা, এখন যেওনা, চলো ওঘরে শোবে চল।

(ধরিয়া লইয়া গেল। মহেন্দ্র যাইতে যাইতে মাতালের মত বলিতে বলিতে গেল)

মহেন্দ্র। আমি ঠিক আছি······তোকে কিছু ভাবতে হবেনা। আমি

বেশ আছি······একটু মাত্রাটা বেশী হ'যে গেছে। ও কিচ্ছু হবে না।

(মায়া তাহার গতিপথের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।)

মায়া। কে ? কে এই ছদ্মবেশী ?······

২য় দৃশ্য

রায় বাহাদুরের বৈঠকখানা।

কয়েকখানা পুরাণ চেয়ার, ময়লা সোফা ও একটী অনাবৃত টেবিল রহিয়াছে। রায় বাহাদুর একটী খাটো কাপড় ও হাফশার্ট পড়িয়া চেয়ারে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন। তাঁহার চেহারা বেঁটে খাটো, কালো রং, মাথার চুল প্রায় সব পাকিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেশ পারিপাট্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সামনে কয়েকখানা কাগজপত্র পড়িয়া আছে, তিনি তাহা উল্‌টাইয়া দেখিতেছেন। রায় বাহাদুরের বড় ছেলে আশু ঢুকিল। কাপ্তেনী ভাবের কাপড় জামা তাহার পরণে।)

রায় বাহাদুর। কিরে আশু, বিধবার হেঁসেলের জন্যে লোক পাওয়া গেল?

আশু। না, এখনও কোন লোক পাওয়া যায়নি। দু'তিন জায়গায় ব্রাহ্মণীর জন্যে লোক পাঠিয়েছি।

রায় বাহা। (খিঁচাইয়া উঠিয়া) এখনও পাওয়া যায়নি? তবে আর কখন পাওয়া যাবে, আর বসে বসে রান্নাই বা কখন হবে? এদিকে ট্রেণের যে সময় হ'য়ে এল। দিদি এসে খাবে কি? নাঃ, তোদের জন্যেই দিদির বিষয়টা বসে বসে হাতছাড়া হবে দেখছি।

আশু। তা চেষ্টা তো সকাল থেকেই ক'রছি। Telegramটা যে আজ সকালেই এলো সেও কি আমার দোষ? যুদ্ধের জন্যে কোন জিনিষ কি ঠিক সময় আসে আজকাল? বামনীও তো আগে দু'দশটা মিলতো, আজকাল সব কলে, factoryতে চলে যাচ্ছে, দিন মজুরী

দেড় দু' টাকা পায়, কে আর তোমার ৪।৫ টাকা মাস মাইনেতে আসবে বলো ?

রায় বাহা। ওরে বাবা, মাস মাইনের হিসেবে রাখার দরকার নেই। দিন দশ টাকা চায় তাই দাও। দিদি বসে বসে আসছে তো ব্রত প্রতিষ্ঠার জন্যে। কাল বাদে পরশু বসে বসে চলে যাবে। এই তিনটে দিন একটু তদ্বিরে রাখায় ব্যবস্থা কর দেখি। অনেক কষ্টে এ পর্য্যন্ত মন যুগিয়ে এসেছি, তোরাই শেষে বসে বসে সব মাটী ক'রবি দেখছি। দিনরাত শুধু বখাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে গাঁজা টানবি, কাজ আর কখন ক'রবি !

(বাহির হইতে মায়া কহিল)

মায়া। ভেতরে আসতে পারি ?

রায় বাহা। কে ? ভেতরে এসো। যা, যা, বসে বসে দাঁড়িয়ে থাকিসনি বাম্‌নীর বন্দোবস্ত কর গিয়ে।

(আশুর প্রস্থান ও মায়ার প্রবেশ)

মায়া। আমি রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রায় বাহা। কি দরকার তোমার বসে বসে ?

মায়া। দরকার কি তোমাকেই ব'ল্‌তে হবে ?

রায় বাহা। হেঃ হেঃ তা' বসে বসে ব'লতে পারো।

মায়া। আচ্ছা idiot তো ! তোমাকে ব'লবো কেন ? রায় বাহাদুরকে খবর দাও !

রায় বাহা। আহা, চোট্‌ছো কেন ? কি দরকার বসে বসে ব'লতে দোষটাই বা কি ?

মায়া। দোষ আছে কিনা সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রতে চাইনা।

তুমি যাবে, না অন্য চাকরকে দিয়ে তাঁকে খবর দিতে হবে ? মনে রেখো তোমার এই বেযাদবির কথা তাঁকে ব'লে দেবো।

রায় বাহা। আহা বসে বসে বেয়াদবি কি আর ক'রলাম আমি ? তুমি শুধু শুধু বসে বসে চোটছো কেন ?

মায়া। থাম্ বেয়াদব। ক্রমশঃ আস্পর্দ্ধা তোমার বেড়েই চলেছে। ভদ্রমহিলাদের যে "আপনি" ব'লতে হয়, এ শিক্ষাও তোমার নেই, অথচ রায় বাহাদুরের মতো বড়লোকের বাড়ীতে কাজ ক'রছো। বেত্‌মিজ্‌ idoit.

রায় বাহা। আহা হা, ইংরেজী ফার্সী ভাষার সব বাছাবাছা গালাগাল-গুলো তুমিই বা বসে বসে কোন আক্কেলে আমাকে দিচ্ছ ? বেশ বলো, কি ব'লতে চাও, আমিই রায় বাহাদুর।

মায়া। (খলখল্ করিয়া হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ সেই বেশ। আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় প্রথমেই প'ড়লাম দেখছি। (ভিতরেব দিকে দেখিয়া) ও মশাই, শুনছেন, একবার এদিকে আসবেন ?

(আশুর প্রবেশ)

আশু। হেঃ হেঃ হেঃ—আমায় ডাকছেন ? ((আশু দূর হইতে বাবাকে দেখিতে পায় নাই। একজন মডার্ণ তন্বী রূপসী তাঁহাকে ডাকিতেছে দেখিযা আহ্লাদে গদগদ হইযা ঢুকিয়া, সহসা বাবাকে দেখিযা সে থতমত খাইযা কহিল)। এ্যাঁ বাবা।

মায়া। (Vanity Bag হইতে Card বাহির করিয়া) এই কার্ডটা রায বাহাদুরের কাছে পাঠিয়ে দিন তো ? ব'লবেন কোলকাতা থেকে আসছি। (আশু cardটা লইযা রায় বাহাদুরকে দিল)।

রায় বাহাদুর। ও, তুমি মায়া মিত্র, আমার মেযেদের মাষ্টারনী। তোমার আজ বসে বসে আসবার কথাই তো বটে !

মাযা। (চমকাইয়া) এঁ্যা! (নিজেকে সামলাইয়া) হ্যাঁ আমিই মায়া মিত্র! তুমি · · মানে· ····আপনিই······সত্যি রায় বাহাদুর?

রায বাহাদুর। হ্যাঁ, আমিই, (আশুকে) যা না, এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা ক'রতে ব'ললাম কর গে যা।

(আশুর মাযার দিকে সতৃষ্ণনযনে তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান)

কি জানো, চেহারাটা ভগবান বেশ জুৎসই দেন নি, তার ওপর পাড়াগাঁযে বসে বসে থাকি, কাজেই তোমাদের মত সহুরে মেযের চোখে ঠিক ধবে না, হাঃ হাঃ হাঃ।

(আপন রসিকতায় আপনিই হাসিতে লাগিল)

মাযা। আমায মাপ ক'রবেন, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

রায বাহাদুর। না, না, তোমার দোষ কি? এর জন্যে আবার বসে বসে মাপ কি? তা' বেশ, তোমার নামটা যেমন মিষ্টি, বসে বসে চেহারাটাও তেমনই। বযস কত তোমার?

মাযা। উনিশ!

রায় বাহা। তা বেশ। বসে বসে বিযে করোনি বুঝি এখনও, মাথায সিঁদুর নেই দেখছি।

মাযা। না।

রায বাহাদুর। তোমরা ব্রাহ্ম বুঝি?

মাযা। আজ্ঞে না, আমি কায়স্থ।

রায বাহাদুর। ও, তা বেশ। আজকাল মেয়েরা পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, বসে বসে বিযে করার ফুরসুতই পায না। কি বলো? আচ্ছা নিজের বয়েসটা বে বসে বসে বাড়ছে তা' দেখবার ফুরসুত তোমরা পাও তো? না, পড়ার চাপে তাও ভুলে যাও? হাঃ হাঃ হাঃ······

মাযা। আপনার স্ত্রী বুঝি ভেতরে আছেন? মেয়েরা······?

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ স্ত্রী শুধু ভেতরে নন্ একেবারে শয্যায়, মানে বসে বসে শয্যাশায়ী। বিয়ে করে' আজ পর্য্যন্ত জীবনে সুখ পেলাম না, বুঝলে? প্রথম পক্ষটী বছর দুয়েকের মধ্যেই বসে বসে পটল তুললেন ঐ একটী ছেলে আশুকে রেখে; তখন জোয়ান বয়েস, কাজকর্ম্মে পাঁচ জায়গায় বসে বসে ঘুরতে হ'তো, কাজেই ছেলেটাকে মানুষ ক'রতে আবার বসে বসে বিয়ে ক'রলাম। এটী বছর ছয়েক টিকে থাকলেন, তারপর বিশুকে বিইয়ে বসে বসে অক্কা পেলেন। বছরখানেক ব্রহ্মচারী থাকলাম, তারপর বসে বসে তৃতীয়পক্ষ ক'রতে হ'লো·····

মায়া। (বাধাদিয়া) এঁরই মেয়েদের পড়াবার জন্যেই আমাকে ডেকেছেন বুঝি?

রায় বাহাদুর। হ্যাঁ এঁরই দুটী মেয়েকে পড়াবার জন্যে তোমাকে আনা। তুমি তো গানও জান দরখাস্তে লিখেছিলে।

মায়া। আজ্ঞে, জানি কিছু কিছু। মেয়েদের বয়স কত?

রায় বাহাদুর। একটী বছর সাতেক, একটী বছর বারো, আমরা তো চিরকার গোঁয়োই র'য়ে গেলাম; ছেলে দু'টোর একটাও বেশ বিদ্বান হ'ল না, ছোটটা B.A. ফেল ক'র্‌লো কাজেই বড় সাহেবদের ধ'রে তাকে বসে বসে পুলিশের দারোগা করেছি, মেয়ে দুটোকে তুমি বেশ্ চৌকোস ক'রে দাও দেখি, যাতে I. C. Sটেসের গলায় বসে বসে গেঁথে দিতে পারি। টাকার ভাবনা বসে বসে তুমি ক'রোনা, যখন যা' চাই জানাবে, আমি আনিয়ে দেবো। I. C. S জামাই আমায় বসে বসে ক'রতেই হবে।

(বাহিরে গাড়ীর ঘণ্টার আওয়াজ হইতেই রায় বাহাদুর তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলেন)

এই বুঝি দিদি এলো। ওরে আশু, আশু বসে বসে শীগ্‌গির আয়, দিদি এলো বোধ হয়।

(তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন)

মায়া। (স্বগতঃ) এখানে এসে ভাল ক'রলাম কিনা বুঝতে পারছি না, বাপ বেটা দুইই কেমন অদ্ভুত !

(বৃদ্ধা মাতঙ্গিনীর হাত ধরিয়া রায়বাহাদুর প্রবেশ করিলেন)

মাতঙ্গিনী। হাত ধ'রতে হবে না ভাই, এখনও আমি বেশ সোজা আছি। চোখে আমার এতটুকু চাল্‌শে ধরেনি। হ্যাঁ তবে বুকটা আমার আগের চেয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে, অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠি। (চারিদিকের আসবাব পত্র দেখিয়া) ছিঃ ছিঃ মহেশ, তুই কি জন্যে রায়বাহাদুর খেতাব নিলি ? অতোগুলো টাকা war fundএ দিয়ে খেতাব নিলি, তা খেতাবটা তোর কপালে লিখে রাখিস নইলে লোকে জান্‌বে কি ক'রে ? তোর ঘরদোরের আর আসবাবপত্রের যে ছিরি ক'রে রেখেছিস, তা'তে তোর রায় বাহাদুর না হওয়াই ভালো ছিল। এখন সাহেব সুবো তোর বাড়ী আসবে, তাদের কি এই সব চেয়ারে বসাবি ?

রায় বাহা। ভেতরে তোমার জন্যে দিদি আলাদা গদি আঁটা চেয়ার ধোয়া কাপড়ে ঢাকা দেওয়া বসে বসে ফিট্‌ফাট্‌ করা আছে।

মাতঙ্গিন। আ, আমার পোড়া কপাল ! আমি তোর ঘরের লোক, আমার জন্যে করলি আর না করলি। কিন্তু বাইরের ঘরটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ, ভাল কথা তোর ম্যানেজারকে একবার ডাক দেখি।

রায় বাহা। তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা দিদি, তোমার ব্রতর সব ব্যবস্থা আমি বসে বসে ঠিক করে রেখেছি। তুমি শুধু কাল ব্রতই

বসবে আর বাকী সব উদ্যোগ ঠিক পাবে। প্রত্যেক বারই তো ওরা ঠিক করে, কাজেই নতুন ক'রে কিছু ব'লতে হবে না।

মাতঙ্গিনী। তা বেশ। কিন্তু মহেশ ডাঙ্গায় আমার যে জমি তোর জমির পাশে আছে,—বাবা যা আমাকে দান করেছিলেন,—তার কয়েক কিতা জমির ধান তোর ম্যানেজার তোর ধানের সঙ্গে তুলে আনিয়াছে এটা কি তোর ঠিক হোয়েছে ?

রায়। তাই নাকি ? বসে বসে কি সর্ব্বনাশ! বোধ হয় ভুল ক'রেছে। আচ্ছা সে আমি বসে বসে দেখ্‌ব, তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না দিদি। এখন মুখ হাত ধোও, ঠাণ্ডা হও।

মাতঙ্গিনী। তা হচ্ছি এখন। (মায়াকে দেখিয়া) এটী কে ?

রায বাহা। ও হ'লো আমার মেয়েদের নতুন মাষ্টারনী, আজই বসে বসে এসেছে।

মাতঙ্গিনী। ও তুমি মাষ্টারনী। (মায়াকে ভাল করিয়া দেখিয়া) তোমার বাড়ী কোথায় ?

মাযা। কোলকাতায় ;

মাতঙ্গিনী। তা কোলকাতায় কি তোমার চাকরী মিল্‌ল না বাছা, যে এই বিদেশে চাকরী ক'রতে এলে ?

মাযা। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ক'রেছিলাম, এঁরাই চাকরী আগে দিলেন তাই চলে এলুম।

মাতঙ্গিনী। এলে তো। কিন্তু তোমার বযস যে বড্ড কম। তোমার সাহস তো খুব ?

রায বাহা। (মাথা চুলকাইয়া) হ্যাঁ বয়েসটা একটু বসে বসে গোল-মেলে। তা' বুঝলে দিদি, দরখাস্তে মাষ্টারনী তো বয়েসের কথাটা লেখেনি। তা' হোক, আজকালকার উনিশ বছরের মেয়ে তোমাদের

আমলের উনত্রিশের বসে বসে কান কাটে কি বলো, হেঃ হেঃ হেঃ (হাস্য)।

মাতঙ্গিনী। তুই যা দেখি, আগে তোর ম্যানেজারকে ডাক্‌তে পাঠা। তারপর তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। তুই নাকি সব সম্পত্তি দেবোত্তর ক'রে আশুকে সেবায়েত করেছিস্?

রায় বাহা। সে সব কথা পরে হবে দিদি। এই তো এলে, একটু ঠাণ্ডা হও। আচ্ছা দেখি আবার ম্যানেজার আছে না বসে বসে বেরিয়েছে।

(রায় বাহাদুরের প্রস্থান)

মাত। (মায়াকে কাছে টানিয়া) এসো বাছা, এদিকে এসো। কি নাম তোমার?

মায়া। মায়া মিত্র।

মাত। তোমরা বুঝি ব্রাহ্ম?

মায়া। আজ্ঞে না, কায়স্থ।

মাত। বাড়ীর অবস্থা বুঝি ভাল নয়? বাবা কি করেন?

মায়া। বাবা এক সার্কাসের মালিক ছিলেন, মাস ছয়েক মারা গেছেন।

মাত। আহা! তোমার বড় ভাই টাই নাই বুঝি? মা আছেন?

মায়া। আমরা দুই বোন্। আমিই বড়, ছায়া ম্যাট্রিক পড়ছে, তার খরচও আমাকে চালাতে হবে। মা বেঁচে আছেন।

মাত। থাকবেই তো! নিজেরা আগে মরলে যে জ্বালা জুড়িয়ে যাবে, এই পোড়া জ্বালায় জ্বলবে কে? তা বাবা বুঝি কিছু রেখে যান নি?

মায়া। বিশেষ কিছু না। শেষ দিকটায় তিনি অনেকদিন শয্যাগত থাকায় ব্যাবসা নষ্ট হয়ে যায়। কিছু দেনা, আর হাজার টাকার একটা policy ছিল। তা ধার শোধ ক'রতেই সব গেছে।

মাত। তা বাছা চাকরী তোমার না ক'রে উপায় নেই বুঝছি। তোমরা তো সেকেলে মেয়ে নও যে দোজবরে কি তেজবরের বউ হবে। কিন্তু মা,............

(পুলিশের ইউনিফর্ম্ম পরিয়া বিশুর প্রবেশ ও মাতঙ্গিনীকে প্রণাম)

মাত। (বিশুর চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিল) আয় বিশু। তুইও কি এই এসে পৌছলি ?

বিশু। হ্যাঁ, তোমার চিঠি ও টেলিগ্রাম দুই-ই দেরীতে পেয়েছিলাম। আজকাল টেলিগ্রামও পৌছতে চিঠির চেয়ে দেরী লাগছে। পোষ্ট অফিসে Complain ক'রলেও কিছু হয় না। যুদ্ধের বাজার কাজেই সাতখুন মাপ। (মায়াকে দেখাইয়া) ইনি কে পিসিমা ?

মাত। ও তোর বোনেদের নতুন মাষ্টারনী। কোলকাতা থেকে এসেছে। কিন্তু আমি ঠিক ক'রেছি ওকে আমার কাছে নিয়ে যাব।

বিশু। কোলকাতা থেকে ? (মায়াকে) মাপ ক'রবেন। আপনার নাম মায়া মিত্র নয় ?

মায়া। (নমস্কার করিয়া) আপনি বিশ্বপতি বাবু না ?

মাত। তোরা পরস্পরকে চিনিস নাকি ?

বিশু। আমরা এক কলেজে পড়তাম যে পিশিমা। (মায়াকে) আপনি কতদিন এখানে এসেছেন ?

মায়া। এই তো এসে পৌছলাম।

বিশু। ও। (মাতঙ্গিনীকে) তারপর পিসিমা ; কি হঠাৎ এত জরুরী দরকার পড়ল বলত, যে চিঠি লিখে টেলিগ্রাম করে আমায় হাজির করালে ? ছুটী কি আজকাল দিতে চায় ; বহু কষ্টে ছুটী নিয়ে এসেছি।

মাত। দরকার না থাকলে কি অমনি আসতে ব'লেছি? এবার তো বয়সও হ'য়েছে, এখনও কি আগের মত খামখেয়ালী ক'রে চ'লবি। বি. এ.তে তো ফেল ক'রলি, এখন যে বাপের বিষয়টাও হারাচ্ছিস। এবার তো বিয়ে থা ক'রবি, তখন তোর ঐ দেড়'শ দু'শো টাকা মাইনেয় পরিবার পুষবি কি ক'রে?

বিশু। বাবার বিষয় হারাচ্ছি মানে?

মাত। সেই মানে বোঝাবার জন্যেই তো ডেকেছি তোকে। মহেশ সব সম্পত্তি দেবত্তর ক'রে আশুকে সেবায়েত ক'রেছে!

বিশু। তা তাঁর সম্পত্তি তিনি যা খুসী ক'রতে পারেন। তা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা কি বলো?

মাত। শোন কথা! এতটা বয়স হ'ল এখনও কি নিজের ভালমন্দ বুঝিস না?

বিশু। দোহাই পিসিমা, এই নিয়ে আমার হ'য়ে যেন তুমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রো না। তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছেন, চাকরীতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, ভাল খাইয়ে পরিয়ে সুস্থ স্বাস্থ্য ক'রে দিয়েছেন; এর পরও কি বেঁচে থাকার জন্যে সারাজীবন বাবার মুখ তাকিয়ে থাকতে হবে? দাদা লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি, কাজেই সম্পত্তি বরং তারই দরকার বেশী।

মাত। (বিশুর চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া) বেঁচে থাক বাবা। মহেশের ছেলে হ'য়ে তুই যে এমনটী কি ক'রে হোলি, আমি তাই ভাবছি। দিক সে আশুকে সব, আমিও আমার যা কিছু আছে তোকে দিয়ে যাব। বখাটে আশুকে একছটাক দেবো না।

বিশু। আচ্ছা পিসিমা; সে সব ভাগ বাটোয়ারা পরে হবে, এখন চলো ভেতরে চলো।

(রায়বাহাদুরের প্রবেশ)

রায়বাহা। ম্যানেজার বসে বসে বাইরে গেছে দিদি। (বিশু প্রণাম করিল) কিরে বিশু তুই কতক্ষণ এলি ?

বিশু। এই আসছি বাবা।

রায়বাহা। এসো দিদি বসে বসে ভেতরে এসো। হাতমুখ ধোও একটু জলটল খেয়ে বসে বসে ঠাণ্ডা হও।

(রায়বাহাদুর মাতঙ্গিনীর হাত ধরিয়া লইয়া গেল)

বিশু। (মায়াকে) চলুন আপনিও ভেতরে চলুন।

মায়া। হ্যাঁ চলুন যাই। আপনি কি শেষে পুলিশে চাকরী নিয়েছেন ?

বিশু। কমিউনিষ্ট মায়াদেবীর কাছে এ ইউনিফর্ম্মটা বেশ প্রীতিকর নয় তা বুঝতে পারছি। কিন্তু পুলিশের চাকরীতে কমিউনিষ্টদের ঠ্যাঙ্গান ছাড়াও, লোকের মানইজ্জত বাঁচান, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদি সাধারণের সত্যিকার উপকারও যে করা যায় এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?

মায়া। আপনার উত্তরটা "ঠাকুর ঘরে কেরে" জবাবের মত শোনালো না কি ? আমি প্রশ্নটা করেছিলাম এই ভেবে, যে কলেজে আপনি সাহিত্য সভা, থিয়েটার, ক্লাব এই সব নিয়ে এত মেতে থাকতেন যে কোনদিন আপনি পুলিশের চাকরী জীবিকা হিসাবে বেছে নেবেন এটা ভাবতে সত্যি কষ্ট হয় নাকি ?

বিশু। (হাসিয়া) সে হিসেবে আপনার রূপান্তরটাও কম আশ্চর্য্যের নয়। কথায় বার্ত্তায় সভা সমিতিতে, চালচলনে সবাইকে চ'মকে দেওয়াই যার অভ্যাস ছিল ; তিনি যে শেষে এক পাড়াগাঁয়ে এসে মাষ্টারনীর কাজ করবেন এটাও কি কম বিস্ময়ের কথা।

মায়া। দারিদ্রের কাছে বিস্ময় কিছু নেই বিশু বাবু।

বিশু। (হাসিয়া) একই নিয়ম আমার বেলাতেও খাটিয়ে নিন, তাহলেই আর ঝগড়া থাকবে না! কি বলুন এইবার সন্ধি?

মায়া। সন্ধি করার শক্তি যে আপনার অসাধারণ তা এর আগেও দেখেছি। কিন্তু তখন মনে হতো কলেজের নানা কমিটীর সেক্রেটারী, কি প্রেসিডেণ্ট হবার ওটা আপনার একটা কৌশল মাত্র।

বিশু। কিন্তু অনেকবারই আপনি আমার এসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী হয়েছিলেন এবং সেটা বিগ্রহের ফলে, সন্ধির ফলে নয়।

মায়া। সেটা তো আপনার সন্ধির একটা কৌশল মাত্র।

বিশু। যাক গে সে সব অতীত কথা। আপনি কি এইবারই পাশ করেছেন?

মায়া। হ্যাঁ। আপনি তাহলে সেবার বীরভূমে দুর্ভিক্ষে সাহায্য করতে গিয়ে ফেল করার পর পড়াই ছেড়ে দিয়েছেন? আমরা ভেবেছিলাম হয়ত অন্য কলেজে admission নিয়েছেন।

বিশু। যাক আপনাকে ধন্যবাদ। ফেল করার একটা ভাল কারণ আপনি দেখিয়েছেন? বাবার আর অন্যান্য আত্মীয়দের ধারণা যে ছেলে নেহাত বখাটে হয়েছে বোলে ফেল করেছে।

মায়া। শুধু আমি কেন? কলেজের সকলে আপনার ফেল করার আসল কারণ জানে। আপনার মত বুদ্ধিমান ছেলে যে বুদ্ধির অভাবে ফেল করেছে এই কথা কলেজের কেউ মনেও করেনি। ভাল কথা মৈত্রেয়ীকে আপনার মনে আছে?

বিশু। কেন বলুন তো? ঠিক তো মনে পড়ছে না। মেয়েদের মনে রাখার অভ্যাস আমার কোনদিনই নেই।

মায়া। কিন্তু আমায় তো মনে রেখেছেন দেখছি!

বিশু। সেটা আপনার বিশেষ দীপ্তির জন্য; তা ছাড়া অনেকদিনই তো

একসঙ্গে অনেক কমিটীতে কাজকর্ম্ম করেছি। আর আপনার মধ্যে কিছু আছে যা আপনাকে মনে রাখায়।

মায়া। কথাটা পুলিশের দারগার মুখে বড় বেমানান ঠেকছে কিন্তু। কলেজের সাহিত্যিক বিশ্বপতি বাবুর যোগ্য কথা হলেও, দারগা বিশ্বপতি বাবুর মুখে বড় বেমানান হল।

বিশু। গুটী পোকা খোলস পালটিয়ে প্রজাপতি হয় বটে, কিন্তু আসলে উভয়ে একই জীব। যাকগে এসব আলোচনা। এখন ভেতরে চলুন। চায়ের তেষ্টায় আমার প্রাণ ছটফট্ করছে, কাজেই আপনার অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। চলুন।

মায়া। (হাসিয়া) আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু দর্শনটা বেশ আয়ত্ত করেছেন দেখছি যে। চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ধীরেনবাবুর বাড়ীর বৈঠকখানা। ফরাশের উপর কাঠের ডেস্ক; দেশী কেতায় অফিস সাজানো। ধীরেনবাবু বসিয়া খাতাপত্র দেখিতে-ছিলেন, এমন সময় উপেনবাবু ঢুকিলেন! ধীরেনবাবুর খাটো পরণে কাপড়, নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠির মালা।

উপেন। নমস্কার, ধীরেনবাবু।

ধীরেন। আসুন, আসুন, উপেনবাবু। কি সৌভাগ্য আমার, আপনি স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত। হুকুম ক'রলেই হোত, আমি নিজে গিয়ে হাজির হতুম।

(উপেনবাবু ফরাসে বসিলেন)

উপেন। থাক্, থাক্ তাতে আর কি হোয়েছে, একই কথা। আপনাকে কি যেতে বল্‌তে পারি, আমি হলাম খাতক।

ধীরেন। রাধে মাধব, ও কথা বলবেন না, ও কথা বলবেন না। গোবিন্দর ইচ্ছায় যে আপনার সামান্য কাজে লাগতে পেরেছি এই আমার পরম ভাগ্য। আপনারই কাছে শুধু হাতে টাকা ধার করে ব্যবসা আরম্ভ করেছি, সে কথা কি এর মধ্যে ভুলে যাবো মনে করেন। আজ গোবিন্দর ইচ্ছায় যৎসামান্য নিজের হয়েছে বটে, কিন্তু গোড়া তো আপনিই। আমারই উচিৎ ছিল বিনা mortgage-এ আপনাকে টাকাটা দেওয়া, কিন্তু সামান্য লোক আমি, আপনাদের মত অগাধ সম্পত্তি তো আমার নেই। গোবিন্দ হে······

উপেন। তাতে কি হয়েছে। দেনাপাওনা পাকাপাকি থাকাই ভালো। তা ভাই আজ এসেছি দু'টী জিনিষের জন্যে।

ধীরেন। আজ্ঞা করুন। গোবিন্দর ইচ্ছেয় আমার দ্বারা যা সম্ভব নিশ্চয়ই করবো।

উপেন। মানে চালের দাম দিন দিন যা বাড়ছে, কলিয়ারী চালানো ক্রমেই দুঃসাধ্য হোয়ে উঠছে।

ধীরেন। তাতো গোবিন্দর কৃপায় দেখতেই পাচ্ছি। তা ধরুন, সব জিনিষের দামই যখন বাড়ছে তখন চালের দামই বা বাড়বেনা কেন? ধরুন আপনাদের কয়লাই তো দু' টাকা ন' সিকে টন বিক্রী হতো। আপনারা তা এখন ৫০।৫৫ এমন কি ৭০্ টাকাতেও বেচছেন। সে তুলনায় চালের দাম আর কি বেড়েছে। ৫।৬ টাকা মন থেকে ৩০।৩২ টাকা হয়েছে বইতো নয়? অমনি সব চীৎকার আরম্ভ করেছে কণ্ট্রোল কর, গুদাম সার্চ্চ কর, জেল দাও। আরে বাপু একি চোরাই মাল যে সার্চ্চ করে বাজেয়াপ্ত করবে। দাম দিয়ে চাল কিনে লোকে ঘরে রেখেছে, আমার খুসি বেচবো না, তাতে গভর্ণমেণ্টের কি বলুন তো? গোবিন্দ হে, কালে কালে কতই হলো। তেল, চিনি তাও কণ্ট্রোল হয়েছে, বলুন তো একি অন্যায়, পয়সা দিয়ে লোকে জিনিষ পাবেনা! গোবিন্দ বল।

উপেন। তা অবশ্য বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে একবার দেখুন। যাদের পয়সা আছে তারা পয়সা দিয়ে জিনিস পাচ্ছে, কিন্তু বহু লোকে জিনিসের দুর্ম্মূল্যতার জন্য না খেয়ে মরছে। কাজেই Goverment Control করতে বাধ্য হচ্ছে।

ধীরেন। আরে মশাই বাংলা দেশে ভিখিরীর অভাব করে আছে বলুন? না খেয়ে আমাদের দেশের লোক চিরকালই মরে। এবার না হয় কিছু বেশী। তাই বলে কি ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবে? ব্যবসাদারদের

চটিয়ে Government নিজে ব্যবসা চালাতে পারবে মনে করেন? গোবিন্দ বলো।

উপেন। তবু লাভের তো একটা সীমা আছে। যা কাণ্ড চলেছে তাতে যে দেশ থেকে ন্যায়-ধর্ম্ম লোপ পেতে বসেছে।

ধীরেন। কোন্ লোকটা, কোন্ জাতটা ন্যায় আর ধর্ম্ম কয়ছে বলতে পারেন? সবাই নিজের স্বার্থ নিয়ে মেতে আছে। শুধু ব্যবসা-দারদের গাল দিলে চলবে কেন বলুন? গোবিন্দ হে···

উপেন। সে কথা অবশ্য ঠিকই বলেছেন। সারা দুনিয়াটা আজ স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়না, কাজেই তার ছাপ ব্যক্তির ওপরও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মানুষ স্বার্থে আজ এত হীন হ'য়ে গেছে যে নিজের একটা টাকার জন্য অন্যকে অনাহারে মারতেও কুণ্ঠিত নয়। অনেকে এই ভাবে লাখ লাখ টাকা রোজগার করছে, অথচ জিজ্ঞেস করুন কেন এই টাকা, উত্তর দিতে পারবেনা। নিজেরা ভোগ করেনা, শুধু মজুত রাখে খাজাঞ্চীর মত, আর গাধার মত খাটে।

ধীরেন। (গম্ভীর ভাবে) হুঁঃ! গাধারাই শেষ পর্য্যন্ত জেতে কিন্তু উপেনবাবু, কারণ ঘোড়ার মত বেশী দৌড়তে গিয়ে তারা পা ভাঙ্গেনা। -

উপেন। মাপ কোরবেন ধীরেনবাবু, মনে হচ্ছে কথাটায় আপনি আহত হয়েছেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন এটা ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে বলিনি।

ধীরেন। আচ্ছা সে কথা থাক উপেন বাবু, এখন বলুন কি আপনার প্রয়োজন।

উপেন। বলছিলাম যে চালের দুর্ম্মূল্যতা বাড়ায় কোলিয়ারীর মালকাটার এখনও সেই পুরাণ দরে অর্থাৎ আট টাকা মন দরে চাল চাইছে

তার ওপর মজুরীও বাড়াতে হয়েছে, কাজেই কোলিয়ারী চালান বড়ই মুস্কিল হ'য়ে পড়েছে। সপ্তাহে প্রায় ৫০০ মন চাল এই চড়া দামে কিনে আট টাকায় মালকাটাদের বিক্রী করতে হচ্ছে। এদিকে গভর্ণমেণ্ট মালগাড়ী না দেওয়ায় কয়লা যা উঠছে তা বিক্রী হচ্ছেনা। তা ছাড়া যন্ত্রপাতি, লোহালক্কড়ের দামও ভয়ানক বেড়েছে তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। তাই মনে হচ্ছে যে আরও ৫০ হাজার টাকা দরকার হবে।

ধীরেন। দেখুন আমি অবশ্য সামান্য লোক, তবে যতই গরীব হই যতদিন সাধ্য ততদিন আপনার উপকার আমি করবো। তবে বুঝতেই তো পাচ্ছেন আমি সামান্য লোক মানে টাকার বন্দোবস্ত আমি করে দেবো, কিন্তু কোলিয়ারীর দলিলটা তাহলে রাখতে হবে। গোবিন্দ হে

উপেন। দলিলটা রাখতে বলেন রাখবো, আপত্তি নেই, কিন্তু সম্পত্তির বর্ত্তমান বাজার দর প্রায় ৫।৭ লাখ টাকা, কাজেই দলিলটা আপনার কাছে দিলে পরে প্রয়োজন হলে আর টাকা অন্য জায়গায় পাবোনা। তবে আপনি যদি ভরসা দেন যে ভবিষ্যতে দরকার পড়লে আরও দু'তিন লাখ টাকা আপনি দেবেন, তাহলে দলিল দিতে আপত্তি নেই। দু'তিন লাখ।

ধীরেন। তা গোবিন্দর কৃপায় প্রয়োজন হলে দিতে হবে বৈকি। আপনার দরকারে কখন আর না দিয়েছি বলুন। টাকা যতক্ষণ আছে, আপনি প্রয়োজন হলে নিন না। মায়া মায়া, বুঝলেন উপেন বাবু! টাকা কি আর সঙ্গে করে চিতায় নিয়ে যাবো, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন কর্ম্ম করো, ফলে তোমার অধিকার নেই। যতদিন বেঁচে আছি কর্ম্ম করতেই হবে, তারপর একদিন টুপ ক'রে

চোখ বুজলেই তো সব শেষ। জয় গোবিন্দ, পায়ে রেখো প্রভু।

উপেন। তা যা বলেছেন, আমাদের আর কতদিন। তা আপনি ভাগ্যবান লোক। আপনার সৌরীন সোনার চাঁদ ছেলে, সে বেশ কাজের ছেলে হবে।

ধীরেন। গোবিন্দ বলো, সৌরীনটা ঐ M. Sc. পাশই করেছে। ব্যবসার দিকে মোটে মন নেই। কত বলি, ওরে বাবা লেখাপড়া করে আর জেল খেটে যে কটা বছর মাটী করলি তা করলি, এখন ব্যবসায মন দে। চাকরী করার তো দরকার নেই, পৈতৃক কাজটা শেখ্। তা একবার ভুলেও দপ্তরে বসুক। খালি বই পড়ছে, কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লিখছে, নয়তো ছেলেদের দিয়ে রবীন্দ্র সমিতি, চোর তাড়ানো কমিটী, ভিখারী সেবা ফণ্ড, তাঁতি-সঙ্ঘ,—এই সব ক'রে বেড়াচ্ছে। ভাবছে লোকে খুব বাহবা দেবে। বোঝেনা যে যেটুকু বাহবা পাচ্ছে তা বাপের পয়সার জোরে, যেদিন লোকে বুঝবে ওর পয়সা নেই, সেদিনই বোল্‌বে ছোঁড়া বাউণ্ডুলে বখাটে। ওকে নিয়ে আমার এক বিপদ হয়েছে উপেনবাবু। ঐ একটা ছেলে, বেশী কিছু বল্লে গিন্নী রাগ করেন, যদি আর দু'চারটে ছেলে, থাকতো তাহলে দিতুম তাড়িয়ে, বুঝতো বাইরে গিয়ে M. Sc. পাশের মুরদাটা কতো।

উপেন। তা তাড়িয়ে না দিয়ে সৌরীনকে আমাকে দিন না ধীরেনবাবু।

ধীরেন। (সাশ্চর্য্যে) কি বল্‌ছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।

উপেন। নতুন কথা কিছুই বলছিনা ধীরেনবাবু, শুধু পুরোনো কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। মৈত্রেয়ীও তো এবার B. A. দিয়েছে,—

ধীরেন। ও আপনি সেই কথা বলছেন। তা দেখুন আমার আপত্তি তো কোন দিনই ছিল না, আজও নেই। গোবিন্দর ইচ্ছায় আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা হোলে সে তো আমার ভাগ্য।

উপেন। তাহলে একটা শুভদিন দেখে দিন স্থির করে ফেলুন।

ধীরেন। দেখুন সবই গোবিন্দর ইচ্ছা, আমি আপনি নিমিত্তের ভাগী মাত্র—এখন মুস্কিল হয়েছে এই যে, আমার স্ত্রীকে কে আজকাল কলেজে পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে নানা কথা বলেছে, সেই থেকে সে কলেজে পড়া মেয়ে বউ করতে আর রাজী নয়। আর ঘটক বেটারাও তেমনি, গিন্নীর মেজাজ বুঝে সব ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধ আনছে। এই সেদিন দেখে এলুম নারকোল পুকুরের রাজার মেয়ে, বেশ দেখতে মেয়েটা, বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখিয়েছে, ওসব সরকারী স্কুলে দেয়নি। কাল মেয়ে দেখতে যাবেন আমার স্ত্রী, ফুলডাঙ্গার রায় বাহাদুরের নাতনী। বলছে তো একখানা কোলকাতায় বাড়ী, একটা মোটর আর হাজার পঞ্চাশেক টাকা দেবে যৌতুক। এ অবশ্য তারা নিজেই বলেছে, চাপ দিলে আরও কিছু বেশী নিশ্চয় আদায় হবে।

উপেন। কিন্তু ধীরেনবাবু মৈত্রেয়ী তো আপনার বাগদত্তা পুত্র বধূ। আমাদের আত্মীয়-স্বজন সকলেই যে সে কথা জানে ; তাছাড়া ওরাও যে বরাবর ঐ কথাই জেনে এসেছে।

ধীরেন। (হাসিয়া) রাধামাধব ও সব কথা বলবেন না উপেনবাবু ; হাজার হোক নিজের মেয়ে, বিয়ে তো এক জায়গায় দিতেই হবে। বাগদত্তা-টত্তা কি একালে চলে ? কত বর ছাঁদনাতলা থেকে উঠে যায়, আবার সে মেয়ের বিয়ে হয়। ও কিছু নয়। তাছাড়া জানেনই তো আমার স্ত্রী ছিল পড়তি ঘরের মেয়ে, আমাদের সংসারে তার খাপ খাওয়াতে ভারী দেরী হ'য়েছিল। তাই সে আর পড়তি ঘরের মেয়ে আনতে রাজী নয়। গোবিন্দ হে।

উপেন্দ্র। (স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া) ওঃ। আচ্ছা নমস্কার আসি।

ধীরেন। এরই মধ্যে আসবেন; তা একটু জলযোগ, অন্ততঃ তামাক ইচ্ছা ক'রবেন না?

উপেন। ধন্যবাদ, আজ থাক্।

ধীরেন। আচ্ছা, আচ্ছা আর একদিনই হবে, যেমন আপনার অভিরুচি, গোবিন্দ হে। হ্যাঁ তবে আপনার দুটি জিনিষের প্রথমটিতে আমার আপত্তি নেই, তা'তো আগেই ব'লেছি—সেখানে তো আর গিন্নির হাত নেই,... হেঁ, হেঁ, হেঁ... (হাস্য)

উপেন্দ্র। আচ্ছা মনে রাখবো, নমস্কার (প্রস্থান)

(সৌরীনের প্রবেশ)

সৌরীন। বাবা, আমায় ডেকেছিলে?

ধীরেন। হ্যাঁ হে, নবাবপুত্র। ডেকে ডেকে তো হায়রাণ, অত ক'রে ডাকলে গোবিন্দ মেলে, কিন্তু তোমার দর্শন দুর্লভ। বলি আজ সকালে চালের যে সওদা করবার কথা ছিলো, তারপর কি হ'লো, কোন খবরই তো দিলে না।

সৌরীন। সে চাল বিক্রী করিনি বাবা।

ধীরেন। করিস্ নি, কেন? দাম কি আরো বাড়বে খবর পেলি?

সৌরীন। না, আরও কমবে খবর পেলাম। Government নিজে দাম বেঁধে দিয়ে যার যা' মাল আছে নিয়ে নিজেরা চালান দেবে, তাতে বাঁধা দরের বেশী দাম কেউ পাবে না।

ধীরেন। বলিস্ কি! কি দর দেবে কিছু শুনলি?

সৌরীন। শুন্‌লাম তো মণ প্রতি ১৬৲ টাকা দর দেবে।

ধীরেন। এঁ্যা বলিস্ কিরে, ৩২৲ থেকে ১৬৲, আর তুই চাল না বেচে চ'লে এলি, মুখ্যু গাধা কোথাকার।

সৌরীন। আজকের দরও ৩২৲ নেই বাবা, ২৬৲ টাকায় নেমেছে।

ধীরেন। এঁ্যা বলিস কি! কি সর্ব্বনাশ, ৬৲ পড়ে গেছে এই দুর্দ্দিনে! বলি Governmentএর কি মাথা খারাপ হয়েছে। চালের বাজার যে শেয়ার বাজারের বাড়া করে তুল্লে। উঃ মণ পিছু ৬৲ টাকা গেল। আমার যে অনেক চাল ২৫৲ টাকায় কেনা, ১৬৲ টাকা হলে যে মরে যাব।

সৌরীন। তোমায় ত কতদিন বলেছি বাবা, গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে রেখে ব্যবসা ক'রো না। তাদের নীরব মৃত্যুর মূক নালিশ কি ভগবানের কানে পৌছয়নি ভাবো? যে চাল শুধু তোমারই বিভিন্ন গোলায় মজুত আছে তা' দিয়ে অন্ততঃ দশহাজার লোক একমাস খেয়ে বাঁচতে পারত। অন্য কোন বছরে এত ধান চাল, তুমি ব তোমার মত ব্যবসাদাররা আটকে রাখে না, এবার টাকার লোভে তোমরা কাঙ্গালের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে রেখেছ। তোমাদের ভোগঃ কি পূর্ণ হবে?

ধীরেন। থাম বাঁদর। M.Sc. পাশ ক'রে ভারী লায়েক হয়েছিস্ যতসব বড় বড় বুলি কপ্‌চাতে শিখেছিস্। আজ যে টাকার ওপ ফোঁস করছিস্, সে টাকা না থাকলে এসব বুলি শিখতিস কি ক'রে?

সৌরী। তোমার মত গরীবের অন্ন মেরে যারা বড়লোক হয় নি, তাদে ছেলেরাও লেখাপড়া শিখ্‌ছে বাবা।

ধীরেন। থাম্, যথেষ্ট পণ্ডিত হয়েছিস্। এখন চালগুলো বেচলি না কে তাই বল।

সৌরীন। চালের দাম কমার পর বেচলে গরীবরা তবু সস্তায় কিছু চা পাবে—এইজন্যে।

ধীরেন। হুঃ, তোমাকে দিয়ে ব্যবসা আমার লাটে উঠবে দেখছি

থাক্, তুমি খুব দাতা গরীবের মা বাপ হয়েছ বুঝতে পারছি। এখন কাল আর একটা কাজ করবে কি দয়া করে?

সৌরীন। বল।

ধীরেন। আমারই যাবার কথা ছিল, কিন্তু আমাকে ত চালগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে! কাজেই তুমি যাও তোমার মাকে নিয়ে ফুলডাঙ্গায়।

সৌরীন। তা যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে এসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যদি রাগ না কর ত বলি।

ধীরেন। কি বল্‌তে চাও বল, অত ভনিতায় দরকার নেই। জানত সোজা কথা আমি ভালবাসি।

সৌরীন। মায়ের কাছে শুনেছি, কাল কেন তোমরা ফুলডাঙ্গায় যেতে চাও। এর ভেতর তোমরা আরও কয়েক জায়গায় মেয়ে দেখেছ শুনলাম, কিন্তু এসম্বন্ধে কি আমার মতামতের কোন প্রয়োজন নেই মনে কর?

ধীরেন। (ক্ষণিক তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া) হুঁঃ, প্রয়োজন আছে বই কি। তুমি যে M. Sc. পাশ করে দেশনেতা হয়েছ, তবে সেটা এতদিন আমার মনে হয়নি। তা তোমার মতামতটা কি শুনি?

সৌরীন। আমি বিয়ে করব না।

ধীরেন। বটে। সন্ন্যাসী হবে, না লড়াই এ যাবে?

সৌরীন। মাকে আমি সব কথা বলেছি।

ধীরেন। (হুঙ্কার দিয়া) না, সে হবে না। আমি বেঁচে থাকতে আমার বাড়ীতে আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু চলবে না। আমি আমার কুলবধু আনব, বাজারের নটি ত আনব না। ওসব কলেজে পড়া

নচ্ছাব ধিঙ্গী মেযে আমার বাড়ীতে বউ করে আমি আনব না, তাতে তুমি বিযে কর আর না কর।

সৌবীন। কিন্তু আমার নিজের বিযেতে আমারও যে একটা মতামত থাকা উচিত সেটাও কি তুমি মনে কর না?

ধীবেন। স্বাধীন মত যদি থাকে আর তা যদি খাটাতে চাও তবে স্বাধীন-ভাবে রোজগাব করে স্বাধীন হযে বাস করগে। আমার বাড়ীতে থাকতে হলে আমার মতেই চলতে হবে। আমি আমার খাতককে বেযাই কবতে পারব না। আমি জানি উপেন গুপ্ত ঘুঘু লোক, সে তাব মেযেটাকে তোমাব পেছনে লেলিযে দিযে নিজের দেনাটা ফাঁকি দেবাব মতলবে ত আছেই, উপবন্ত আমার বিযযটাকেও গ্রাস করবে। তোমার মত জামাই পেলে দিব্যি শ্বশুর সেজে আমার সব সম্পত্তিটা গ্রাস কববে। আমি রাত্রিদিন খেটে, জেলেব ভয মাথায করে যে সম্পত্তি কবেছি, উনি একটা ধিঙ্গী মেযে লেলিযে দিযে তা হাত কবুবেন,—তা আমি হতে দেব না। উপেন গুপ্ত আমাব উপব চাল মেরে যাবে তা হবে না।

সৌবীন। বাবা, তুমি শুধু নিজের মাপ কাঠিতেই পরকে ওজন করছ আব তাই যদি হয তবে যিনি তোমাব বেযাই হবেন তিনিইত তোমার অন্তে তোমাব বিষয নাড়াচাড়া কববেন।

ধীবেন। সেইজন্যই ত আমি ওসব পড়তি ঘবের হাঘোরেদের সঙ্গে সম্বন্ধ না ক'রে উঠতি ঘবের সঙ্গে, কিংবা যাদের লোকে এক ডাকে চেনে এমন ঘবে সম্বন্ধ করছি। হতভাগা তোর বাপের জন্মেও কেউ কল্পনা কবতে পেরেছিল যে নাবকেল পুকুরের বাজবাড়ী থেকে বি ফুলডাঙ্গাব জমিদার বাড়ী থেকে মেযে আনবে? এতদিন শুধু টাকাই ক'বেছি, এবার মানমর্য্যাদা এসবের দিকে মন দিতে হবে ত।

সৌরীন। মর্য্যাদায় উপেনবাবুও কিছু ছোট নন বাবা।

ধীরেন। খবরদার সৌরীন, বার বার তুমি ঐ এক কথাই বোল না। ওখানে বিয়ে আমি দেব না,—সাফ কথা, ওর ঐ বিশবছরের কলেজে পড়া নষ্টা মেয়েটাকে বাড়ীর বউ ··

সৌরীন। বাবা! বাবা!! বিয়ে দাও বা না দাও, একজন ভদ্র কুমারীর সম্বন্ধে ওসব কথা বলার কোন অধিকার তোমার নেই।

ধীরেন। কি! এতদূর স্পর্দ্ধা হয়েছে তোর। আমার বাড়ীতে আমারই খেয়ে আমার মুখের উপর আমাকেই ধমকাস। বেরিয়ে যা তুই, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। বিয়েতে আগুন লাগুক। তোর মুখদর্শন করতে চাই না। সংসারে আগুন ধরিয়ে দেব। জানব আমার ছেলে নেই, মরেছে·· ···যা, যা আমার সামনে থেকে।

সৌরীন। বাবা······বাবা · ··

ধীরেন। কোন কথা নয়, যা যা আমার সামনে থেকে, বেরো।

সৌরীন। (স্তব্ধভাবে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরেন্দ্রের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ধীরেন্দ্র পাথরের মত সেদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

— —

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাতঙ্গিনীর বাড়ী। ড্রয়িং রুম্। একপাশে office table, table-এ মায়া বসিয়া চিঠিপত্র পড়িতেছে।

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাতঙ্গিনী। কি বিকেলের ডাক এলো? বিশেষ খবর কিছু আছে?

মায়া। বিশেষ কিছু না। শুধু রায় বাহাদুরের একটা নালিশ আছে আপনার কাছে, বাকি সব গোমস্তাদের চিঠিপত্র।

মাত। মহলে তোর লঙ্গরখানাগুলো কেমন চল্‌ছে? রিপোর্টগুলো পড়, শুনি।

মায়া। পাঁচটা লঙ্গরখানায় রোজ প্রায় ২৫০০ লোক খাচ্ছে, কিন্তু চালের যেরকম অবস্থা হচ্ছে, তাতে লঙ্গরখানা চালানই মুস্কিল হয়ে পড়ছে লিখেছে।

মাত। কেন তুই লিখে দিস্‌নি গোমস্তাদের যে চালের দাম যতই বাড়ুক লঙ্গরখানা যেন বন্ধ না রাখে? কত দাম এখন লিখেছে?

মায়া। এখন চালের মণ উঠেছে ৩২্ টাকায়। কিন্তু কথাত তাও ঠিক নয়। ঐদামেও চাল পাওয়া যাচ্ছে না, গভর্ণমেণ্ট যার যা দরকার তার বেশী চাল কেড়ে নেবে বলে কথা উঠেছে। গ্রামে গ্রামে সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রত্যেক পরিবারের ধান চালের খরচের ও উৎপন্নের হিসাব নিচ্ছে, কাজেই লোকে আর দাম পেলেও চাল আছে একথা স্বীকারই কর্‌ছে না। তাছাড়া সরকার দাম বেঁধে দেওয়ায়

আড়তদারের চাল সব লুকিয়ে ফেলেছে। কি জঘন্য প্রবৃত্তি বলুন ত? সামান্য লাভের লোভে বড়লোকেরা গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে রাখছে। আর গরীবরা না খেয়ে শুকিয়ে মরছে। রাশিয়াতে বিপ্লবের আগে ঠিক এমনি অবস্থায়ই হয়েছিল।

মাত। কি জানি মা তোদের রাশিয়ায় ফাসিয়ার কি হয়েছিল। তবে যেটাকে তুই সামান্য লাভ বলছিস্ সেটাত ঠিক সামান্য নয়। চার পাঁচটাকা দামের চালের দাম যদি ৩২৲ টাকা হয় তবে লাভটা কি সামান্য হল? তাছাড়া এই যে লুকিয়ে রাখছে বলে যাদের তুই গাল দিচ্ছিস্ তারা সবাই বড়লোক নয়। অধিকাংশই চাষী আর গৃহস্থ।

মায়া। সেইত আরও বড় অভিশাপ পিসিমা। শুধু ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চলে, কিন্তু চাষীরা নিজেরাই যদি লাভখোর হয়, তবে বিদ্রোহ করবে কারা? তাইত দেখুন চারদিকে গ্রামে গ্রামে অনাহারে শুকিয়ে এক একটা পরিবার মরে ভূত হয়ে যাচ্ছে, অথচ খাবারের দোকান, ধানের গোলা লুঠ হচ্ছে না। লুঠ করবার শক্তি কি আজ বাংলার লোক হারিয়ে ফেলেছে,—না, এর মূল কারণ, অনাহারক্লিষ্টদের ভীরুতা আর শক্তিহীনতা নয়। আসল কারণ দেশের কৃষক আর শ্রমিক এই দুই শক্তি আজ লাভের নেশায় মসগুল। লোভে আজ তারা এত অন্ধ যে তাদের যে সব ভাইবোন না খেয়ে মরছে তাদের সাহায্য করবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত তাদের নেই।

মাত। তবেই বোঝ মা, দোষটা ধনীদের নয় ধনের। কাজেই তোদের দল যে লোক পাঠিয়ে গ্রামে গ্রামে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে সেটা ভাল নয়। দেশের সেবায় অতীতে ও বর্ত্তমানে জমীদারদের যে বিরাট দান আছে এবং সমাজ-জীবনে তাদের স্থান যে

নগণ্য নয়, সেটা তোদের দলের লোকেরা ভুলে যায়। সব জমিদারই ত একরকম নয়।

মায়া। তা ত দেখতেই পাচ্ছি। এইত রায়বাহাদুরের চিঠি। তিনি লিখেছেন যে আপনি আমার কুপরামর্শে আপনার জমিদারীতে লঙ্গর-খানা খুলে জমিদারদের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। সব জায়গারই প্রজারা এখন আপনার দৃষ্টান্ত দিযে জমিদারদের কাছ থেকে চাল চাইছে বাঁচবার জন্যে। তাই এই অন্যায দাবী যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্যে পত্রপাঠ আপনাকে এইসব লঙ্গরখানা বন্ধ করতে অনুরোধ করেছেন।

মাত। যাক্ সে কথা। কাল সন্ধ্যাবেলা নাকি বিশু এসেছিল,—রমা বল্লে। আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল?

মায়া। হ্যাঁ, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। কাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন বিশুবাবু। আপনি তখন পূজায় বসেছিলেন। তাঁর কি তাড়াতাড়ি ছিল, তাই একটু পরেই চলে গেলেন।

মাত। পিসিমার খোঁজ রোজ একবার নেওয়া চাইই। বরাবরই ও আমার নেওটা। ও জন্মাবার পরেই ওর মা মারা যায়। তারপর আমিই ওকে কোলে পিঠে ক'রে মানুস করি। নিজের কোলে ত ভগবান একটা দিলেন না। আহা এলো যদি সে, দেশ থেকে ফলগুলো এসেছে, খাওয়ালি না?

মায়া। হ্যাঁ, জলখাবার দিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন কি কাজে যাচ্ছিলেন এই রাস্তা দিয়ে, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, বিশেষ কোন দরকার ছিল না। হয়ত আজ কি কাল আবার আসবেন। পিসিমা আপনার ওষুধ দেবার সময় হযেছে, ওষুধটা কি এখানে নিয়ে আসব।

মাত। না মা, চল ভেতরে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান Director uniform পরিয়া বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। না বাবা, আর এই ঘোড়দৌড় করতে পারি না। কাল রাত্রে দেখে গেলুম, কথা কয়ে গেলুম, হাতে হাত রাখলুম, তবু সকাল হতেই মনে হ'লো কত যুগ যেন দেখিনি মাযাকে। মায়াই বটে। ঝক্‌মারি ক'রেছে যে কায়স্থ হয়ে। নইলে কোনদিন পিসিমাকে বলে শুভ কাজটা সেরে ফেলতুম। নাঃ পিসিমার সম্পত্তি না পাই সেও ভাল, মায়াকে ছাড়তে পারব না। আজ খোলাখুলিভাবে civil marriage সম্বন্ধে ওর মতামতটা জিজ্ঞাসা ক'রব। এই যে মায়াময়ী এইদিকেই আসছেন।

(মাযার প্রবেশ)

মায়া। আবে দারোগা সাহেব যে। (চিঠিগুলি টেবিল হইতে লইয়া) বলি এ বাড়ীতে কি কোন চোরাই মালের সন্ধান পেয়েছ নাকি যে রোজই ঘুরঘুর ক'রে তদন্ত করতে আস।

বিশু। চোরাই মালের নয, চোরের সন্ধান পেয়েছি, তাই চোরকে আজ পাকড়াও করতে এসেছি। এমন সাংঘাতিক চোরকে ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়, কারণ (নিজেকে দেখাইয়া) এই রকম আরও অনেক রত্ন চুরি যেতে পারে ; তাই চোরকে আজ বেঁধে নিয়ে যাব।

মায়া। (রসিকতার ভঙ্গীতে) হাতকড়া সঙ্গে আছে নাকি ?

বিশু। (মায়ার হাত ধরিয়া) এইত লাগালাম। চল লক্ষ্মী। আর পারি না এমনি করে দূরে দূরে থাক্‌তে।

মায়া। ভালো কি আমারই লাগে ? কিন্তু সমাজ যে মানবে না।

বিশু। সমাজ চুলোয় যাক্‌, চলো আমরা civil marriage ক'রবো। বলো তোমার মত আছে ?

মায়া। আমার অমতের কোন কারণই নেই, কারণ আমার ত লোকসান কিছু নেই, কিন্তু লোকসান তোমার। পিসিমার সম্পত্তি থেকে তুমি হয়তো বঞ্চিত হবে, তোমার বাবাও যে allowance দেন তা' হয়তো বন্ধ ক'রে দেবেন। আমার জন্যে এতগুলো লোকসান করা কি ঠিক হবে ?

বিশু। মায়া, তুমি একদিকে, আর সমস্ত 'পৃথিবী একদিকে। তুমি যদি আমার হও, তা'হ'লে বিষয়, আত্মীয়, সমাজ—সব ছাড়তে পারি। বলো তুমি রাজী ? (হাত ধরিল)

মায়া। এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু একটা কথা আগেই তোমায় জানিয়ে রাখি। আমি communist তা' তুমি জানো, আর তুমি ইংরেজের দারোগা, শেষে political মত নিয়ে ঝগড়া বাধবে না তো ?

বিশু। (হাসিয়া) আরে ক্ষেপেছ, তুমিও যেমন। আমরাও তো এযুগেরই ছেলে—গোলামীর মাত্রা রেখে চলতে আমরা জানি। বাইরের মতবাদ আমাদের অন্তরকে বিষিয়ে তুলবে না, তুলতে দেবোনা।

মায়া। তা হ'লে সব ব্যবস্থা হ'লে আমায় জানিও।

বিশু। জানাবো কি, জানাতেই ত এসেছি। শুভস্য শীঘ্রম্। কাল দশটাতেই আমরা দু'জনে যাবো Registry office-এ। আমি বরং ভোর রাত্রেই চ'লে আসবো এখানে। সকালে আমার জনকয়েক বন্ধুকে phone করে দেবো সাক্ষী হবার জন্যে। ভোর ভোর না গেলে পিসিমা দেখতে পাবে, তা' হ'লেই তোমার যাওয়া হবে না।

মায়া। ....শোনো।

বিশু। কি মায়া......... ?

মায়া। তুমি সর্ব্বস্ব ছেড়ে আমায় নিচ্ছ, দেখো যেন শেষে আমায় যেন ছুঁড়ে ফেলো না।

বিশু। মায়া, কি ব'লছো তুমি। তুমি থাকবে আমার মাথার মণি হ'য়ে।

(মায়ার হাত ধরিল, নেপথ্যে মাতঙ্গিনীর কণ্ঠ শোনা গেল)

মাত। মায়া—

মায়া। যাই পিসিমা—

বিশু। তা'হ'লে তাই কথা রইল, পাকা। ভোর বেলা আমি এখানে আসবো।

মায়া। O. K.

বিশু মায়ার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া চলিয়া গেল। মায়া এদিক ওদিক ফিরিয়া গান ধরিল।

মায়ার গীত

হৃদয় দোলায় দোল দিয়ে যায়
কে সে অচেনা অজানা॥
মন-ময়ূরী নাচে নিহরী
মানে না মানা, মানে না মানা॥
সে যে শ্রাবণ মেঘের
আশা-ভরা জল,
মরুর বুকে ফোটায় কমল,
বেলা যুথিকা হাস্নুহানা।

(বাহির হইতে মনোরম ডাকিল) পিসিমা—পিসিমা।

মায়া। কে? মনোরম বাবু, আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।

(মনোরমের প্রবেশ)

মনো। কেমন আছ মায়া? ক'দিন তোমায় party-তে দেখিনি, শরীর ভাল তো?

মায়া। শরীরটা বেশ ভাল যাচ্ছে না ক'দিন থেকে। একটু সুস্থ হ'লেই যাবো।

মনো। (উদগ্রীবভাবে) পিসিমা কোথায়?

মায়া। ভেতরে। কি? আবার বুঝি টাকা চাই?

মনো। হ্যাঁ, একটা factory-তে strike চলেছে, সেখানকার কুলীদের খাবার দিতে হবে।

মায়া। ঐ যে পিসিমা আসছেন। আপনার ডাক কাণে পৌঁছলে পিসিমা আর স্থির থাকতে পারেন না। আপনি পিসিমাকে যেন যাদু করেছেন।

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাত। কি মনোরম, খবর কি বাবা? (মনোরম ইঙ্গিতে জানাইল মায়াকে সরান প্রয়োজন) মায়া, তুই এখনও চিঠি পত্রগুলো এখানে ফেলে রেখেছিস্। যা, ওগুলোর জবাব দেবার ব্যবস্থা করগে যা।

(মায়া চিঠিগুলি লইয়া চলিয়া গেল)

মাত। কি বাবা, জরুরী কিছু খবর আছে নাকি?

মনো। হ্যাঁ পিসিমা—আজ একটা চাই। তাড়াতাড়ি দিন।

মাত। একটা আমার কাছেই আছে দিচ্ছি।

(জপের মালা হইতে একটী Revolver বাহির করিয়া দিল)

কিন্তু বাবা, আমি বুড়ো মানুষ। কোনদিন টপ্ করে মরে যাব। বাকীগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করো।

মনো। পিসিমার বুঝি ভয় করছে ?

মাত। তোমাদের মত দুধের ছেলেরা যদি মরণ নিয়ে খেলা করতে ভয় না পায়, আমি গঙ্গাঘাটের যাত্রী আমার হবে ভয় ! বরং তোমাদের মত ছেলেরা যে এর জন্যে মাঝে মাঝে আমার কাছে আস, মায়ের মত আব্দার কর এই আমার লাভ। নিজের ছেলে নেই তাই তোমাদের মত সোনার চাঁদ ছেলেদের নিয়ে ভুলে থাকতে পারি। ভয় আমার জন্যে নয় বাবা, ভয় তোমাদের জন্যে।

মনো। কেন পিসিমা ?

মাত। আমার শরীর ত খুব ভাল নয় বাবা। হঠ্ করে যদি মরে যাই তখন তোমাদের জিনিষগুলোর কি হবে ? আচ্ছা, মায়া ত তোমাদের দলেই ঢুকেছে এখন—ওকে কি সব বুঝিয়ে দেওয়া যায় না ?

মনো। না পিসিমা। ওর পরীক্ষার এখনও অনেক বাকী। সবেমাত্র ঢুকেছে, ভেতরের খবর কিছুই ও জানে না। তবে ওর মধ্যে খাদ নেই, তৈরী কোরতে দেরী লাগবে না। তা না হ'লে, নেতাজী ওকে দলে নেবার জন্যে অত কোরে বোলতেন না। প্রথম দিনেই উনি বুঝেছিলেন মায়া মাটীর মানুষ নয়, ইস্পাতের।

(মায়ার দ্রুত প্রবেশ)

মায়া। পিসিমা, পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। কি ব্যাপার তো বুঝছি না।

(মহেন্দ্রের প্রবেশ পরণে মেজরের ইউনিফর্ম্ম)

মহেন্দ্র। (ঝড়ের মত ঢুকিয়া মায়াকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া সংযত-ভাবে কহিল) Hallo Miss Maya তুমি এখানে ? (মনোরমকে) you তোমাকে search করবো। (মনোরম কি বলিতে গেল, মহেন্দ্র ইঙ্গিতে বারণ করিল)

মহেন্দ্র। (মায়াকে) Miss Maya, you better go to the other room. এখান তুমি থেকোনা—অন্য ঘরে যাও।

(মায়া চলিয়া গেল)

মনো। (অস্ফুট স্বরে) নেতাজী!

মহেন্দ্র। চুপ! বাইরে পুলিশ ওটা দাও, বাকীগুলো কোথায়?

(মনোরম রিভলভারটা দিল)

মনো। পিসিমা?

মাত। শোবার ঘরে।

মহেন্দ্র। খোলা আছে? না কিছুর মধ্যে লুকান আছে?

মাত। বালিশের মধ্যে আছে।

মহেন্দ্র। চট্ করে এখানে পাঠিয়ে দিন। মনোরম quick! মায়াকে এখানে আর আসতে দিও না। (মনোরম ও মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল। Revolver টি নিজের Revolver caseএর মধ্যে রাখিয়া মহেন্দ্র নিজেরটা trouserএর পকেটে রাখিল। উত্তেজনায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনোরম বালিশ লইয়া আসিয়া মহেন্দ্রকে দিল।)

মহেন্দ্র। মনোরম তুমিও ঘরে যাও। বাইরের দরজা খুলে দিতে বল। আমি আসার সময় বন্ধ করে এসেছি।

(মনোরমের প্রস্থান। মহেন্দ্র বালিশটা পরীক্ষা করিয়া কোলে লইয়া বসিল ও flask হইতে মদ ঢালিয়া খাইতে লাগিল। দারোগা ও পুলিশদ্বয় ঢুকিল।)

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) By jove! what do you want here? আমায় যে তবে বেটা বললে এটা Private বাড়ী।

দারোগা। এই বাড়ী search করতে চাই। search warrant আছে।

মহেন্দ্র। (আতঙ্কে ও মাতালের ভঙ্গীতে) May I know কিসের জন্যে?

এখানে থাকে তো বাবা দুটি স্ত্রীলোক। একটী বিধবা, একটী কুমারী, of course she is lovely. But আমি যতদূর জানি সে তো না-বালিকা নয়, তবে আবার search কিসের জন্যে?

দারোগা। না সে জন্যে নয়। এ অন্য ব্যাপার।

মহেন্দ্র। (দারোগার হাত ধরিয়া কাঁদিবার ভঙ্গীতে) look Inspector! এখানে একটু ফুর্ত্তি টুর্ত্তি করতে মাঝে মাঝে আসি। you see আমি একজন পদস্থ অফিসার। Look আমি একজন Major, এসব search এর মধ্যে আমার নাম জড়ালে কেলেঙ্কারীতে পড়ে যাবো। Please let me go. Have a peg? (মদ দিল)।

দারোগা। Oh I see! (মদ লইয়া পান করিল) জায়গাটা তো বেশ ভালই তা হোলে? আর বলবেন না I. B. department যত গাঁজাখোরের খবরের উপর বিশ্বাস কোরে আমাদের হয়রাণ করে। কটী আছে এখানে?

মহেন্দ্র। আমি তো একটী পাখীকেই দেখেছি। যুদ্ধের বাজার মশাই, কত পাখীই যে রঙ্গীন ডানা মেলে চারিদিকে উড়ে ফুরফুর করে বেড়াচ্ছে। শুধু ধোরতে পারলেই হোলো। তা মশাই এ আড্ডাটা তো ছাড়তে হোলো দেখছি। পুলিশের হাঙ্গামায় কে পড়বে? নিন্—you do your duty—প্রেয়সী এখনও বাসরসজ্জা করছেন। দেখুন, আপনি ভাগ্যবান লোক, যদি অভাগার ধন আপনার কপালে মেলে। Ta—Ta good luck to you.

(মাতালের মত টলিতে টলিতে উঠিল। বালিশটা কোল হইতে পড়িল পায়ে লাগিল, মহেন্দ্র বালিশটায় টোক্কর খাইয়া যেন পড়িয়া গেল আবার টলিতে টলিতে উঠিয়া বালিশটা লাথি মারিয়া বাহির করিয়া দিল।)

মহেন্দ্র—you daunn bugger (বালিশের পিছন পিছন বাহির হইযা যাইতে যাইতে ফিরিয়া কহিল Ta Ta)

দারোগা। বাড়ীর মধ্যে কে আছেন ?

(মনোরমের প্রবেশ)

মনো। কে ? ও! কি দরকার ?

দারোগা। আমি এই বাড়ী search করতে চাই।

মনো। সার্চ ? এই রাত্রে ? কি জন্যে ? সার্চ warrant আছে ?

দারোগা। নিশ্চযই ! আপনি কি এখানে থাকেন ?

মনো। না, রাণীমা থাকেন।

দারোগা। রাণীমা ! এটা ৯৯ বাড়ী তো ?

মনো। হ্যাঁ।

দারোগা। এখানে যে একজন Military Officer ছিলেন, তিনি কে ?

মনো। Military officer ? কই জানি না তো ?

দারোগা। সে কি ? আপনাদের বাড়ীতে বোসে তিনি মদ খাচ্ছিলেন, আর আপনারা জানেন না ?

মনো। ও মদ খাচ্ছিল ? তা হোলে বোধ হয কোন মাতাল পাশের বাড়ী মনে কোরে এই বাড়ীতে ঢুকে থাকবে। পাশের বাড়ীটায যত সব বদলোকের আড্ডা। তা বাড়ী search কোরবেন, কিসের জন্যে ?

দারোগা। এটা একটা বিপ্লবীদের আড্ডা।

মনো। বিপ্লবীদের আড্ডা ! হাঃ হাঃ হাঃ বিপ্লবীদের আড্ডা ! হাঃ হাঃ হাঃ—জমিদার বাড়ী বিপ্লবীদের আড্ডা—হাঃ হাঃ হাঃ—আসুন আসুন সার্চ করুন।

(রাস্তা দেখাইয়া সকলকে ভিতরে লইয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপেন্দ্রের বাড়ী।

বারান্দায় উপেন্দ্র মণিমালিনী বসিয়া।
সামনে বাগান ও ফটকের একাংশ দেখা যাইতেছে।

মণি। চলো, কলকাতায় আর ভাল লাগছে না। মৈত্রেয়ীর বিয়ে তো চুকলো, আর কেন এই হাহাকারের মাঝে।

উপেন্দ্র। সত্যই কি ভীষণ অবস্থাই হয়েছে দেশের। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথাও শুনেছি বটে, এ যেন তাকেও হার মানিয়েছে! শুধু বাইরেই ভিখিরীর দল "খেতে দাও" "ফ্যান দাও"—বলে চেঁচিয়ে ম'রছে না, ভেতরে ভেতরে হাজার হাজার গেরস্থ মুখ বুজে অনাহারের জ্বালা সইছে।

(একজন ভিখারিণীর ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ। শীর্ণ দেহ,
জীর্ণ বেশ, হাতে একটা জীর্ণ এনামেলের থালা)

ভিখারিণী। একটু ফ্যান দাও না মা, ভেতরটা বড় জ্বলছে, এক বাটী ফ্যান পেলে জ্বালাটা জুড়ায়। উঃ বুকটা গেল গো গেল……ওহো আমার মাণিক, আমার ধন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুকের আগুন দিয়েও তার দেহটা গরম রাখতে পারলাম না।

মণি। তুমি বাছা একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়লে যে?

ভিখারিণী। থাকবে না, থাকবে না তোর ঘরও থাকবে না। জানিস আমারও ঘর ছিল, গোলা ভরা ধান ছিল, সোয়ামী ছিল, সব ছিল—আজ কিচ্ছু নাই। ঘরটায় আগুন ধরিয়ে দিলে……তারপর দেশেও

আগুন লাগলো······পেটে আগুন লাগলো······সব জ্বলে গেল, পুড়ে গেল। ছেলেটাকে বুকে ক'রে চেপে ধরে সহরে পালিয়ে এলাম······ শুনলাম বাবুরা এখানে খেতে দিচ্ছে।

উপেন্দ্র। এই সন্ধ্যের সময় খাবার কি পাবে? এই চারটে পয়সা নিয়ে যাও।

ভিখারিণী। উঁহু, অত বোকা আমি নই। পয়সা, পয়সা দিয়ে কি হবে? চারটে পয়সায় আজকাল কি পাওয়া যায়? টাকাই ফুঁ দিলে উড়ে যায় তো পয়সা! আগে টাকা চোলতো, গড় গড় কোরে চোলতো, টং টং কোরে বাজতো, আজকাল ফুঁ দিলে উড়ে যায়। দাও না বাছা কিছু খেতে। উঃ বাছারে শুকিয়ে শুকিযে একটু একটু ক'রে গেলি ······তা বেশ হযেছে একেবারে জ্বালা জুড়িযেছে, আর যেন এই পোড়া দেশে জন্মাস্‌নি। তা'হোলে আবার রাস্তায় নর্দ্দমায় না খেয়ে মরবি।······নয়তো লরীর তলায চাপা পড়বি। জানো, গাদা গাদা মড়া, লরীগুলো ঝেঁটিযে নিয়ে যাচ্ছে······দাউদাউ কোরে পোড়াচ্ছে··· খালি মড়ার গন্ধ····· দেশটা শ্মশান হয়ে গেল! মা কালী টকটকে লকলকে জিব বের কোরে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক ফোঁটা রক্ত কোথাও নেই···সব চুযে খাচ্ছে।

মণি। উঃ ভগবান বাঁচাও প্রভু। এদের বাঁচাও।

ভিখারিণী। হিঃ হিঃ হিঃ, ভগবান! সে তো নেই, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে সে মরে ভূত হয়ে গেছে; নইলে কি অমন সোণার চাঁদ ছেলে গুলো রাস্তাঘাটে ম'রে পড়ে থাকে। জানিস কলির শেষ, পৃথিবীটা এইবার ওল্টাবে। কেউ থাকবে না, এখন পৃথিবীর ভার কম্‌ছে, নইলে ওল্টাতে দেরী হবে কিনা। হিঃ হিঃ হিঃ তোরও কিছু থাকবে না। ঐ টক্‌টকে সিন্দুর, এক গা গয়না, কিছুই থাকবে না।

মণি। ওরে থাম থাম বাছা, অমন অলক্ষণে কথা এই ভর সন্ধ্যেবেলা বলিস না। দাঁড়া তোকে মুড়ি টুড়ি যা' আছে এনে দিচ্ছি।

(প্রস্থান)

ভিখারিণী। আমি জানি পুলিশ ডাকতে গেলি, ধরিয়ে দিবি। দে না, আর আমি ভয় করি না। আমি যে মা-কালী, সব খেয়েছি, আর কি আছে? আবার ভয় কিসের? তোরা আজকাল ভারী শয়তান হ'য়েছিস্, একমুঠো ভাতও রাস্তায় ফেলিস না, পাছে গরীবগুলো খেয়ে বেঁচে থাকে। পুলিশের গাড়ী ক'রে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করছিস্, পাছে সহরে থাকলে আমরা ভাতের ভাগ নিই। মরবি, মরবি, তোরাও মরবি।

(মণিমালিনী একটী বাটীতে কিছু মুড়ি আনিয়া ভিখারিণীকে দিয়া কহিল)

মণি। এই নাও মা।

ভিখারিণী। এঁ্যা, মা, মা, ওহো বাছারে। মা, মা, আর একবার ডাক বাবা। এই দেখ তোর খাবার এনেছি। আয়, আয় খা। কতদিন খাস্‌নি। আয় খা, খা।

(মুড়িগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে দিতে স্থির দৃষ্টিতে যেন ছেলে খুঁজিতে খুঁজিতে বাহির হইয়া গেল)

উপেন্দ্র। (একদৃষ্টে ভিখারিণীর গতিপথের দিকে তাকাইয়া অর্দ্ধস্বগতঃ ভাবে কহিল) মণি, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কবির কথা আজ মনে পড়ছে

বিধাতার রুদ্র রোষে, দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে,
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

লড়াই থেকে আমরা কতদূরে, তবু লড়াইএর ফলে দলে দলে আমরা মরছি। বাস্তবিকই সারা বাংলাটা আজ শ্মশান।

মণি। আমার বুকের ভেতরটাও শ্মশান হ'য়ে গেছে। ছেলেটা লড়াইএ চ'লে গেল, কোন খবরই পাই না। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মেয়ে জামাই নিয়ে কিছু সুখ-শান্তিতে কাটাবো ভেবেছিলাম তাও পোড়া অদৃষ্টে সইল না। বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সৌরীন যুদ্ধের কাজ নিলে। শুনছি নাকি Bondএ সই দিয়েছে, যখন যেখানে যেতে ব'লবে, যেতে হবে। কি বিপদ বলতো? যদি কোথাও বাইরে বদলি ক'রে, মেয়েটা ভেবে ভেবে মরবে।

উপেন্দ্র। মেয়ের ভাগ্য মণি। সারা জীবন ধ'রে আমরা তো চেষ্টা ক'রে এলাম তাদের দু'জনারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কিন্তু কতটুকু পারলাম? মহেন্দ্রকে বিলেত পাঠালাম কত আশা নিয়ে, কিন্তু অন্য উপকার দূরে থাক, বংশ রক্ষার জন্যে বিয়েটা পর্য্যন্ত ক'রলে না। অদৃষ্ট মণি, অদৃষ্ট। নইলে মৈত্রেয়ীর কপালই বা যে এমনি হবে তাকি আমরা কেউ কল্পনা করেছিলাম? মাসে দেড়শ টাকা মাইনেতে কি ক'রে যে ওদের চ'ল্‌বে ভগবান জানেন।

মণি। আশীর্ব্বাদ করো ওদের,—ওদের মনের মিল যেন কখনও নষ্ট না হয়। মনের মিল থাক্‌লে ঐ দেড়শ' টাকাই ওদের দেড় হাজার টাকা হবে। এতো দুঃখের মাঝেও আমার আনন্দ যে ওদের দু'টীর চারহাত এক ক'রে দিতে পেরেছি। কিন্তু ভেতরটা বড় ফাঁকা লাগছে। কার জন্যে আর এই সংসারের মায়ায় আটকে থাকা? ছেলের বউ নেই, একটা নাতি-নাতনী নেই, মেয়েটাও চলে গেল, সংসারের মায়ায় আর কেন? চলো তীর্থ ধর্ম্ম ক'রে পরকালের কাজ করি।

উপেন্দ্র। ভালো কি আমারই লাগছে মণি? কিন্তু করি কি, উপায় নেই। বেয়াই মশাই এখন জালে জড়িয়ে দিয়েছেন যে সহজে আর মায়া কাটাতে পারছি কই?

মণি। নিন্ তিনি তোমার সম্পত্তি, সেও তো মৈত্রেয়ী আর সৌরীনই পাবে। ও নিয়ে আর ঝগড়া ক'রে দরকার নেই।

উপেন। জানতো মণি, কাউকে কামড়াতে নেই, কিন্তু ফোঁস ছাড়তে নেই। ফোঁস ছাড়লে পৃথিবীতে বাস করাই অসম্ভব। আজ উনি ঠকিয়ে প্যাঁচ দিয়ে collieryটা নেবার চেষ্টা ক'রছেন, কাল বাড়ীটায় হাত দেবেন। তখন দাঁড়াবো কোথায় বুড়ো বয়সে সেটা ভেবেছো ?

মণি। Collieryটা ছাড়ানোর কতদূর হ'লো ? ঐটে হ'লেই তো একবার কাশী বৃন্দাবন যাবে ব'লেছিলে।

উপেন্দ্র। ইচ্ছে তো তাই, দেখি বিশ্বনাথজী কবে টানেন। গ্রামের ডাক্তারখানা আর টোলের খরচা বাবদ অনেকগুলো টাকা বাকী পড়ে আছে। এদিকে খিদিরপুরের কারখানাটা সেদিনের বোমে নষ্ট হ'যে গেল। আমাদের সুদিনের বোধ হয় শেষ হয়ে এল মণি। তুমি আমি পাশাপাশি ব'সে বৃদ্ধ বয়সের যে সুখ স্বপ্ন দেখে, সারা যৌবনটা দানবের মতো খেটে এসেছি, এই কাল যুদ্ধ তা সব ভেঙ্গে চুরে শেষ করে দিলে। ছেলেটা গেল যুদ্ধে বর্ম্মায় অমন ব্যবসাটা একেবারে চলে গেল, এখানের কয়লাকুঠী mortgage পোড়লো, খিদিরপুরের কারখানাটা বোমায় গেল। এর চেয়ে দুঃখের অবস্থা আর কি আছে বলো ? চাকা ঘুরে গেছে মণি, নইলে এতো লোকের এত জিনিষ, থাকতে আমার factory'র ওপরই বা বোমা পড়ল কেন ?

মণি। তুমি যে ব'লছিলে যে কার সঙ্গে কথা ক'য়েছ তোমার কয়লাকুঠী ৫ লাখ টাকায় কিনে নেবে ? সেই টাকায় ধীরেনবাবুর দেনা শুধে, factoryটা আবার নতুন ক'রে গোড়ে তুলবে ? সেই তো ভালো, কেন আর এই বয়সে এই সব ঝঞ্ঝাট। নগদ টাকাটা কোনও Bankএ রেখে দাও। factoryটার আয় থেকে আমাদের খরচ চ'লবে।

তারপর আমরা চোখ বুজ্‌লে মৈত্রেয়ী আর মহেন্দ্র যা থাকবে আধা-আধি নেবে।

উপেন্দ্র। ইচ্ছে তো তাই মণি, ব্যবস্থাও তাই ক'রেছি। কুঠী বেচবার Goverment কোরেছি। ধীরেন বাবুর মায় সুদ দেনা শোধ করার ও অন্যান্য খরচ চালাবার জন্যে লাখ টাকার একটা চেক্‌ও সে দিয়েছে। কাল সেই চেক্ Bankএ জমা দিযে ধীরেনবাবুকে তাঁর প্রাপ্য সমস্ত টাকা মিটিযে উকীলের মারফত চেক্ দিযে কুঠীর দলিল ফেরত আনিয়েছি। হরিপদ গিয়েছিল উকীলের সঙ্গে, ব'লছিল—বেয়াই নাকি খুব চটেছে। কুঠীটা হাত ফস্কে যাওযায হরিপদকে ব'লেছে,—এতই যদি টাকার প'ড়ে থাকে বেয়াইএর, আমায জানালেই হ'তো, তাই ব'লে বাঙ্গালী হ'যে মাড়োযারীকে কুঠীটা বেচলেন।

(বাহির হইতে বিশু বলিল)

বিশু। ভেতরে আসতে পারি ? উপেন্দ্রবাবু আছেন কি !

উপেন্দ্র। মণি তুমি ভেতরে যাও, বাইরের লোক ব'লে মনে হচ্ছে।

(মণিমালিনী ভেতরে গেলেন)

কে ভেতরে আসুন।

(পুলিশের unifrom পড়িয়া বিশু ঢুকিল)

বিশু। আপনিই কি উপেন্দ্র নাথ গুপ্ত ?

উপেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ ? কি প্রযোজন আপনার ?

বিশু। মাপ ক'রবেন আমাকে কিছু অপ্রিয কাজ ক'রতে হবে। আপনার নামে Arrest warrant আছে।

উপেন্দ্র। (সাশ্চর্য্যে) এঁ্যা, বলেন কি ? Arrest warrant ? আমার নামে ? কি অপরাধে ?

বিশু। cheating, ধীরেন সেন নামীয় কোন ভদ্রলোককে আপনি ষাট হাজার টাকার বাজে চেক্ দিয়ে তাঁর মূল্যবান দলিল পত্র হস্তগত ক'রেছেন—এই অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে। আপনি আমার সঙ্গে থানায় আসবেন? আশাকরি constableদের ডাকার প্রয়োজন হবে না। তারা বাইরে বাদীর সঙ্গে অপেক্ষা ক'রছে।

উপেন্দ্র। না, constable ডাকার প্রযোজন হবে না, আপনার ভয় নেই আমি পালিয়ে যাবো না। কিন্তু দয়া ক'রে আপনি বাদী ধীরেন বাবুকে একবার ভেতরে ডাকবেন কি? আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনা।

বিশু। এর প্রযোজন আইনতঃ নেই; তবে আপনি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলছেন যখন তখন ডেকে আন্‌ছি।

(বিশুর প্রস্থান)

উপেন্দ্র। ষাট হাজার টাকা প্রতারণা! সে কি! লাখটাকার চেকটা কি cash হয়নি তা'হলে? রাম রাম ঝাঝারিয়ার মত বড় Party, তার চেক cash হবে না, এযে স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারিনি।

(বিশু ও ধীরেন বাবুর প্রবেশ)

উপেন্দ্র। আসুন বেযাই মশায়, আসুন।

ধীরেন। Inspector সাহেব আমি বেয়াই বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে এখানে আসিনি। আপনার কর্ত্তব্য আপনি করুন। গোবিন্দ হে, সকলই তোমার ইচ্ছা প্রভু।

বিশু। উপেন্দ্রবাবু, এটা তামাসার সময় নয। ধীরেন বাবুকে বেয়াই সম্বোধন ক'রে রসিকতা করার সময় এ নয়। চলুন তা'হলে আমাদের সঙ্গে।

উপেন্দ্র। আপনি ভুল ক'রছেন দারোগা বাবু, আমি রসিকতা ক'রে

বেয়াই বলছিনা, উনি প্রকৃতই আমার বৈবাহিক, আমার কন্যার সঙ্গে ওঁর ছেলের বিবাহ হ'য়েছে। কাজেই আপনি এটাকে রসিকতা মনে করে রুষ্ট হ'বেন না। তা বেয়াই মশাই, ব্যাপারটা আমায একটু খুলে ব'লবেন কি? হঠাৎ এই ফৌজদারী নালিশ আর পুলিশের হাঙ্গামা কেন?

ধীরেন। বাঃ, চমৎকার ন্যাকা সাজতে পারেন তো আপনি! ষাট হাজার টাকার বাজে চেক দিয়ে দলিলগুলো হাতিয়ে নিয়ে এখন একেবারে ভিজে বেড়ালটি! ধেড়ে মেয়েটাকে সৌরীনের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে পর ক'রলেন বটে, কিন্তু বিষয়ে হাত দিতে পারেন নি, তাই এবার জালিয়াতি ধরেছেন বুঝি? রাধা মাধব, এমন ক'রে বিষয় ক'রতে আমরা শিখিনি মশাই। ধর্ম্ম-পথে থেকে খেটে খুটে খাই, জালিয়াতি কোরে বা মেয়ে লেলিয়ে বিষয় করা আমাদের ধর্ম্মে লেখে না।

উপেন্দ্র। (হঠাৎ চটিয়া) ধীরেন বাবু (পরে সংযত হইয়া) নাঃ, মাপ ক'রবেন। আপনাকে আমার কিছু বলবার নেই, শুধু এই আমার দুঃখ যে আপনার নিজের মেয়ে নেই, তা' হ'লে বুঝতেন মেয়ের সম্বন্ধে এই হীন উক্তি বাপের বুকে কতটা বাজে। তার উপর যেমন তেমন মেয়ে নয়, আমার মৈত্রেয়ীর মত মেয়ের নামে······যাক্, যাক্ সে কথা। আপনার চেক কি cash হয়নি?

ধীরেন। হোলে কি আর মকদ্দমা চ'লতো মশাই? এখন যান শ্রীঘর ঘুরে আসুন। হুঁঃ, উপেন গুপ্ত চালে টেক্কা দেবে ধীরেন সেনকে। নেবেন আমায় বিষয়? আমার দিগ্‌গজ ছেলেটার কাঁচা মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেয়েছেন বিষয়ের লোভে; নেন্ বিশয় ভোগ করুন জেলে গিয়ে। নিন্ দারোগা বাবু আপনার কাজ আপনি করুন।

বিশু। নিশ্চয়ই, আমাকে আমার কাজ ক'রতে হবে বৈকি।

ধীরেন। উঃ বুকটা আজও আমার চড়্ চড়্ করে দারোগা বাবু। আমার সোনার চাঁদ ছেলে সৌরীন, একমাত্র ছেলে, রাহুর মত ওরা গ্রাস ক'রে রেখেছে। রাখুক আমিও ধীরেন সেন, জিদ আমার ছাড়্বোনা। ওরকম বেটা বউয়ের মুখ দর্শন ক'রবোনা।

বিশু। উপেন্দ্র বাবু, আমায় মাপ ক'রবেন। আমার কর্ত্তব্য আমায় করতেই হবে। আমার সঙ্গে চলুন।

উপেন্দ্র। warrant যখন আছে তখন যেতেই হবে। warrantটা জামিন যোগ্য তো ?

বিশু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

উপেন্দ্র। caseটা দায়ের হ'যেছে কবে ?

বিশু। আজই first hourএ। দরখাস্তে বলা হয়েছে যে আপনি শীঘ্রই স'রে পড়তে পারেন, তাই warrant বেরিয়েছে।

উপেন্দ্র। আমায় এক মিনিট সময় দেবেন দারোগাবাবু? Bankএ একটা phone ক'রবো। চেকটা কেন cash হয়নি জানতে চাই।

বিশু। বেশ তো phone করুন। কিন্তু এখন কি Bankকে কাউকে পাবেন ?

উপেন্দ্র। ম্যানেজার প্রায়ই সন্ধ্যে পর্য্যন্ত থাকেন—দেখি চেষ্টা করে পাই কিনা।

ধীরেন। আপনি তো বেশ লোক মশাই। উনি phone করবেন, তারপর ব'লবেন সন্ধ্যে ক'রবেন, জলখাবার খাবেন আর আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবো ?

বিশু। উনি তো আর খুন করেন নি যে পালিয়ে যাবেন ? আপনার

দাঁড়াতে কষ্ট হয় চলে যেতে পারেন, আসামী সনাক্ত তো হয়ে গেছে।

(উপেন্দ্র phoneএর জন্য ভিতরে গেল। জানলা দিয়া তাহাকে দেখা যাইতে লাগিল। সেই অবসরে ধীরেন্দ্র বিশুকে একটু আড়ালে ডাকিয়া কহিল—)

ধীরেন। দারোগাবাবু একটু এধারে শুনুন্। হেঁঃ হেঁ হেঁঃ আপনি অতো চটছেন কেন? এতে অত চটার কি আছে? ব'ল্লেই হ'তো আগে, এতো আর নতুন কথা কিছু নয়। বলুন কত দিতে হবে?

বিশু। কত দিতে পারেন বলুন?

ধীরেন। যা ব'লবেন, এই সব caseএ যা আপনাদের rate আছে বলুন। গোবিন্দ হে।

বিশু। এক হাজার।

ধীরেন। এঁ্যা বলেন কি? এযে বড্ড বেশী। বিশ পঁচিশের জায়গায় এক হাজার। একটু বুঝে সুঝে ক্ষমা ঘেন্না ক'রে নেন্।

বিশু। বিশ পঁচিশ কি ব'লছেন মশাই?

ধীরেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, ও তো ধরুন বাঁধা rate, আমাদের খাম তৈরীই থাকে। গুদোম Inspectionএ এলে একটী ক'রে খাম দিয়ে থাকি।

বিশু। আজ্ঞে সে চলবে না। তবে হাজার টাকা যদি দেন্, হাতে হাতকড়া লাগিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে এখান থেকে থানা পর্য্যন্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবো।

ধীরেন। (উল্লাসিত হইয়া) পারবেন? পারবেন অমনি করে নিয়ে যেতে। আঃ বেশ হয় তা'হলে····· উপযুক্ত প্রতিশোধ·· ···

বিশু। ঝাড়ুন একটা এককিতা হাজার টাকার নোট, দেখুন পারি কি না।

ধীরেন। (স্বগতঃ) হাজার টাকা ? নিক বেটা হাজার টাকা, কাজটা তো উদ্ধার হোক, তারপর অন্য থানায় নোটের নম্বর দিয়ে খবর দেবো হারিয়েছি, তা হ'লেই বেটা জব্দ হবে। ঘুস নিয়েছে তো ব'লতে পারবেনা। তখন যাহোক একটা রফা কোরে বাছাকে নোটটী ফেরৎ দিতে হবে।

বিশু। কি ভাবছেন অত ? ওদিকে যে ওঁর Phone করা শেষ হয়ে এলো।

ধীরেন। আচ্ছা, এই নিন্, হাজার টাকাই নিন্। কিন্তু যেমন ব'লেছেন দেখবেন কাজ যেন তেমনি হয়। গোবিন্দ হে সবই তোমার ইচ্ছা।

(ধীরেন একটী হাজার টাকার নোট বিশুকে দিল। ফোন শেষে উপেন্দ্র বাহিরে আসিল। বিশু নোট লইয়া খুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল)

বিশু। উপেন্দ্রবাবু, এই দেখুন ধীরেনবাবু আপনাকে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যে এই টাকা আমায় ঘুস দিয়েছেন। সিপাই।

(একজন কনষ্টেবল আগাইয়া আসিল) এই বাবুকো পাকড়ো, পুলিশ কো ঘুস্ দিয়া।

ধীরেন। একি, একি, আপনি পাগল হলেন নাকি মশাই। আমারই টাকা খেয়ে আমাকেই ধরছেন, আচ্ছা পাগল তো আপনি।

বিশু। আমার মত পাগল না হলে আপনার মত অর্থ পাগলদের জব্দ করবে কে ? আপনারা ভাবেন, টাকা দিয়ে সব পুলিশকে বশ করা যায়, কিন্তু পুলিশের কাজে যে অনেক ভদ্রলোকও আছেন সেটা ভুলে যান্।

ধীরেন। আরে মশাই, এসব কি করছেন ? নিন্ মশাই আরো কিছু

চাইতো বলুন, ছেড়ে দিন্। আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়লাম দেখি, আসামীকে ধরতে এসে বাদীকে ধরে।

বিশু। কে পাগল সে বিচারটা পরে হবে। Defence of India Rulesএ আপনার যত লুকান মজুত মাল আছে সব বাজেয়াপ্তর ব্যবস্থা করছি, আর পুলিশকে ঘুষ দেওয়ার জন্য চরম সাজা যাতে পান তারও ব্যবস্থা হবে। যাও লে যাও।

ধীরেন। আরে এতো আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়লাম। আঃ আঃ ছাড় ছাড় (Constable ধ্বস্তা ধ্বস্তি করিয়া ধীরেন্দ্রকে লইয়া গেল)।

উপেন। সত্যিই তো দারোগাবাবু, এ আপনি কি করলেন ?

বিশু। আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি, তার বেশী কিছু নয়।

উপেন। পুলিশের সবাই যদি এমনি কর্ত্তব্য পরায়ণ হোত, তাহলে পুলিশের নামে লোকে আজ এমন করে নাক সিঁটকাতো না। আপনি যদিও আমার চেয়ে বয়সে ছোট, তবু আমি আপনাকে নমস্কার করছি।

বিশু। থাক্, থাক্ কি যে বলেন আপনি। আমি আপনার পুত্রস্থানীয়, আমার স্ত্রী মায়া আপনার কন্যা মৈত্রেয়ীর বিশেষ বন্ধু।

উপেন। মায়া! ও হ্যাঁ, মেয়েটীকে আমি দেখেছি, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসতো। বড় লক্ষ্মী মেয়ে। কতদিন হলো তোমাদের বিয়ে হয়েছে বাবা ?

বিশু। মৈত্রেয়ীর বিয়ের কিছু আগেই। মৈত্রেয়ীর বিয়ে এবং ধীরেনবাবুর আচরণের কথা আমি মায়ার কাছে শুনেছিলাম। কিন্তু তখনও ভাবতে পারিনি যে ভদ্রলোক এত হীন।

উপেন। তোমার দেশ কোথায় বাবা ?

বিশু। আজ্ঞে আমার বাড়ী বীরভূম, গোপালনগর।

উপেন। ও গোপালনগর। রায় বাহাদুর মহেশবাবুকে চেনো নাকি?

বিশু। আমি তার ছেলে, অবশ্য বর্ত্তমানে ত্যাজ্যপুত্র।

উপেন। সেকি! ত্যাজ্যপুত্র! তোমার মত সৎ গুণবান ছেলে ত্যাজ্যপুত্র?

বিশু। সততা আর গুণের মাপকাঠী তো সব জায়গায় এক নয় উপেনবাবু। মায়া কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ, কাজেই এই বিয়ের ফলে বাবা আর পিসিমা চোটে গিয়ে তাঁদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং শুনেছি জাত বাঁচাবার জন্য বাবা কুশপুত্তলিকা দাহন করে আমায় ত্যাগ করেছেন।

উপেন। ছেলের সুখের চেয়ে লৌকিক ধর্ম্ম হলো বড়! আশ্চর্য্য! যার জন্য বিষয় তাকে ত্যাগ করলে বিষয় ভোগ করবে কে? যাক সে কথা বাবা, এখন চলো কোথায় যেতে হবে। আমার সম্বন্ধেও তো কর্ত্তব্য তোমায় করতে হবে।

বিশু। হ্যাঁ, সে সম্বন্ধে আমি নিরুপায়। কিন্তু Bank থেকে কি খবর পেলেন?

উপেন। ব্যাপারটা Bankএর ভুলে হয়েছে। Ballygange Branchএর চেক, তাই সেটার Cash হওয়ার খবর Bank second clearing এ পায়, আর ধীরেনবাবু যদিও আমায় কথা দিয়েছিলেন যে চেক্‌টা আজ Present করবেন, কিন্তু করেছিলেন কাল first hour এ। তবু Bankএর ফেরত দেওয়া উচিৎ ছিল "Effect not yet cleared" বলে কিন্তু তারা ফেরৎ দিয়েছে Refer to Drawer করে, অর্থাৎ টাকা নেই। পুরোনো লোক প্রায় সবাই বেশী মাইনে পেয়ে

Supply Departmentএ চলে গেছে অধিকাংশই নতুন লোক, তাই তাদের ভুলে এটা হয়েছে। এর জন্য Manager বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করলেন।

বিশু। এ তো ভারী অন্যায়। আপনি Bankএর নামে Damage suit আনুন।

উপেন। তাতে আমার উপকার বিশেষ কিছু হবে না, Bankএর অবশ্য কিছু অপকার হতে পারে।

বিশু। তাহলেও একথা Courtকে বল্লে আপনার againstএ criminal case তো টিঁকবে না।

উপেন। না টেঁকাই উচিত, কারণ সত্যিই তো আমি ওঁকে ঠকাতে চাইনি। এখন চলো বাবা কোথায় যেতে হবে। আর একটা কথা। অনুরোধটা অন্যায়, তবু তুমি বোলেই বলছি।

বিশু। বলুন্।

উপেন। ধীরেনবাবুকে ছেড়ে দিতে হবে। তিনি অন্যায় করেছেন মানি তবু দোষীদেরই ক্ষমা করতে হয বাবা।

বিশু। কি বো-্ছেন আপনি উপেনবাবু! উনি একরকম মিথ্যা করে আপনার নামে নালিশ করে জেলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন, আপনার কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তা দিযে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমায় ১০০০৲ টাকা ঘুষ দিচ্ছিলেন—ওঁকে আপনি ছেড়ে দিতে বলেছেন?

উপেন। হ্যাঁ, বলছি বাবা। নইলে এ খবর যখন সৌরীন আর মৈত্রেয়ী পাবে, তখন তারা যে ভেঙ্গে পড়বে। একি কম আঘাত বাবা?

বিশু। মায়ার কথা আজ বর্ণে বর্ণে সত্য দেখছি। সত্যিই আপনি

সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে। আপনার পায়ের ধূলো দিয়ে আমায় ধন্য করুন।

(পদধূলি লইতে গেলে উপেন তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন)

উপেন। থাক্ বাবা থাক্। তুমি ব্রাহ্মণ, আমার পায়ের ধূলো কি নিতে আছে ? চলো কোথায় যেতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

একটি Factory'র উঠান।

কয়েকজন শ্রমিক বসিয়া আছে, মাঝে meetingএর জন্য একটি চেয়ার ও টেবিল পাতা।

১ম শ্রমিক। কৈ রে বাবুরা তো এখনও এলেন না? তাঁরা না এলে মিটিং আরম্ভ হবে কি করে?

২য় শ্রমিক। এবার বাবা, বাবুরা নতুন বুদ্ধি শিখিয়েছে। আমরা ষ্ট্রাইক করে চলে যাবো, আর বেশী মজুরী দিয়ে অন্যলোক এনে কাজ করাবে—তা চোলছে না। আমরা কাজও করবো না, কারখানাও ছাড়বো না। আমাদের এখানে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত বাবুরা করবে।

৩য় শ্রমিক। বুঝবে এবার মালিক, ঠেলাটা। বাবা শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজেনা। এতদিন সেলাম করে দরখাস্ত দিয়ে কত খোসামোদ করেছি, শালারা লাল চোখ দেখায়। কাজ ছাড়লে অন্য লোক দিয়ে কাজ করায়। এইবার কেমন ফাঁপরে পড়বে, এ বাজারে অন্য লোকও সহজে পাবে না, আর পেলেও আমরা সহজে যায়গা ছাড়বো না। মজুরী ডবল করো, হপ্তায় একদিন পুরো ছুটি দাও,—মাইরী বাবুদের মাথাটা বড় সাফ্। কেমন সব বার করেছে বল্ দেখি? লেখা-পড়া শেখার গুণ আছে মাইরি।

৪র্থ শ্রমিক। (হাই তুলিয়া) ওরে রাখ্‌লা, আমি যে আর থাকতে

পারছি না। সূর্য্যি যে ডুবে এলো, আফিমের দোকান যে বন্ধ হয়ে যাবে, মাইরি আফিম না পেলে যে আমি মরে যাবো।

১ম শ্রমিক। থাম্ শালা, একদিন একটু কষ্ট কর্। তারপর মাইনেটা ডবল হলে খাস্ না শালা কতো আফিম খাবি। শুধু আফিং কেন, মদ, গাঁজা, চরস, চণ্ডু, যা মন চায় খাস্।

(কথা কহিতে কহিতে মনোরম ও মায়ার প্রবেশ। কুলিরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমস্বরে কহিল—"বন্দেমাতরম" "ইনক্লাব জিন্দাবাদ।")

মায়া। এদের অভিযোগ এবং দাবীটা কি মনোরমবাবু। আমায় শুধু কালীপদবাবু চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে একটা strike meeting-এ কিছু বোল্‌তে হবে, কিন্তু এদের অভিযোগটা কি ?

মনো। অভিযোগ সনাতন। বেশী মাইনে দাও; জিনিষের দাম বেড়েছে চারগুণ, মাইনে বেড়েছে দ্বিগুণ,—কাজেই কুলোয় না। মাইনেটা বর্ত্তমানের ডবল করাই উদ্দেশ্য, তবে তার সঙ্গে Maternity Leave, সপ্তাহে একদিন Full Payতে ছুটী ইত্যাদিও দাবী করতে হবে।

মায়া। বর্ত্তমান আইনানুসারে মালিককে Strikeএর Notice দেওয়া হয়েছে ?

মনো! মালিককে Notice দেওয়া হয়েছে। বেটা কৃপনের জাসু। লোকটা এখানে থাকে না, তবে Noticeএর শেষদিন বলে শুনছি এসেছে। বোধহয় পুলিশ আনবে।

মায়া। Meetingএ আর কে কে আসবেন ?

মনো। সুরেন বাবু আর কালীপদ বাবুরও আসার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা

অন্য একটা Meetingএ আট্‌কে পড়েছেন, বোধহয় আস্‌তে পারবেন না।

মায়া। আচ্ছা, নেতাজীকে তো আজ পর্য্যন্ত কোন Meetingএ বোল্‌তে দেখলাম না। এতদিন Partyতে join করেছি, কিন্তু নেতাজীর সঙ্গে আলাপ হলো না, এ কিন্তু ভারী অন্যায়।

মনো। আলাপ হবে বোন, তাড়া কিসের এত। তিনি কাজের লোক, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সময় কোথায় তাঁর? জানো তো আমাদের "জনসেবা ফেডারেশনের ব্রাঞ্চ সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী।

মায়া। তাইতো তাঁকে আরো বেশী করে দেখতে ইচ্ছা করে। এতবড় Organisation ঘড়ির কাঁটার মত চলছে, কোথাও এতটুকু গণ্ডগোল নেই, বিশৃঙ্খলা নেই, চুরি নেই। এ বড় কম শক্তির কথা নয়।

মনো। আচ্ছা, তিনি এবার এলেই দেখা হবে। এখন বক্তৃতাটা সেরে ফেল।

(মায়া চেয়ারে বসিল। জনতা পুনরায় ধ্বনি তুলিল—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ,' 'শ্রম যার মিল তার,' ধনতন্ত্র ধ্বংস হোক্, ইত্যাদি।)

শ্রমিকরা সকলে গান ধরিল।

ভাঙ্গো শৃঙ্খল, ভাঙ্গো শৃঙ্খল,
হে শ্রমিকদল।
মোরা নহিকো দুর্ব্বল।
বাঁচার এ মরণ সজ্জ লজ্জা,
সইবো না আর
মুক্তকণ্ঠে জানাই মোরা
মোদের অস্বীকার।

ছিনিয়ে নে, ছিনিয়ে নে
মোদের শ্রমের ফল,
মোরা নহিকো দুর্ব্বল।
মোদের রক্তে ওদের তক্তের
বোনেদ হয়েছে পাকা,
আয় আয় ভাই সময় আর নাই
ঘুরিয়ে দে ঐ চাকা।
হে শ্রমিকদল—
যতদিন রইবে ধনী, সমাজের মাথার মণি
লুঠবে ওরা এই ধরণী শস্য-শ্যামল
ওই সব শঠ ও খল।
সময় নেই যে আর, পাড়িদে পারাবার ;
ভয় কিরে তোর ? নেই কিছু হারাবার,
আছে শুধু শৃঙ্খল—
হে শ্রমিকদল॥

মায়া। আমার মজুর ভাইবোনেরা,

তোমাদের দাবীর কথা তোমরা জানো, আমায় তা নূতন কোরে বোল্‌তে হবে না। আমি শুধু এইটুকুই ব'লতে চাই যে, তোমাদের দাবী আদায় কোরবার শক্তি তোমাদের সংগ্রহ করতে হবে ; আর তা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত সে শক্তি বজায় রাখতে হবে। আজ এই যে পৃথিবীব্যাপী লড়াই চ'লেছে, নর-নারী গ্রাম, নগর, দেশ, একে একে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে—এই যে দুর্য্যোগের ঘন রাত্রি, এতে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। ভাঙ্গার

খেলায় ভয় পাবে তারা, যাদের হারাবার মত সম্পত্তি আছে। শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু হারাবার আমাদের নেই। এই বিরাট যুদ্ধের ফলে আমরা আজ খেতে পাচ্ছি না, গ্রাম থেকে দলে দলে আমাদের চাষী ভাইবোনেরা তাদের আদরের ত্বলালদের হাত ধরে মাইলের পর মাইল হেঁটে এসে কলকাতার রাস্তায় না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, এ সবই সত্য, তবুও আমি বলছি এর ভেতর দিয়েই আসবে আমাদের কল্যাণ। যেসব ধাপ্পাবাজ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এতদিন তোমাদের বন্ধু সেজে থাক্তো, এই লড়াইয়ের ফলে আজ তারা লোভের ও লাভের বিস্তৃততর ক্ষেত্র পেয়ে সরে গেছে। তাদের তোমরা আজ চিনে রাখ। আজ দেখে রাখ, আমাদের দেশের ছোট বড় ধনীদের বিকৃত লোভের মূর্ত্তি। সাহায্যের জন্যে যাও বা কিছু যৎসামান্য চাল, চিনি বা কাপড়ের ব্যবস্থা হয়েছে, রিলিফের নামে, রেশনের নামে দেশের ক্ষুদে বুর্জ্জোয়ার দল তা থেকেও চুরি ক'রছে। তাতে তোমরা মার ক্ষতি নেই, তাদের থলি তো ভর্ত্তি হচ্ছে। এই সব পাপীদের সাজা দেবার ভার তোমাদের এই যুদ্ধ আরও বুঝিয়ে দিয়েছে যে তোমরাই হচ্ছ সমাজের মেরুদণ্ড, তোমাদের বাদ দিয়ে ধনী তার কারখানা চালাতে পারে না। কাজেই তার লাভের একটা মোটা অংশ ন্যায়ত আমাদের প্রাপ্য। যে বৃটীশ সরকার এতদিন ধরে তোমাদের দাবীর আঘাত থেকে ধনীদের বাঁচিয়ে রাখতো, আজ সেই সরকারও বুঝেছে যে বাঁচাতে যদি কাউকে হয়, তো সে শ্রমিক সম্প্রদায়কে, দেশের চাষী ভাইবোনদের—ধনীদের নয়। তাই আমার বিশ্বাস এই বিশ্বধ্বংসকারী বিপ্লব-কল্লোলের মধ্য দিয়ে আসবে আমাদের আশার বাণী, অন্ধকার রাত্রি প্রভাত হবে চাষী মজুরদের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার অরুণালোকে। যুদ্ধের পর শ্রমিককে

তার অংশীদার বলেই পুঁজিদারকে গণ্য করতে হবে, চাকর বলে' নয়। আমি আশা করি, এই আশার আলো সামনে রেখে, তোমাদের দাবী থেকে তোমরা এক পাও পিছু হঠবে না।

(সকলের করতালি। মায়া আসন গ্রহণ করিল, সহসা জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল "পুলিশ, পুলিশ,"। মিলের ম্যানেজার বিশুকে লইয়া প্রবেশ করিল, সঙ্গে জন-কয়েক constable.)

ম্যানেজার। এই দেখুন স্যার, সব বে-আইনী জনতা। আর এই সব বাইরের লোক এসে এদের ক্ষেপাচ্ছে আর শেখাচ্ছে ওরা কাজও ক'রবে না, বাড়ীও যাবে না।

(বিশু আগাইয়া আসিল। মায়াকে দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল, কিছু বলিতে পারিল না, পরে মনোরমকে বলিল—)

বিশু। আপনারা এদের কাজ না ক'রতে উত্তেজিত ক'রছেন? জানেন এ বে-আইনী?

মনোরম। ভুল ক'রছেন, আমরা কাজ না ক'রতে উত্তেজিত করিনি। মাইনে বাড়াবার দাবী ক'রতে ব'লেছি। মালিক যদি মাইনে বাড়িয়ে দেন, এরা এক্ষুনি কাজে যোগ দেবে।

বিশু। তার তো একটা সীমা আছে? আজ যা' চাইছেন তা' পেলে কাল তার বেশী চাইবেন। এ চাওয়ার তো আর সীমা নেই।

মনোরম। ঠিক কথা। তাই তো যতদিন সমাজে ধনী ও শ্রমিক দুই শ্রেণী থাকবে, এই দ্বন্দ্ব ততদিনই চলতে থাকবে।

বিশু। যাক্ আমি আপনাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি। এই জনতা বে-আইনী, আপনারা অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করুন।

মনো। যদি না করি?

বিশু। Arrest ক'রবো এবং তাতে বাধা দিলে গুলি চালাবো। (কনষ্টেবলকে) এই ইস্‌লোক্ কো বাহার নিকাল দেও।

(কনেষ্টবলরা শ্রমিকদের রুলের গুতো দিতেই তারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।)

বিশু। আশা করি আপনারা এমনিই আমার সঙ্গে থানায় যাবেন, হাত কড়ার প্রয়োজন হবে না।

মনো। না, চলুন (প্রস্থানোদ্যত)

ম্যানেজার। দারোগাবাবু, এই মাগীকেও নিয়ে চলুন। ঐ তো সব গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছিল। হুঁঃ, যত সব……ছেলে মেয়ে পোষা এক দায় কিনা, তাই ধিঙ্গি বিবিরা সব স্বদেশী ক'রছেন। যতসব বখাটে ছোঁড়া-ছুঁড়ির পাল্লায় প'ড়ে দেশটা গেল।

বিশু। (ক্রুদ্ধ হইয়া আঃ থামুন মশায়। এই সব অসম্মানকর উক্তি ক'রবার কোন অধিকার আপনার নেই। (মায়াকে) তোমার…… আপনার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সত্য ? আপনি কি বক্তৃতা দিয়ে এদের strike ক'রতে উত্তেজিত করছিলেন ?

মায়া। তাদের দাবী এবং ভবিষ্যতের কথাই আমি শ্রমিক ভাইবোনদের ব'লছিলাম।…

বিশু। হুঁ, আপনিও আসুন তাহ'লে।

[বিশু, মায়া, মনোরম ও ম্যানেজার বাহিরে যাইতেছিলেন এমন সময় রায়বাহাদুর ঢুকিলেন।]

রায়বাহাদুর। কি হে ম্যানেজার, গুণ্ডোগুলোকে বসে বসে ধরিয়েছ তো ? এদের অত্যাচারে আমার কারখানা বন্ধ করতে হবে দেখছি, জানলেন দারোগা সাহেব……

(বিশুর মুখের দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বিশু

ক্ষণিক রায় বাহাদুরের মুখের দিকে তাকাইয়া মায়াকে দেখাইয়া বলিল।)

বিশু। আপনার factory নিশ্চিন্তে চালান। আমি ওদের থানায় নিয়ে যাচ্ছি। (মায়া ও মনোরমকে) চলুন।

(সকলে চলিয়া গেল, রায়বাহাদুর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।)

চতুর্থ দৃশ্য

সৌরীন্দ্রের কলিকাতার বাসাবাড়ী। মৈত্রেয়ী বসিয়া গান গাহিতেছে।

মৈত্রেয়ীর গান :

চাঁদের আলোর হাট বসেছে
ফুলের বনে।
চম্পা বেলী যুঁই চামেলী
কয় যে মনের কথা গো
চাঁদের সনে॥

(গান শেষে সৌরীন্দ্র খাঁকি uniform পরিয়া ঢুকিল।)

সৌরীন্দ্র। ওকি থামলে কেন? বাইরে থেকে দিব্যি মিঠে কিন্নরী কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল, আর আমি কাছে আসতেই বন্ধ হ'যে গেল!

মৈত্রেয়ী। অরসিক লোকের কাছে রস নিবেদন ক'রতে নেই, জানতো অরসিকেসু রসস্য নিবেদন বেকুফি।

সৌরীন্দ্র। তোমার মত রসিকা যার অর্দ্ধাঙ্গিনী, সে কি কখনও বেরসিক হ'তে পারে?

মৈত্রেয়ী। ধড়াচূড়ো ছাড়ো, তোমার খাবার আনি।

সৌরীন্দ্র। হ্যাঁ বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, দাও দেখি কিছু খাবার। উঃ অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হয় কখন বাড়ী পৌঁছবো, পেটের মধ্যে যেন বিশ পঁচিশটা নেংটী ইন্দুর ডন বৈঠক ক'রতে থাকে।

(উঠিয়া যাইতে যাইতে মৈত্রেয়ী বলিল)

মৈত্রেয়ী। আনছি! দেখলে তো সুর-রসের চেয়ে মিষ্ট রসটা তোমার

কত প্রিয়! অরসিক আর কাকে বলে! সুরলোক থেকে ধপাস্ ক'রে প'ড়লেন মিষ্টান্নের অধলোকে।

(প্রস্থান)

(সৌরীন্দ্র কোট খুলিল। মৈত্রেয়ী খাবার লইয়া আসিল।)

মৈত্রেয়ী। নাও, খাও।

সৌরীন্দ্র। আচ্ছা আমি খাই, তুমি ততক্ষণ আর একটা গান শোনাও। দুই রস একসঙ্গে জমবে ভাল।

মৈত্রেয়ী। At your service.

(গান)

এই মোদের আশা
বাঁধব সেথা বাসা॥
যেথা নাইক আপন পর,
যেথা নাইক তুফান ঝড়,
যেথায় শুধু নিবিড় ভালবাসা।
যেথা ঝরে
শুধু জোছ্‌না,
অমানিশার
আসতে মানা,
সেথা শুধু রব দু'জনে,
কইব কথা মনে মনে,
নিয়ে বুক ভরা ভালবাসা।

সৌরীন্দ্র। চমৎকার!

মৈত্রেয়ী। Certificateএর জন্য ধন্যবাদ।

সৌরীন্দ্র। আরে দেখেছ, ক্ষিদে আর গানের পাল্লায় প'ড়ে, তোমায় একটা খবর দিতে ভুলে গেছি।

মৈত্রেয়ী। কি?

সৌরীন্দ্র। তোমার মা বাবা আজ কাশী যাবেন। Phone করেছিলেন, বিকেলে এখানে আসবেন। যাও, কিছু জল খাবারের ব্যবস্থা ক'রে রাখো।

মৈত্রেয়ী। মা বাবার জল খাবারের জন্যে আলাদা ক'রে জোগাড় ক'রতে হবে না। তাঁরা মেয়ের বাড়ী আসছেন, কুটুম্ব বাড়ী তো নয়।

সৌরীন্দ্র। সে কি কথা? জামাই বাড়ী কুটুম্ব বাড়ী নয়?

(উপেন্দ্র বাহির হইতে ডাকিলেন)

উপেন। সৌরীন আছো, সৌরীন।

সৌরীন্দ্র। ঐ যে ওঁরা এসে প'ড়েছেন। আসুন, আসুন।

(কোটটা পরিযা বাহির হইয়া গিয়া উপেন্দ্র ও মণিমালিনীকে সঙ্গে করিয়া ঢুকিল। মৈত্রেয়ী সকলকে প্রণাম করিল।)

মণি। চিরায়ুষ্মতী হও, হাতের নোযা অক্ষয় থাক্, সিঁথির সিঁন্দুর অক্ষয় হোক্।

উপেন। তোমরা দু'জনে সুখে-স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে থাকো, এর চেযে বড় আশীর্ব্বাদ তোমার বুড়ো বাপ মায়ের নেই বাবা। মৈত্রেয়ী মা, এইবার তোর বুড়ো বাপ মা কাশীবাস ক'রতে চললো। সারা জীবন খেটেছি তোদের দুটীর জন্যে, কিন্তু কি-ই বা ক'রতে পারলুম। যুদ্ধের একটা ধাক্কায় সব চুরমার হ'য়ে গেল। যাক্, তবু তুই যে সুখী হয়েছিস্ এই আমাদের বড় আনন্দ মা।

মৈত্রেয়ী। তোমার Colliery তো বিক্রী ক'রেছ বাবা। Factoryটা চ'লছে তো?

উপেন। Collieryটা বিক্রী ক'রতে হ'লো বৈকি। Factoryটা মেরামত হ'চ্ছে, Manager দেখে শুনে চালাবে, ওর জন্যে এখানে আর আটকে থাকতে ভালো লাগছে না মা। তোমার মাও তোমার বিয়ের পর বাড়ীতে একদণ্ড থাকতে চাইছেন না।

মণি। কার জন্যে থাকবো মা? মহেন্দ্রের একটা বউ, কি ছেলে মেয়ে থাক্‌লে তবু থাকতে পারতাম। কার জন্যে, কিসের মায়ায় আর সংসারে আটকে থাকি বলো?

উপেন। কুঠী বিক্রীর টাকাটা All Asia Banking Corporationএ জমা রেখেছি, যা দেনাপত্র ছিল সব মিটিয়ে লাখ তিনেক রইল। যদি হঠ্‌ করে মরে যাই, তখন তোদের মাকে দেখিস্‌।

মণি। থাম দেখি, যত সব অলক্ষুণে কথা। উনি যেন আগে মরবেন। এত যে ব্রত পালপার্ব্বণ সারা জীবন ধরে ক'রলাম, সেকি বিধবা হবার জন্যে? তা'হ'লে বুঝবো যে সব মিথ্যে—ঠাকুর, ব্রত সব বাজে।

উপেন। দেখেছিস্‌ মা, তোর মায়ের পতিভক্তি, হাঃ হাঃ হাঃ······

মণি। (জনান্তিকে) আঃ, থামোনা, সৌরীন র'য়েছে যে!

(Uniform পড়িয়া মহেন্দ্রর প্রবেশ)

মহেন্দ্র। Hallo Sourin—আরে মা বাবা? তোমরা যে হঠাৎ এখানে? Hope all is well? কেমন আছ মা?

মণি। মায়ের কথা জিজ্ঞেস না ক'রে তুই কেমন আছিস্‌ বলতো? কবে এলি তুই কলকাতায়? হ্যাঁ রে চাকরী না হয় করছিস্‌, কিন্তু তোর মা-বাবা যে একদিন তোকে বুকে করে মানুষ ক'রেছে, তোর রোগে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তোর শিয়রে জেগেছে, তোর মঙ্গল ছাড়া আর কিছু চায়নি—এ কথাটা কি একবারও তোর মনে হয়

না। একটা পোষ্টকার্ড লিখেও কি কোথায় আছিস্ এ খবরটা দেওয়া উচিত মনে করিস না? সাহেব হয়েছিস বলে কি, মা বাবাকে পর্য্যন্ত ভুলেছিস্!

মহেন্দ্র। The same old allegations, সেই পুরাতন সনাতন অভিযোগ। ভুলেই যদি যাব, তবে এলাম কি ক'রে? পোড়ারমুখী মৈত্রেয়ীটাকে ভুলতে যে পারি না, তাই তো কলকাতার মাটীতে পা দিয়েই প্রথম এলাম ওর খবর নিতে। তোমাদের চিঠিতে জেনেছিলাম যে, scoundrel সৌরীনটা আমার সুভদ্রা হরণ করেছে। মনে হ'লো, যাই বলরামের মত লাঙ্গলের ফলাটা উঁচিয়ে, দিই Idiotটার মাথা ফাটিয়ে, তা ছুটী পেলাম না। তাই তো আজ ফিরেই প্রথমে এখানে এলাম।

সৌরীন্দ্র। দাদা কি আমার মাথা ফাটাবার শুভ সঙ্কল্প নিয়েই আগমন করেছেন?

মৈত্রেয়ী। তোমরা ভেতরে চল মা, ওরা দুই বন্ধুতে ঝগড়া করুক, লাঠালাঠি করুক।

মণি। সেই বেশ। চল, যাবার আগে তোর বাড়ীঘর গুছিয়ে দিয়ে যাই। এসো গো। যাবার আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা কোরে যাস মহেন্দ্র।

(মৈত্রেয়ী, মণিমালিনী ও উপেন্দ্রের প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। Really Sourin, I am greatly shocked at this marriage. কেন তুমি বিয়ে ক'রলে? আর বিয়েই যদি ক'রবে why did you join war service? War serviceএ join না ক'রে আর পাঁচটা বাঙ্গালীর ছেলের মত বাপের সুপুত্র হ'য়ে বিয়ে

করলে না কেন? কি অভাব আছে তোমার বাবার, যে তুমি war serviceএ নাম লেখালে?

সৌরীন্দ্র। দাদা আপনি সব খবর রাখেন না বলেই এত রাগ ক'রছেন।

মহেন্দ্র। what's it?

সৌরীন্দ্র। মৈত্রেয়ীকে বিয়ে করার প্রস্তাব করায়, বাবা আমাকে ত্যাগ করেছেন, তাই তো পেটের দায়ে এ কাজ নিতে হয়েছে।

মহেন্দ্র। But পেটের দাযে যদি warএ যোগ দিয়ে থাক, বিযেটা পেটের জন্যে বাদ দিলে পারতে। You have no right to spoil my sister's life আমার অমন বোনটার জীবন তুমি like an idiot নষ্ট করে দিয়েছ।

সৌরীন্দ্র। কি ব'লছেন?……

মহেন্দ্র। Yes, you are an idiot. Warএ যোগ দেওযার পেছনে তোমার কোন ideal নেই, কোন principle নেই, তুমি যোগ দিযেছ শুধু টাকার জন্যে। টাকার জন্যে তুমি ব্যাবসা করতে পারতে, ঠিকেদারী ক'রতে পারতে, রিক্সা টানতে পারতে। warএ কেন যোগ দেবে?

সৌরীন্দ্র। তাতে কী এমন ক্ষতিটা হ'য়েছে বুঝিযে দিন না।

মহেন্দ্র। ক্ষতি? ক্ষতি হয়েছে দেশের, ক্ষতি হয়েছে তোমার, মৈত্রেয়ীর, আমাব, আমাদের সবার! তোমার মত Brilliant Chemist যদি Supply Departmentএর আস্তাকুঁড়ে না প'চে যে কোন শিল্প ব্যবসাযে যেতে তাতে দেশের লাভ হ'ত, তোমার লাভ হ'তো। আর ক্ষতি! ক্ষতি কিছুই হোত না, যদি মৈত্রেয়ী হিন্দুর মেয়ে না হ'তো। যদি কাল তোমার কিছু হয়, কি হবে তার ভেবেছ? ঐ কচি দুখের মেয়েটার সারা জীবনটা পুড়ে খাক হযে যাবে।

সৌরীন্দ্র। কিন্তু আপনি তো মিলিটারীতে যোগ দেওয়ার সপক্ষে।

মহেন্দ্র। Yes, but not for all. তোমার যদি ideal থাকতো, তা'হ'লে আলাদা কথা। কিন্তু তুমি যোগ দিয়েছ টাকার জন্তে আর তাও একটা কেরাণীগিরির postএ। যোগই যদি দিলে, bondএ সই-ই যখন দিলে, তখন active serviceএ গেলে না কেন? বিয়ে ক'রলে কেন? You are not meant for the post of a clerk.

(বাহিরে বিশু কহিল)

বিশু। সৌরীন্দ্র সেন আছেন?

সৌরীন্দ্র। কে? ভেতরে আসুন। (বিশু uniform পরিয়া ঢুকিল)

বিশু! সৌরীন্দ্রবাবু কি আপনিই?

সৌরীন। হ্যাঁ, কি দরকার?

বিশু। you are under arrest. আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

সৌরীন্দ্র। what do you mean? কি অপরাধে?

বিশু। Defence of India Rulesএ আপনাকে arrest করা হোল। এই দেখুন warrant of arrest.

(বিশু warrant দেখাইল)

মহেন্দ্র। Perhaps you don't know Mr. he is an officer of the Government.

বিশু। Yes Mr. I do. But he is also a staunch Congress man. সরকারী কাজ করলেও আসলে উনি একজন পাকা কংগ্রেসী।

মহেন্দ্র। তাতে কি হয়েছে?

বিশু। কয়েক মাস আগে কংগ্রেসের লোকেরা যে সব গুণ্ডামি করেছে, প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সৌরীন্দ্রবাবুও তাদের সঙ্গে জড়িত।

সৌরীন্দ্র। (উত্তেজিতভাবে) what nonsence! আপনি ব'লতে চান, আমি ঐ সব রেল লাইন খুলে দিয়েছি; ষ্টেশন পুড়িয়েছি…!

বিশু। কংগ্রেসীরাই যে এসব করেছে এবং আপনি যে আপনার জেলার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী, একথা আশা করি অস্বীকার করবেন না। যাই হোক, এ নিয়ে তর্ক করবার কিছু নেই। আমাদের information যে আপনিও এদের মধ্যে একজন, কাজেই আপনার নামে arrest warrant বেরিয়েছে। চলুন আমার সঙ্গে থানায়।

মহেন্দ্র। Look Inspector আপনারা একজন নিরপরাধ লোককে ভুল ক'রে ধরছেন।

বিশু। well officer, আপনি একজন বিশিষ্ট মিলিটারী অফিসার, I suppose আপনি একজন Major. আপনি জানেন, আমরা আমাদের duty ক'রতে বাধ্য! সেখানে ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই। নিজেদের বিবেক বিবেচনা জলাঞ্জলি দিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়। হুকুম তামিল করাই আমাদের একমাত্র duty.

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। কি সৌরীন্দ্র, ব্যাপার কি? আরে, কে Inspector সাহেব! নমস্কার।

বিশু। নমস্কার উপেন্দ্রবাবু। আপনি এখানে?

উপেন্দ্র। আমি বাবা কাশী যাচ্ছি, তাই যাবার আগে মেয়ে জামাইকে দেখতে এসেছি।

বিশু। সৌরীন্দ্রবাবু আপনার……?

উপেন্দ্র। জামাই।

বিশু। মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী ?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ বাবা, আমার তো ঐ একটীই মেয়ে, আর এই ছেলে, মহেন্দ্র। (বিশু স্তম্ভিত হইয়া রহিল।) ব্যাপার কি বাবা ?

মহেন্দ্র। Defence of India Rulesএ উনি সৌরীনকে arrest ক'রতে এসেছেন। ওদের information যে সৌরীন রেলের লাইন তুলে ফেলেছে আর ইংরেজ রাজত্ব রসাতলে দেবার জন্যে আদা জল খেয়ে লেগেছে। তাই ওকে আটকে রেখে ওঁরা ইংরেজ রাজত্ব নিষ্কণ্টক করতে চান। যত সব Idiotsএর দল।

বিশু। Well Major আপনি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন। পরকে arrest করায় আমাদের ব্যক্তিগত কোন আনন্দ নেই। কর্ত্তব্য হিসেবেই করতে হয়। (স্বগতঃ) কিন্তু, উঃ কর্ত্তব্য যে ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে পড়ছে। (প্রকাশ্যে) উপেন্দ্রবাবু, আশা করি আপনি আমায় মাপ করবেন, আমি নিরুপায়। সৌরীন্দ্রবাবু, চলুন।

সৌরীন্দ্র। একবার ভেতরে যেতে পারি কি ?

বিশু। মাপ করবেন। আপনার বিরুদ্ধে যে চার্জ্জ তাতে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দিতে পারি না।

(মৈত্রেয়ীর প্রবেশ)

সৌরীন্দ্র। মৈত্রেয়ী আমি যাচ্ছি। (মৈত্রেয়ীর চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, সে কিছু বলিতে পারিল না) এবার D. I. Rules, কাজেই কবে যে ফিরবো, বল্‌তে পারি না। সাবধানে থেকো। (মহেন্দ্রকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বলিল) দাদা, মৈত্রেয়ী সন্তানসম্ভবা, আপনি একটু লক্ষ্য রাখবেন।

মহেন্দ্র। (চমকিত হইয়া) এঁ্যা ! Inspector, I say you are wrong, আপনাদের information ভুল। বলুন, কোথাকার ঘটনার

জন্যে আপনারা ওকে দায়ী করছেন। আমি আপনাদের দোষীর সঠিক খবর দিয়ে দেবো। আপনারা পারবেন না। চিরকালই আপনাদের অভ্যেস এর পিণ্ডি ওর ঘাড়ে দেওয়া।

বিশু। কাঁথির প্রায় দশটা থানা আর ডাকঘর ওঁদের দল আগুণ দিয়ে ছাই করে দিয়েছে।

মহেন্দ্র। What ? you fool ! That was done by······

বিশু। Done by ?

মহেন্দ্র। (সংযত হইযা) কে জানে, কে জানে ! হ্যাঁ, নিমকের মর্য্যাদা আপনাকে রাখতে হবে বৈকি। আপনার duty আপনি করুন।

সৌরীন্দ্র ! চলুন (বিশু ও সৌরীন্দ্র বাহির হইয়া গেল। মৈত্রেয়ী উপেন্দ্রের কাছে গিয়া ভাঙ্গিযা পড়িল)

মৈত্রেয়ী। বাবা।

উপেন্দ্র। ওঃ ভগবান ! আর কত সহ্য হয়। মহেন্দ্র, বাবা তোর ত অনেক সাহেব সুবোদের সঙ্গে জানা শোনা, দেখ না বাবা, ওকে কি ছাড়ানো যায় না।

(উপেন্দ্র ও মৈত্রেয়ী মাথায় হাত দিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মহেন্দ্র উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করিযা বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় মণিমালিনী একটি evening paper লইযা ঘরে ঢুকিলেন)

মণিমালিনী। কাগজওয়ালা Evening paper দিয়ে গেল···

(সকলের অবস্থা দেখিয়া মণিমালিনী থামিয়া গেলেন। কাগজখানা উপেন্দ্রের সামনের টেবিলে রাখিযা তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন)

মণি। কি হয়েছে তোমাদের ?

উপেন্দ্র। সৌরীনকে পুলিশে ধোরে নিয়ে গেল।

মণি। ওমা সেকি! কেন?

উপেন্দ্র। আজকাল কি আর "কেন" আছে মণি? সন্দেহ করলেই হলো, খুসী হলেই হোল, আইনও নেই, কেনও নেই।

মহেন্দ্র। আমি যাচ্ছি, Deputy Commissionerএর সঙ্গে দেখা করছি গিয়ে, আমি প্রমাণ করে দেবো ও নিরপরাধ। আঃ···তোমরা বুঝছো না, মৈত্রেয়ীটা যে মরে যাবে ভেবে ভেবে।

উপেন্দ্র। সবই অদৃষ্ট বাবা! দেখো চেষ্টা কোরে যদি ওকে ছাড়াতে পারো।

(খবরের কাগজটা টানিয়া লইয়া এমনই চোখ বুলাইতে লাগিলেন। সহসা চমকাইয়া উঠিলেন)

উপেন্দ্র। (ব্যস্তভাবে) আমার চশমা; আমার চশমা! (চশমা পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িয়া) এঁ্যা! উঃ বুকটা গেল। (বুক চাপিয়া ধরিলেন) মণি, সব শেষ! আমি দেউলে——উঃ সবদিক দিয়ে আমি আজ দেউলে——ভগবান।

(মণি ছুটিয়া আসিয়া মাথাটা ধরিল। মৈত্রেয়ী কাগজটা দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল)

মণি। কি হলো গো? হঠাৎ অমন করে উঠলে কেন? (মহেন্দ্র মৈত্রেয়ীর হাত হইতে কাগজটা কাড়িয়া লইয়া পড়িল)

মহেন্দ্র। All Asia Banking Corporation আজ দরজা বন্ধ করেছে।

উপেন্দ্র। (শ্বাস উঠিতে লাগিল) উঃ, দম বন্ধ হ'য়ে আসছে। উঃ, আঃ। (উপেন্দ্র হার্টফেল করিল)

মৈত্রেয়ী। বাবা, বাবা। (বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল)

মণি। ওগো, ওগো······(উপেন্দ্রের পায়ে লুটাইয়া পড়িল)

(মহেন্দ্র উপেন্দ্রের হাত দেখিয়া আস্তে আস্তে হাতখানা রাখিয়া দিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

বিশুর বসিবার ঘর। ঘরটি মাঝারী রকমের সাজানো। মায়া বসিয়া গান গাহিতেছে। পিছনে রান্নাঘর—রান্নাঘরের খোলা জানালা সামনে। উনানে আগুণ ও ধোঁয়া জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে।

মায়ার গীত।

আমার হৃদয় কমল মেলে শতদল
উঠেছে ফুটি।
কোন অজানা ঝড়ে বারেবারে
পড়ে সে লুটি॥
প্রেম-নদী-তীরে কত স্মৃতি ঘিরে
বেঁধেছি এ মোর ঘর
তবু মেটে না আশা প্রেমের পিয়াসা
জাগে শুধু বালুচর॥
নদীর জল প্রেমের কমল শুখালো সকল
মরীচিকা উঠে ফুটি॥

(গান শেষে একটা file হাতে লইয়া পুলিশের uniform পরিয়া বিশুর প্রবেশ। সে বেশ শ্রান্ত। ঢুকিয়া ফাইলটা ও হ্যাটটা একধারে টেবিলে রাখিল। তারপর শ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মায়া organ ছাড়িয়া আসিল)

মায়া। কি গো, এসেই অমন ধপাস করে বসে পড়লে যে?

বিশু। ওঃ আজ বড্ড খাটনী হয়েছে মায়া। সেই সকালে যে বেরিয়েছি, মুখে কিছু দিতে পারি নি। একটা জায়গা search করতে সারাদিন গেল।

মায়া। Search কি successful?

বিশু। হ্যাঁ, সে দিক দিয়ে ভাগ্য ভালো।

মায়া। কার মুখ দেখে উঠেছিলে দেখতে হবে।

(মায়া আসিয়া বিশুর চেয়ারের পাশে দাঁড়াইল)

বিশু। (মায়াকে আলগাভাবে জড়াইয়া ধরিয়া) তা' বটে! তা দেখবার মতো মুখ তো বটে। দোষের মধ্যে মুখটা মাঝে মাঝে বেয়াড়া বক্তৃতা দিয়ে ফেলে, আর তার ফলে আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি সুরু হয়।

মায়া। সে কিন্তু তুমি বিয়ের আগেই জান্‌তে, বলিনি তোমায়? তুমিই তো বলেছিলে, বাইরের মতবাদ অন্দরকে বিষিয়ে তুল্‌বে না, তুল্‌তে দেবে না।

বিশু। বলেছিলুম মায়া, অস্বীকার করছি না। কিন্তু, দেখ্‌ছি পৃথিবীটা ঠিক আমরা যেমন চাই তেমন ভাবে চলে না। Deputy Commissioner কৈফিয়ত চেয়েছে, সেদিনের strike meetingএর case থেকে তোমায় কেন ছেড়ে দিয়েছি। বলো তো—কি কৈফিয়ত দিই? ব্যাটার কি নিজের স্ত্রী নেই? হাঃ, হাঃ হাঃ।

মায়া। তা কর্ত্তব্যে তোমার ত্রুটী হয়েছে। গোলামীর আইনে তোমার অন্যায় হয়েছে। আমার নামেও caseটা করে দাও।

বিশু। (মায়ার হাত ধরিয়া) তারপর কাকে নিয়ে থাকবো মায়া? আমার জীবনের যাত্রাপথের তুমিই যে ধ্রুবতারা। তুমি যদি হারিয়ে

যাও, কার জন্যে চাকরী করবো, কার জন্যে বেঁচে থাকবে, বলো ?

মায়া। তোমার বাবার একটা চিঠি এসেছে।

বিশু। সে কি ? হঠাৎ এতদিন পরে ? দাও, দেখি কি লিখেছেন।

(মায়া টেবিল হইতে চিঠি আনিয়া দিল, তাহা খুলিতে খুলিতে বিশু বলিল)

জানো মায়া, আজ মস্ত বড় একটা political plot ধরে ফেলেছি। বড় রকম একটা prize হয়তো পাবো এবার। বোধহয় পাকাপাকি inspector করে দেবে।

মায়া। অর্থাৎ দাসত্বের শেকলটা আরো বেশী একটু ভারী হবে, এই তো ?

বিশু। মানুষের বাঁচাটাই যে দাসত্বের রকম ফের, এই সহজ সত্যটা কেন যে তুমি বুঝতে পারো না জানি না। আচ্ছা এই যে পার্টিতে তোমরা হৈ চৈ করো, নিছক বাঁচবার জন্যেও তার ত কোন প্রয়োজন নেই, তবুও পার্টীর discipline-এর ঠেলায় তো তোমরা অস্থির দেখতে পাই। ভালো কথা তোমাদের পার্টির কি নাম বলত।

মায়া। জনসেবা ফেডারেশন, কেন জানো না ?

বিশু। (চমকাইয়া) জনসেবা ফেডারেশন ? আগে তুমি কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার মেম্বার ছিলে না ?

মায়া। হ্যাঁ, কিন্তু কিছুদিন আগে আমি C, P, I ছেড়ে দিয়ে এই নূতন পার্টিতে নাম লিখিয়েছি।

বিশু। সে কি ? কেন, হঠাৎ এ পার্টিতে যোগ দিলে কেন ? তুমি কি কমিউনিষ্ট থেকে এনার্কিষ্ট হোয়েছ ? গুলী গোলা ছুঁড়ে দেশ উদ্ধার করার পক্ষপাতি নাকি ?

মায়া। পার্টিই পাল্টেছি, মত পাল্টাইনি। এও কমিউনিষ্টদেরই পার্টি, তবে এদের কার্য্যকলাপ অনেক সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল, তাই এই পার্টিতে যোগ দিয়েছি।

বিশু। (গুম হইয়া) হুঁ: (মাথায় হাত দিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল)

মায়া। অমন গুম হ'যে হঠাৎ কি ভাবতে বসলে ?

বিশু। (শুষ্ককণ্ঠে) চা দাও।

মায়া। বোসো আনছি। (মায়ার প্রস্থান। জানালা দিয়া রান্নাঘরে মায়াকে দেখা গেল। বিশু অস্থির পদক্ষেপে ঘরময় ঘুরিযা বেড়াইতে লাগিল। তাহার মুখের উপর দুশ্চিন্তার ঘন কালো ছায়া এবং উদ্বেগ পরিস্ফুট)

বিশু। (অস্ফুটকণ্ঠে) জনসেবা ফেডারেশন! বিপ্লবী মহেন্দ্র গুপ্ত! (আর্ত্ত স্বরে অস্ফুট কণ্ঠে) মাযা......মাযা......

(রান্নাঘরের জানলা দিযা উনা নর ধোঁয়া আসিতেছিল, মাযা চা লইয়া আসিল)

বিশু। মায়া, রান্নাঘরের জানলাটা বন্ধ করে দাও, নয়ত উনানে দুটো কাঠ দাও, বড্ড ধোঁয়া আসছে!

মায়া। কাঠ দিয়ে আসছি। বাবা কি লিখেছেন ?

বিশু। দেখছি......

(বিশু চিঠি পড়িতে লাগিল ও মায়া রান্নাঘরে গিযা উনানে কাঠ দিতে জানলা দিয়া আগুনের আভা দেখা যাইতে লাগিল—মায়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল)

বিশু। (মায়াকে) বোস। তুমি চা খাবে না ?

মায়া। তোমার দেরী দেখে আমি চা খেয়েছি।

বিশু। মায়া।

মায়া। কি গো ?

বিশু। কর্ত্তব্য বড়, না sentiment বড় ?

মায়া। হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

বিশু। এমনিই। বলো না কোনটা বড় ?

মায়া। কর্ত্তব্যই বড়। বাবা কি লিখেছেন ?

বিশু। বাবার বড় অসুখ। মা মারা গেছেন। আমাদের যেতে লিখেছেন।

মায়া। তাতে সামাজিক আপত্তি উঠবে না ?

বিশু। কিছু উঠবে বইকি। তিনি লিখেছেন আমাদের অতিথি-শালায় গিয়ে আমরা উঠবো। আর আমরা যদি বরাবর সেখানে থাকি তাতেও তাঁর আপত্তি নেই।

মায়া। তুমি কি বলো ?

বিশু। ক্ষতি কি ? হাজার হোক বাবা তো ! এখন রাগটা পড়েছে, তবে সামাজিক বাধাটা একেবারে ঠেলতে তো পারেন না ? বোনেরা রয়েছে, তাদের বিয়ে থা তো পরে দিতে হবে।

মায়া। তুমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে থাকবে সেখানে বরাবর ?

বিশু। কেন চাকরী ছেড়ে দেবো কেন ? তুমি থাকবে সেখানে, আমি মাঝে মাঝে ছুটি পেলেই যাবো। দেখছো তো—দিনকাল কি পড়েছে। যা মাইনে পাই তাতে এখানকার খরচ চালানো দুষ্কর হ'য়ে উঠছে। ওখানে থাকলে খরচ অনেক কমে যাবে। চলো না গোপাল নগর।

মায়া। (কঠিনভাবে) না।

বিশু। কী না ?

মায়া। আমি একলা ওখানে থাকবো না। সমস্ত গ্রামের লোক আমার দিকে তাকিয়ে হাস্‌বে, আমার দিকে আঙ্গুল দেখাবে। না, না, সে গ্লানি অসহ্য! আমি যাব না।

বিশু। কিন্তু বাবা যে যেতে অনুরোধ করেছেন, বিশেষ ক'রে তোমাকেই তাঁর প্রয়োজন বেশী।

মায়া। কেন?

বিশু। তাইতো লিখেছেন।

মায়া। না, আমি সেখানে থাকতে পারবো না।

বিশু। (চটিয়া) আঃ, কি যে শুধু না না ক'রো। ভাল লাগে না। কেন পারবে না শুনি? ও—তাহলে তোমার meeting করার, আর পার্টির ঐ সব বাজে লোকগুলোর সঙ্গে মেলা মেশার সুবিধে হবে না, না? তোমার কি একটুও লজ্জা করে না? যাদের থানায় এনে বসতে একটা টুল পর্য্যন্ত আমরা দিই না, তারা তোমার লীলা-সহচর। তুমি কি শান্তিতে আমাকে চাকরিটাও করতে দেবে না? তোমার জন্যে শেষে চাকরীটাও খোযাতে হবে?

মায়া। যাক্ না ও চাকরী। সাম্রাজ্যবাদের বিজয়-ধ্বজা সোজা রাখাই যে চাকরীর লক্ষ্য, গেলই বা সে চাকরী। দেশের জন্যে নয়তো একটু ত্যাগ স্বীকারই করলে।

বিশু। (জ্বলিয়া উঠিযা) ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ! ভারী লম্বা লম্বা কথা শিখেছ। কি ত্যাগ তুমি করেছ জীবনে যে পরকে ত্যাগের উপদেশ দাও? জীবনে তুমি শুধু পেযেই গেছ, ত্যাগ করোনি কিছুই। কি ত্যাগ আমি করিনি তোমার জন্যে? বাবার বিষয়, পিসিমার স্নেহ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, নিজের ভবিষ্যৎ সবই ত ত্যাগ

করেছি। এবার কি চাকরীটাও ত্যাগ করতে হবে? শেষ পর্য্যন্ত যে তোমাকেও হারাতে হবে তা ভেবেছ কি কোনদিন?

মাযা। আমার জন্যে কোন কিছুই ত্যাগ করতে আমি তোমায কোন-দিন বলিনি। কেন মিথ্যে আমায দোষ দিচ্ছ? আর আমি যদি এতই অসহ্য হোযে থাকি, পরিষ্কার বলো, কারো গলগ্রহ হ'যে থাকতে আমি চাই না।

বিশু। (নরম হইযা মাযাব মুখের দিকে তাকাইয়া) স্বীকার কর্চ্ছি মাযা, সবই স্বীকার কর্চ্ছি। সব আমারই দোষ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তোমার দিক থেকে এতটুকু ত্যাগ, এতটুক বিবেচনা কি আমি আশা করতে পারি না?

মাযা। কি ব'লতে চাও তুমি?

বিশু। (মাযার হাত ধরিযা) কিছুই বল্‌তে চাই না। মাযা, তুমি একটু বোঝ। শুধু নিজের দিকটাই দেখ না। আমার দিকটাও একটু দেখ। আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আমার ভবিষ্যৎকেও তোমার নিজের মতো করে দেখ। ভেবে দেখো মায়া, তোমার একটু বিবেচনা, একটু ত্যাগের অভাবে আমাদের পরিবারে কি অশান্তির তুষাগ্নি জ্বলছে। এই কি আমরা চেযেছিলাম? এসো মাযা অতীত ভুলে যাই? দুজনে পরস্পরের স্বার্থ নিজের মতো ক'রে দেখে একটা সামঞ্জস্য করে এই ছোট নীড়টীকে মনের মতো করে গড়ে তুলি। সহরের গোলমেলে আবহাওযা থেকে তুমি কিছুদিন বাইরে যাও। এতে তোমার আমার দুজনেরই মঙ্গল হবে।

মাযা। আমার মঙ্গলের কথা বাদ দাও। তোমার কি মঙ্গল হবে তাই শুনি।

বিশু। (হাস্যিা) মঙ্গলটা আমার কিন্তু পরোক্ষ, তোমারই প্রত্যক্ষ।

মায়া। মানে?

বিশু। বাবা তাঁর দেবোত্তরের দলীল পাল্টেছেন। দাদার উচ্ছৃঙ্খলতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাই দাদাকে সেবায়েত থেকে সরিয়ে মাসে মাত্র দু'শ টাকা allowanceএর ব্যবস্থা করেছেন, আর তোমাকে তার জায়গায় সেবায়েত করেছেন।

মায়া। আমাকে?

বিশু। হ্যাঁ; আর শুধু পাথরের ঠাকুরের সেবার বদলে সেই সঙ্গে ডাক্তারখানা, স্কুল, আরও অনেক সৎকাজের জন্যে সম্পত্তির আয় নির্দ্দেশ করেছেন।

মায়া। সেকি? আমায় সেবায়েত করেছেন? আমি শূদ্র বলে তোমায় ত্যাগ করলেন অথচ সম্পত্তির ভার দেবেন আমাকে! ঠাট্টা হচ্ছে? সম্পত্তির লোভ দেখানো হচ্ছে, না?

বিশু। সম্পত্তি তো আমার নয় যে লোভ দেখাবো! এই দেখো না বাবার নিজের হাতের লেখা।

(চিঠি দিল)

মায়া। (চিঠি পড়িয়া) আশ্চর্য্য! কৃপণতা করে একটা পয়সা জীবনে কোনদিন নিজের ভোগে ব্যয় করেছেন কিনা সন্দেহ, সৎকার্য্যও বিশেষ বোধ হয় কিছু করেন নি। অথচ মৃত্যুশয্যায় সব কিছুই দিয়ে গেলেন দেশের সেবায়!

বিশু। মানুষ বিচিত্র মায়া! বাইরে থেকে দেখে মানুষ চেনা যায় না। যাকে বাইরে থেকে মনে হয় স্বার্থপর কৃপণ, হয়ত আসলে সে মহা উদার, পরহিতৈষী; যাকে দেখি বখাটে মাতাল, সমাজের একটা জঞ্জাল, আসলে হয়ত সে সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। এমন দৃষ্টান্ত খুব কম নয় মায়া। বড় বড় উদাহরণ নাই বা দিলাম। তোমরা

আমাকে জান পাষণ্ড অত্যাচারী পুলিশ। তোমার মৈত্রেয়ীর স্বামীকে আমিই arrest করলাম, হয়ত তারই ফলে মৈত্রেয়ীর বাবা মারাই গেলেন। সেদিন দশজনের সামনে তোমাকেই পাকড়াও কোরলাম, কিন্তু এইটাই কি আমার সত্য পরিচয়? কর্ত্তব্যের খাতিরে মানুষকে বাইরে যেটা করতে হয় সেইটাই তার আসল রূপ নয় মায়া।

মায়া! আচ্ছা ভাল কথা, সৌরীনবাবু যে এত শীগ্রী তোমাদের কবল থেকে খালাস পেলেন? তোমাদের রিপোর্টটা বুঝি বেশ জোরালো হয় নি?

বিশু। (হাসিয়া) হয়ত তাই। মেজর মহেন্দ্র গুপ্ত, তোমার মৈত্রেয়ীর দাদা; ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন। কতকটা তার ফলে আর কতকটা আমার রিপোর্টে সৌরীনবাবু ছাড়া পান। যাক্ বাবাকে তাহলে লিখে দিই যে তুমি যাচ্ছ।

মায়া। না, তুমি কাছে না থাকলে আমি গোপালনগর যাব না বা সেখানে থাকব না।

বিশু। আঃ মায়া, তুমি অনর্থক জিদ্ কোরছ। তুমি জানো না কি আগুন নিয়ে তুমি খেলা ক'রছ, এখনও যদি কোলকাতা থেকে সরে না যাও, এ আগুনে তুমি পুড়ে ছাই হোয়ে যাবে, আমি পুড়ে মোরব, আরও অনেকেই শেষ হোয়ে যাবে। লক্ষ্মীটি অনর্থক জিদ কোর না, এখনও হয়ত বাঁচতে পারো, আমাকে বাঁচাতে পারো। (অনুরোধের সুরে) যাও মায়া গোপালনগর যাও।

মায়া। আগুনের ভেল্কির হেঁয়ালী রেখে ব্যাপারটা কি সোজা ভাষায় বল দেখি।

(হঠাৎ বাহিরে siren বাজিয়া উঠিল। বিশু চমকাইয়া helmetটা লইয়া তাড়াতাড়ি যাইতে যাইতে বলিল)

বিশু। সাইরেন, সাইরেন বাজছে। আমি dutyতে চল্লুম, ঘরের আলো নিভিয়ে দাও। ফিরে এসে সব বুঝিযে বোলব, আর যদি কিছু বিপদ ঘটে দোহাই তোমার, কোলকাতার বাইরে চলে যেও। তোমার দলের সংস্রব থেকে দূরে থেক।

(বিশু বাহির হইয়া গেল। মায়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিল। এমন সময় পাশের অন্য দরজা দিয়া মনোরম প্রবেশ করিল। বাহিরের জ্যোৎস্নায় ঘর স্বল্পালোকিত।)

মায়া। (চমকাইয়া) কে? কে?

মনোরম। (ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া) সি-ই-ই। চুপ, আমি মনোরম।

মায়া। (সাশ্চর্য্যে) আপনি? হঠাৎ? এভাবে, এসময়?

মনো। বিশেষ কাজ না থাক্‌লে নিশ্চয়ই এমনভাবে আসতাম না।

মায়া। কি? চট্ ক'রে বলে ফেলুন! আপনাদের কতবার বলেছি বাড়ীতে আসবেন না, আমার স্বামী এটা পছন্দ করেন না।

মনো। শুধু পছন্দ করেন না! রীতিমত পাহারা বসিয়েছেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই ঠিক সময়ে সাইরেন বেজেছে। Mean zealous husbands, এরা ভাবতেই পারে না যে নিছক দেহের প্রয়োজন বাদ দিয়েও নারী ও পুরুষ হাতে হাত মেলাতে পারে শুধু কাজের জন্যে।

মায়া। কি দরকার তাড়াতাড়ি শেষ করুন। কাল তো আমি meetingএ যেতামই, এত জরুরী কি দরকার পড়লো?

মনো। দুটো mission নিয়ে এসেছি। প্রথমটা তোমার ব্যক্তিগত। তোমার মা'র ও ছায়ার খবর পাওয়া গেছে।

মায়া। গেছে? কোথায় তারা? কেমন আছে?

মনো। আছে কোল্‌কাতাতেই। ছায়া Cinemaয় ঢুকেছে।

মায়া। সেকি? ছায়া স্কুল ছেড়ে দিয়েছে?

মনো। খাবার খরচ জোগাতে পারে না, স্কুলের খরচ চালাবে কোত্থেকে?

মায়া। তাকে ত আমার কাছে আসতে লিখেছিলাম, কিন্তু সে আসেনি। আমার চিঠির উত্তর পর্য্যন্ত দেয়নি। ঠিকানা না জানিয়ে বাড়ী শুদ্ধ বদলে ফেলেছে।

মনো। (সাশ্চর্য্যে) এখানে আসতে লিখেছিলে? তোমার স্বামী তোমার আসল পরিচয় জানে?

মায়া। জানে মনোরম বাবু। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ মিথ্যার ওপর কখনও মধুর হোয়ে গড়ে ওঠে না। তিনি জানেন যে আমার মা ইংরেজ। আপনারা হয়ত জিনিষটা সহজভাবে নিতে পারেন না; কিন্তু আমার স্বামীর কাছে প্রেমই বড়, পরিচয়টা বড় নয়। যাক্, মা আর ছায়া কোথায় এখন?

মনো। তোমার মা স্বর্গে।

মায়া! এঁ্যা! মা নেই? (কাঁদিয়া উঠিল)

মনো। কেঁদ না বোন। মনে করো বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর সঙ্গে তোমার মাও না খেয়ে মারা গেছেন। তোমার মার মৃত্যুর পরই ছায়া বাসা বদল করেছে।

মায়া। কিন্তু ছায়া আমার কাছে না এসে সিনেমায় গেল কেন?

মনো। ভগ্নীপতির গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে এই স্বাধীন জীবিকা বেছে নেওয়াই সে ভাল মনে করেছে।

মায়া। কিন্তু আর কোন স্বাধীন জীবিকা সে খুঁজে পেলে না? শেষে সিনেমায়?…

মনো। সে ত তবু ভদ্রভাবে উপার্জ্জন কোরছে, কিন্তু বাঙলার বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের কি যে অবস্থা আজ তা বোধ হয় তুমি ঠিক জান না বোন। বহু স্বামী স্ত্রীর উপার্জ্জনে, এমন কি বহু বাপ মা বয়স্থা কন্যার অসৎ উপার্জ্জনে দুবেলা দুমুঠো চালের জোগাড় ক'রছে। দারিদ্র্যের চরম-সীমায় এসে আমরা পৌঁছেছি, তবু হতভাগ্য দেশ মাথা তোলে না।

(দূরে বোমার আওয়াজ হইল। উভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিল)

মায়া। আপনার দ্বিতীয় Mission?

মনো। একটা file সরিয়ে ফেলতে চাই।

মায়া। কিসের file? কোথা থেকে সরাবেন?

মনো। আমাদের একটা centre search ক'রে বিশুবাবু কতকগুলো কাগজ ও একটা file নিয়ে এসেছেন। আমাদের information যে fileটা তিনি বাড়ীতেই এনেছেন, অফিসে রাখেন নি। ঐ যে সে fileটা।

মায়া। কিসের file ও? কি জন্যে আপনাদের দরকার?

মনো। ঐ ফাইলে এমন সব কাগজপত্র আছে যা Courtএ দাখিল করলে নেতাজীর জেল অনিবার্য্য, হয়তো ফাঁসীও হতে পারে।

মায়া। আমাদের নেতাজী? কেন communistদের সঙ্গে এখন Governmentএর কোন বিরোধ তো নেই। Searchই বা হ'লো কেন? আর ফাঁসিই বা হবে কেন?

মনো। অতো কথা বোঝাবার সময় এখন নেই মায়া। এইটুকু শুধু জেনে রেখো যে তুমি বা আমি কেউই আমরা partyর সমস্ত কাজের

সম্পূর্ণ পরিচয় রাখি না, কিন্তু এমন একজন আছেন যাঁর ইঙ্গিতে সমস্ত partyটা ঘড়ির কাঁটার মতো চলে। আর ঐ fileটা সেই লোকটিকে আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নেবে। দেশের এত বড় সর্ব্বনাশ আর কিছু নেই মায়া।

মাযা। আপনি ওটা এখান থেকে নিযে যেতে চান ?

মনো। হ্যাঁ, এই মুহূর্ত্তে।

মাযা। তারপর, আমার স্বামীর কি হবে ? তাঁর চাকরী, মান মর্য্যাদা, ভবিষ্যৎ সব যে শেষ হযে যাবে। হযতো বা বিচারে সাজাও হযে যাবে।

মনো। যেখানে party'র স্বার্থজড়িত, সেখানে নিজের স্বার্থ বড় নয মাযা ?

মাযা। না, ও আমি দোব না, দিতে পারি না। শুধু স্বামীর সর্ব্বনাশই নয, এযে আমার পক্ষে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা। সে অগাধ বিশ্বাসে ঐ ফাইলটা তার স্ত্রীর কাছে বেখে গেছে, আমি কি বলে সে বিশ্বাস নষ্ট ক'রে ওটা আপনার হাতে তুলে দেবো ? এর পর আপনারাই কি কখনও আমাকে গুরু দাযিত্ব দিযে বিশ্বাস করতে পারবেন ?

(All clearএর বাঁশী শোনা গেল)

মনো। ঐ all clearএর বাঁশী বাজলো। হয়তো এখনি তোমার স্বামী এসে পড়বে। এটা তর্কের সময নয, কাজের সময। মনে রেখো আমাদের party congress নয় যে দল থেকে তাড়িযে দিয়েই ক্ষান্ত থাকবে। এত বড় ক্ষতি party মুখ বুজে সহ্য করবে না। এর জন্যে তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হ'তে পারে।

মায়া। হয হবে। তা বলে প্রাণের ভযে নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করবো না, নিজের স্বামীর এ সর্ব্বনাশ হ'তে দেবো না।

মনো। বেশ, তুমি দিতে না পারো, আমিই নিচ্ছি (মনোরম fileটার দিকে আগাইতে মায়া ছুটিয়া গিয়া fileটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল)

মায়া। না, এখান থেকে আপনি নিতে পাবেন না। পারেন অফিস্ থেকে সরাবেন।

(পিছনের দরজায় বিশু আসিয়া দাঁড়াইল, দুজনের কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না)

মনো। আঃ মায়া, দেরী হয়ে যাচ্ছে। দাও, দাও।

(Fileটা ধরিয়া কাড়াকড়ি করিতে লাগিল)

মায়া। না, এ হয়না। আপনার পায়ে পড়ি। আমার, আমার স্বামীর এত বড় সর্ব্বনাশ আপনি ক'রবেন না। এ file আপনাকে আমি দেবো না। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা আমার দ্বারা হবে না। ছাড়ুন, এবার আমি পুলিশ ডাকবো।

মনো। তার আগে পিস্তলের একটি গুলিতে তোমার মুখ বন্ধ হ'য়ে যাবে।

(মনোরম ফাইল ছাড়িয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া মায়ার দিকে লক্ষ্য করিল, এমন সময় বিশু মনোরমকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। গুলিতে মনোরম আহত হইয়া পড়িয়া গেল। বিশু সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালিল।)

বিশু। হাঃ হাঃ হাঃ You Rascal! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা।

মায়া। (চমকাইয়া) কি করলে? মেরে ফেল্লে?

বিশু। নইলে ও তোমাকে মারতো। তুমি জানো না, ওরা এনার্কিষ্ট। লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ওদের একটুও বাধে না।

মায়া। এঁ্যা এনার্কিষ্ট! কিন্তু···তাই বোলে তুমি ওকে গুলি করে মেরে ফেল্লে।

মনো। (কাতর কণ্ঠে) দুঃখ ক'রোনা বোন্। উদয়ের পথে যে সব যাত্রীদল যাত্রা করেছে অন্ধকারে আমার মতো তাদের অনেকেই হারিয়ে গেছে। কিন্তু মায়া নেতাজীকে বাঁচাও। তিনি গেলে বাংলায় দ্বিতীয় মহেন্দ্র গুপ্ত জন্মাতে অনেক···অনেক দেরী লাগ্‌বে।

মায়া। এ্যাঁ, মহেন্দ্র গুপ্ত! কোন্ মহেন্দ্র গুপ্ত? Major? মৈত্রেয়ীর মাতাল দাদা······?

মনো। হ্যাঁ বোন, সেই ছদ্মবেশী, সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাঁচাও তাকে বাঁচাও।

(মনোরমের মৃত্যু হইল। মায়া সহসা fileটা লইয়া জানলা দিয়া উনানের আগুনে ফেলিয়া দিল। দাউ দাউ করিয়া fileটা জ্বলিয়া উঠিল।)

বিশু। (পাগলের মতো) এ কি! কি ক'রলে রাক্ষসী?

(ছুটিয়া fileটা বাঁচাইবার জন্য বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই fileএর ছাইগুলি হাতে লইয়া মুহ্যমান হইয়া প্রবেশ করিল।)

আমার সব নিয়েও তোমার তৃপ্তি হ'লো না। আমার সম্ভ্রম, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, আমার এত পরিশ্রমের ফল, আমার ভবিষ্যৎ সব তুমি ঐ আগুনে আহুতি দিলে। সব ছাই কোরে দিলে।

(ছাইগুলি ফেলিয়া দিল)

মায়া। দেশের একটি শ্রেষ্ঠ রত্নকে বাঁচাবার জন্যে······

বিশু। কিন্তু আমার কি সর্ব্বনাশ তুমি কোরলে জান? উঃ ঘরে বাইরের এই দ্বন্দ্ব আর সইতে পারছি না, পারছি না।

মায়া। আমিও পারছি না। এভাবে জোড়াতালি দিয়ে আর চোলতে পারছি না। আমরা ভিন্ন পথের যাত্রী। এক নৌকায় জায়গা হওয়া অসম্ভব। তোমার ঐ রিভলভার দিয়ে আমার এই দোটানার শেষ করে দাও, অপরাধীর প্রায়শ্চিত্ত হোক্। আমায় মুক্তি দাও।

বিশু। নাঃ, আর বোঝা বাড়াবো না ; যথেষ্ট হ'য়েছে। আমি বড় ক্লান্ত, এর জের টেনে আর চ'লতে পারছি না।···অসম্ভব।···এসো·বন্ধু।

(Revolver নিজের বুকে দিয়া গুলি করিল। তাহার দেহ লুটাইয়া পড়িল।)

মায়া। একি! কি কোরলে? (বিশুর মাথা কোলে লইল)

বিশু। মুক্তি! মায়া, তোমারও আমারও। আঃ, বাবা···পিসিমা···(মৃত্যু)。

মায়া। মুক্তি! (মায়ার স্থির চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল)



দ্বিতীয় দৃশ্য

(মৈত্রেয়ীর বাড়ীর বসিবার ঘর।

একটা কাঠের টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার পড়িয়া আছে। মৈত্রেয়ী ছেলেকে কোলে লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘুম পাড়াইতেছে।)

মৈত্রেয়ীর গান।

অমানিশার অন্ধকারে
পূর্ণিমারই চাঁদরে,
ধরণীর ধূলার পরে
তুই মায়ার ফাঁদরে।
ওরে আমার হীরার খনি,
ঘুমাও ঘুমাও যাদুমনি,
মোর জীবন-মরুর মাঝে
তুই যে মায়ার সায়র রে।

(গান শেষে ছেলেকে শোয়াইতে ভিতরে গেল।
মায়ার প্রবেশ। তাহার পরণে কালপেড়ে সাদা শাড়ী)

মায়া। মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী।

মৈত্রেয়ী। কে? (প্রবেশ করিল) ও মায়া, আয় আয়। বোস্। কেমন আছিস্? অনেকদিন দেখিনি তোকে।

মায়া। তোর মা কেমন আছেন? শুনলুম তাঁর নাকি খুব অসুখ।

মৈত্রেয়ী। হ্যাঁ, বাঁচেন কিনা সন্দেহ। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মা'র শরীরটা ভেঙ্গে গেছে। এবার রোগটা একটু বাড়াবাড়ি।

মায়া। মহেন্দ্রবাবু কি বল্‌ছেন? তিনিই তো দেখ্‌ছেন?

মৈত্রেয়ী। দাদা মাঝে মাঝে দেখে যায়, নিয়মিত দেখ্‌ছেন ডাঃ ব্যানার্জ্জী; গত দুদিন থেকে মায়ের অবস্থা খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। দাদাকে খবর পাঠিয়েছি, এখনও আসেনি। হাঁসপাতালের dutyতে কাল থেকে আটকে আছে শুনলাম। আজ বোধহয় আসবে।

মায়া। কখন?

মৈত্রেয়ী। ঠিক বলা মুস্কিল। যে কোন মুহূর্ত্তেই আশা করছি। মাও দাদাকে দেখবার জন্যে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

মায়া। তোর শ্বশুরের খবর কি? নাতিকে দেখতে আসেননি?

মৈত্রেয়ী। যিনি ছেলের সঙ্গেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, তাঁর নাতির সঙ্গে সম্বন্ধ কি? আশ্চর্য্য লোক কিন্তু। সংসারে চিনেছেন একমাত্র টাকা। কার জন্য যে দিনরাত্রি দুশ্চিন্তা করে টাকা জমিয়ে যাচ্ছেন হয়তো তা নিজেই জানেন না। শুধু টাকার নেশাতে লোকটা পৃথিবীর সব কিছু ভুলে আছে।

মায়া। সৌরীনবাবুর খবর কবে পেয়েছিস? কেমন আছেন তিনি?

মৈত্রেয়ী। দিন বারো আগে আসামের একটা Advance Base থেকে চিঠি পেয়েছি। ভালই আছেন।

(ভিতর হইতে কাতরকণ্ঠে মণিমালিনী ডাকিলেন)

মণিমালিনী। মৈত্রেয়ী, মা……

মৈত্রেয়ী। যাই মা। আয় ভাই।

(উভয়ের প্রস্থান

মহেন্দ্রের প্রবেশ, তাহার পরণে পাঞ্জাবীর বেশ; মুখে গোঁফ দাড়ী। প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া দেখিয়া পরচুলা দাড়ী, গোঁফ খুলিয়া ফেলিল; এমন সময় মায়া প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র চমকাইয়া কহিল)

মহেন্দ্র। By Jove. you! মায়া তুমি এখানে?

(মায়া মহেন্দ্রকে প্রণাম করিল)।

মহেন্দ্র। What's that? তুমি being a Communist লোকের কাছে এমনি ক'রে মাথা নোয়াও। That's too bad. তারপর, তোমাদের কাজকর্ম্ম party এসব চ'লছে কেমন?

মায়া। নেতাজী, এমন ক'রে এমনি ঘুরে বেড়াবেন না।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) নেতাজী! What do you mean?

(সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত কোমরের রিভলভার স্পর্শ করিল)।

মায়া। আমি সব জানতে পেরেছি।

মহেন্দ্র। কে বোল্লে।

মায়া। মনোরম বাবু। কিন্তু দোহাই আপনার, আপনি এমনি ভাবে ঘুরে বেড়াবেন না। পুলিশ আপনাকে পেলেই arrest ক'রবে।

মহেন্দ্র। তা জানি মায়া। কিন্তু যে documents পুলিশ পেয়েছে তাতে জালে আমাকে জড়াবেই। এবার নিষ্কৃতি পাওয়া মুস্কিল।

মায়া। আপনি কি ধরা দিতে চান?

মহেন্দ্র। No, Never—কুকুরের মত মরবোনা—যদি বাঁচি মানুষের মত বাঁচবো। মরি যদি, বাঘের মত মরবো। আঃ শুধু একটা ভুলের জন্য···সৌরীনকে বাঁচাতে গিয়ে···যাক্।···মৈত্রেয়ী কি মাকে এসব কিছু বলোনা, এ আঘাত ওরা সহ্য করতে পারবেনা। মায়ের অসুখ শুনে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দেখতে এসেছি। শীঘ্রই ফিরে যেতে হবে। এখনও অনেক কাজ বাকী। দলের আর কারুর যেন ক্ষতি না হয়—তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। সব চেয়ে বড় কাজ বাকী আছে, next leader ঠিক করে যাওয়া, যাতে আমার পর দলটা ভেঙ্গে না যায়।

মায়া। আপনাকে একটি জরুরী খবর দেবার জন্য আমি এখানে এসেছি।

মহেন্দ্র। তুমি জানতে আমি আসব এখানে ?

মায়া। শুনেছিলাম মায়ের অসুখ, তাই ভেবেছিলাম এখানে নিশ্চয় আপনার দেখা বা খবর পাবো।

মহেন্দ্র। Good ; কি খবর ?

মায়া! পুলিশে আপনার যে সব কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছিল তা পুলিশের হাতে আর নেই।

মহেন্দ্র। (সানন্দে) What ! সত্যি ! মনোরম is Successful ?

মায়া। না, তিনি প্রাণ দিয়েছেন।

মহেন্দ্র। (স্তম্ভিত হইয়া) এ্যাঁ ! মনোরম নেই ? Dead ! কে মারলে ?

মায়া। আমার স্বামী।

মহেন্দ্র। It's a pity. আমাদের দুর্ভাগ্য ! কিন্তু তোমার স্বামী বলে আমরা ত তাকে ক্ষমা করতে পারবনা, মায়া। আমাদের এত বড় ক্ষতি……

মায়া। আপনাদের ক্ষমার বাইরে তিনি চলে গেছেন, কাজেই তাঁর জন্য আপনি ভাববেন না।

মহেন্দ্র। What do you mean ?

মায়া। তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

মহেন্দ্র। কে ? তোমার স্বামী ? তুমি বিধবা ! কেন, কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন ?

মায়া। বোধ হয় প্রভুর কর্ম্মে বীরের ধর্ম্মে বিরোধ মেটাতে তিনি নিজেকে বলি দিয়েছেন। নিজের চাকরীর কর্ত্তব্য আর ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যে অনবরত ঠোকাঠুকি লাগছিল, তবে আমিই বোধহয় তাঁর মৃত্যুর প্রধান কারণ।

মহেন্দ্র। মানে ?

মায়া। মনোরমবাবু fileটা সরাতে পারেননি, আমি বাধা দিই। সেই সময় আমার স্বামী এসে পড়েন, তাকে গুলি করেন, সেই মুহূর্ত্তে মনোরম বাবুর কাছে জানতে পারি ঐ file-এর কাগজপত্র আপনার সম্বন্ধে ; fileটা আগুনে ফেলে দিই। এই পারিবারিক অশান্তি আর চাকরীর অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

মহেন্দ্র। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) হুঁ। কিন্তু fileটা মনোরমকে দিলেনা, অথচ পরে আমার জন্য আগুনে ফেলে দিলে—ব্যাপারটাত ঠিক বুঝলামনা। Partyর চেয়ে আমি বড় হলাম তোমার কাছে ?

মায়া। সম্প্রদায়ের চেয়ে গুরুই কি শিষ্যের কাছে বড় নয় ?

মহেন্দ্র। কিন্তু আমাকে তুমি কতটুকু জানতে ?

মায়া। আপনার সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয়ই কি আপনাকে চেনার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?

মহেন্দ্র। স্বামীর এতবড় সর্ব্বনাশ করার পক্ষে তা কি যথেষ্ট ?

মায়া। সর্ব্বনাশ! এসব কথা থাক, মেজর গুপ্ত, এ আপনি বুঝবেন না। এ বোঝানোর ভাষাও আমার নেই, আর বোঝার মত হৃদয়ও আপনার নেই। আপনি দেবতা, আপনি পাষাণ। ও কথা থাক।

মহেন্দ্র। (চুপ করিয়া থাকিযা ক্ষণপরে) বেশ ও কথা থাক। দেশের দুর্ভাগ্য মায়া, বিশুবাবুর মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোককে দেশ হারাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি ? যে অন্ধকার দুর্য্যোগের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, তাতে একের মৃত্যু, অন্যের জীবন! একের ইষ্ট, অন্যের অনিষ্ট। পরস্পরের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। যাই হোক, তুমি partyকে একটা মস্ত বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ।

মায়া। কিন্তু আমি Party ছেড়ে দিচ্ছি। আমায় আপনারা ভাল-ভাবে বিদায় দিন।

মহেন্দ্র। আমরা তোমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ সেইজন্তই কি··· ?

মায়া। তার জন্তেও আপনাদের দায়িত্ব কম নয়। আপনাদের ছদ্মবেশ আমার জীবন মরুভূমি করে দিয়েছে, কিন্তু তবু সেইটাই একমাত্র কারণ নয় মেজর গুপ্ত। আপ নারা ভুলপথের যাত্রী। দেশকে আপনারা ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছেন। হিংসার ওপর আপনাদের মত ও পথ প্রতিষ্ঠিত; এ কথাটা আগে আমি জানতাম না। মনোরম বাবু জনসেবা ফেডারেশন্ partyকে Communist দল বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন এবং বাইরে থেকে আমরা সবাই দলের সেই পরিচয়ই পেয়েছি। হিংসা দিয়ে দেশের সর্বহারাদের এক করা যাবে না। এ আপনাদের ভুল পথ। তাছাড়া আমি শ্বশুরের কাছে গ্রামে ফিরে যাব। তাঁর শুশ্রূষার বিশেষ প্রয়োজন।

(ধীরেন্দ্রের পাগলের ন্তায় প্রবেশ)

ধীরেন্দ্র। মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী। এই যে মহেন্দ্র, মৈত্রেয়ী কোথায় বাবা।

মহেন্দ্র। (মাতালের ঢঙ্গে) মৈত্রেয়ী ? ঠিক জানিনে ত। ও ভেতরে আছে, ডেকে দেব ?

(Flask হইতে মদ বাহির করিয়া পান করিল মৈত্রেয়ীর প্রবেশ)

মৈত্রেয়ী। দাদা, কতক্ষণ এলে ? (ধীরেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া) আপনি কখন এলেন বাবা ?

ধীরেন্দ্র। এই মাত্র আসছি মা। আমার খোকণমণি, আমার দাদু কোথায় মা ? তাকে নিয়ে যাব বলে আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি।

মহেন্দ্র। (মায়াকে) চল, মাকে দেখে আসি।

(মহেন্দ্র ও মায়া মণিমালিনীর ঘরে গেল)

মৈত্রেয়ী। (সাশ্চর্য্যে) তাকে নিয়ে যাবেন

ধীরেন্দ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে নিয়ে যাব। সৌরীন লিখেছে এখানে তার থাকা হবে না। তোমার মা'র খারাপ অসুখ করেছে।

মৈত্রেয়ী। কিন্তু আমি গেলে মায়ের কাছে থাকবে কে?

ধীরেন্দ্র। তোমার মাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও। কই মা আমার সাত রাজার ধন মাণিক কোথায়?

মৈত্রেয়ী। আমার মাকে হাঁসপাতালে দেবার কথা কি উনি লিখেছেন?

ধীরেন্দ্র। হ্যাঁ, না—তা তোমার যদি তাতে আপত্তি থাকে, তিনিও আমার বাড়ী চলুন।

মৈত্রেয়ী। তাঁর চিঠিটা দেখাবেন কি?

ধীরেন্দ্র। চিঠি? (পকেট খুঁজিয়া) ঐ যা, ফেলে এসেছি। তা' আমি কি মিছে কথা বলছি?

মৈত্রেয়ী। চিঠিটা না দেখলে এর জবাব দিতে পারব'না।

ধীরেন্দ্র। (খানিকটা গুম হইয়া) বটে! বেশ আমি যদি বলি ওর ঠাকুর্দা হিসেবে আমি ওকে নিতে এসেছি, তোমার শ্বশুর হিসেবে তোমায় বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি।

মৈত্রেয়ী। এর চেয়ে সৌভাগ্য আমাদের আর কিছুই নাই। কিন্তু উনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত বা তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি যে কিছুই ক'রতে পারিনা বাবা।

ধীরেন্দ্র। আঃ, কি ছেলেমানুষী ক'রছো! এই ছোট বাড়ীতে, তোমাদের ঐ সব রোগীর ছোঁয়াছে থাকলে ও কি বাঁচবে?

মৈত্রেয়ী। আপনার অনুগ্রহ না পেয়েও এতদিন তো বেঁচে আছে বাবা।

(ভিতর হইতে ছেলের কান্নার আওয়াজ শোনা গেল)

ধীরেন্দ্র। (পাগলের মতো) ঐ ঐ, আমার দাদু আমাকে ডাকছে। যাই দাদু, যাচ্ছি। (মৈত্রেয়ী পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল)

মৈত্রেয়ী। আপনি যাবেন না। তাঁর সঙ্গেই যখন আপনি সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, তখন ওর ওপর আপনার কোন অধিকার নেই।

ধীরেন্দ্র। সম্পর্ক ত্যাগ করেছি মানে? সেই অবাধ্য হ'য়ে চ'লে এসেছে। উঃ তুমি কি বুঝবে সে ব্যাথা। এইবার আমার দাদুকে তোমার কোল থেকে নিয়ে যাবো, তা'হ'লে সে ব্যাথার খানিকটা তুমি বুঝবে।

মৈত্রেয়ী। তিনি না ফেরা পর্য্যন্ত……

ধীরেন্দ্র। আঃ, তবু সেই এক কথা। সে যদি আর না ফেরে, তাহ'লে কি আমি ওকে এখানে ফেলে রেখে যাবো? ওকে যে আমার চাই। আমার এতো টাকা, বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবে কে? ওকে যে আমায় মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে।

মৈত্রেয়ী। আপনার পায়ে পড়ি বাবা, আপনি ঐ সব অলুক্ষণে কথা উচ্চারণ করবেন না। আপনার সম্পত্তির ওপর আমাদের কোন লোভ নাই। যা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন, খোকা তা' নেবে কোন্ অধিকারে?

ধীরেন্দ্র। অধিকার? ওঃ। তুমি বুঝবে না, তুমি বুঝবে না; সরো, পথ ছাড়ো।

(ভিতর হইতে আমার ছেলের কান্নার আওয়াজ শোনা গেল)

ঐ শোনো, ও আমায় ডাকছে। সরো সরো, যাই দাদু, যাই।

(মৈত্রেয়ীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন ও ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পাগলের মতো বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে মহেন্দ্র ও মায়াও আসিল)

আমার সাত রাজার ধন মাণিক্। আমার চাঁদ। আমার আঁধার ঘরের আলো। (প্রস্থানোদ্যত)

মৈত্রেয়ী। বাবা, বাবা, আমার ঘর যে অন্ধকার হোয়ে যাবে। ওকে নিয়ে যাবেন না।

ধীরেন্দ্র। (হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিল) কিন্তু, মা, আমার ঘর যে চিরকালের মত অন্ধকার হ'য়ে গেছে। পঁচিশ বছর ধরে যে আলো বুকের আড়াল দিয়ে ঝড় ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলুম, সর্ব্বনাশা যুদ্ধ যে তাকে আসামে নিভিয়ে দিয়েছে। সেই অন্ধকার ঘরে এই মাণিককে যখের মত আগ্‌লে রাখ্‌ব মা। তুমিও এসো মা, তুমিও এসো।

মৈত্রেয়ী। বাবা! কি ব'লছেন আপনি ?

ধীরেন্দ্র। মা, আমি পাষাণ, তাই এখনও শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু পাষাণ হ'লেও আর স্পষ্ট ক'রে যে তোমাকে বোলতে পারছি না মা। তুমি ত বুদ্ধিমতী, এখনও কি তুমি বুঝতে পারনি ?

মৈত্রেয়ী। আমি! আমি কি বিধবা ? উঃ ভগবান!

(মুহ্যমান হইয়া বসিয়া পড়িল)

ধীরেন্দ্র। উঃ, আর পারছি না, আর সহ্য করতে পারছি না। অলঙ্কার পরিয়ে সধবার বেশে শাঁখ-হুলুধ্বনির মাঝে তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই নি, তার জন্যে সৌরীন চরম সাজা আমায় দিয়ে গেছে; এবার এসো মা বিধবার বেশে কান্নার মাঝেই আমার বাড়ী এসো।

মহেন্দ্র। উঃ ঈশ্বর। কোনদিন আমি তোমাকে মানি নি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তুমি আছো, you······একটা হৃদয়হীন পাষাণ!

ধীরেন্দ্র। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। সরকারী টেলিগ্রামটা পেয়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় এতক্ষণ চোলেছি! এবার মনে হচ্ছে পাষাণও

ভেঙ্গে পোড়বে। মহেন্দ্র, মৈত্রেয়ী মা একটু সুস্থ হোলে তাকে বুঝিয়ে আর বেয়ান ঠাকরুণকে আমার বাড়ী নিয়ে যেও বাবা। আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।

(পাগলের মত ছেলেকে লইয়া প্রস্থান)

মৈত্রেয়ী। (নিজেকে সামলাইয়া) দাদা, আমার খোকন! আমার খোকনকে ফিরিয়ে আনো।

মহেন্দ্র। এঁ্যা, হ্যাঁ যাচ্ছি, যাচ্ছি, I mnst bring him back. (কয়েক পা অগ্রসর হইয়া) কিন্তু বুড়োটা মরে যাবে রে।

(সহসা বাহিরে সাইরেন বাজিল)

সাইরেন, সাইরেন। আমি যাচ্ছি খোকনকে নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

(মায়া তাড়াতাড়ি switch টিপিয়া আলো নিভাইয়া দিল জ্যোৎস্নায় ঘর স্বল্পালোকিত)

মৈত্রেয়ী। (কাঁদিয়া) সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসী তোর বাঁশী থামা থামা।

মায়া। ঐ বাঁশী ততদিন থামবে না মৈত্রেয়ী, যতদিন পৃথিবীতে সবল আর দুর্ব্বল থাকবে, যতদিন ধনী ও শ্রমিক সমাজের বুক থেকে মুছে না যাবে। ঐ বাঁশী সেইদিন থামবে যেদিন এই রণক্লান্ত পৃথিবীতে এমন সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে সকলে সমান পরিশ্রমে তাদের জীবিকা উপার্জ্জন কোরবে। যখন মানুষ মানুষের রক্ত নিঙড়ে বাঁচার ব্যবস্থা পালটে দেবে। দেখছিস না, আজ চতুর্দ্দিকে বিপ্লব। ভূমিকম্প, প্লাবন, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড যেন এই মহামারণ যজ্ঞের সহচর হ'য়ে এসেছে। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিতের রুদ্ধ ক্রন্দন, নিপীড়িতের বদ্ধ

দীর্ঘশ্বাস আজ এই মহাবিপ্লবের মাঝে মূর্ত্তি নিয়েছে। এই ধ্বংসের শেষে ঐ বাঁশী থামবে, তার আগে নয়।

(ইতিমধ্যে বাহিরে সাইরেনের পর বোমার আওয়াজ শোনা যাইতেছিল। মহেন্দ্র রক্তাক্ত কলেবরে আহত অবস্থায় খোকনকে কোলে করিয়া ফিরিল)

মহেন্দ্র। মৈত্রেয়ী মৈত্রেয়ী।

মৈত্রেয়ী। এনেছ দাদা, আমার মাণিককে এনেছ? একি, একি হ'য়েছে দাদা! তোমার সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে যে রক্ত!

মহেন্দ্র। ওর দিকে তাকাসনি বোন। নে নে তোর ছেলে, আমাদের ভবিষ্যতকে কোলে তুলে নে।

(মৈত্রেয়ী খোকনকে কোলে তুলিয়া লইল)

মহেন্দ্র। উঃ, বড্ড লেগেছে রে, বোমার splinter সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত করে দিয়েছে। বুড়োর কোল থেকে খোকনকে কেড়ে নিলুম। বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল "দাদু দাদু"। বোমার আওয়াজে সে চীৎকার মিলিয়ে গেল……আমিও চোট খেলুম। উঃ……আঃ আর পারছি না। একটু জল, জল দে বোন। (বসিয়া পড়িল)

মায়া। আমি আন্‌ছি (মায়া জল আনিতে ঘরে ঢুকিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল) মৈত্রেয়ী মা নেই। বিছানায় শুধু তাঁর মৃতদেহটা পড়ে আছে।

মৈত্রেয়ী। এঁ্যা, মা নেই, উঃ ভগবান!

মহেন্দ্র। (এ আঘাতকে কিছুক্ষণের জন্য সহ্য করিয়া সংযত কণ্ঠে বলিল) দুঃখ করিস্‌নে বোন। অতীতের জন্যে কান্নার সময় তোদের নেই। দেশের ভবিষ্যৎ তোদের কোলে, তাদের মানুষ

করে তোল। আমরা পারলাম না……হয়ত হয়ত তোমার কথাই সত্যি মায়া,………পথ হয়ত আমাদের ভুল হয়েছে………কিন্তু আন্তরিকতার অভাব আমাদের ছিল না। তবে, বাবার আগে তোমাকেও জানিয়ে যাই, আমরা সত্যিই পাষাণ নই। ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, অনুরাগ আমাদের হৃদয় তন্ত্রীতেও ঘা দেয়। কিন্তু কর্ত্তব্যের কঠোর আবরণে তার স্পন্দনকে লুকিয়ে রেখে আমাদের পথ চল্‌তে হয়……তাঁর জন্য অভিমান ক'রো না, অভিযোগ ক'রো না। আঃ খোকনকে নিয়ে আয়………আর আর দেরী নেই রে……আমার এই রক্ত তোর ছেলের কপালে ঠেকিয়ে দিই……… ওকে আশীর্ব্বাদ করি, নিয়ে আয়………(মৈত্রেয়ী খোকনকে আগাইয়া আনিল, মায়া মহেন্দ্রর মাথার কাছে দাঁড়াইল) হে আমাদের ভবিষ্যৎ, তোমাদের পথ তোমরা খুঁজে নিও……আমরা পারলাম না……তবু আমাদের রক্ত দিয়ে তোমাদের জয়রথের বন্ধুর যাত্রাপথ যতটা পারলাম—সুগম করে দিয়ে গেলাম। হে আমাদের ভবিষ্যৎ, এই নাও তোমার যাত্রাপথের জয়টীকা, এই নাও তোমার রক্ত-তিলক।

(কম্পিত অঙ্গুলে নিজের রক্ত দিয়া শিশুকে তিলক পরাইয়া দিল। পর মুহূর্ত্তে তাহার দেহ অবশ হইয়া লুটাইয়া পড়িল, মায়া চীৎকার উঠিল "নেতাজী"। মৈত্রেয়ী ছেলেকে মহেন্দ্রের পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া প্রণাম করিল।

-শেষ-